

आम्नाय-ग्रन्थालय,

जयसिद्धि, गरीबी

वाराणसी-5

आम्नाय-ग्रन्थालय,

जयसिद्धि, गरीबी

वाराणसी-5

लय

गसी-५

आम्नाय-ग्रन्थालय,
वाराणसी, काशी
संस्कृत-विभाग

श्री श्री लीलातद्वकूमाञ्जलि

(असम्पूर्ण)

नवीनतम संस्करण की विस्तृत प्रस्तावना प्रामाणिकता
प्रमाणित की — उत्कृष्टतम संस्करण, का हिन्दुस्तान प्रकाशन, दिल्ली
प्रकाशित — दिल्ली **आनन्द-मठानन्द,**
नरतनिका, करीबी
वाराणसी-5



श्री श्री गौरीगोविन्दानन्द भागवतस्वामी

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

শ্রী শ্রী লীলাতত্ত্বকুম্বমাঞ্জলি

(শ্রী শ্রী রাগাঙ্গাভক্তি তত্ত্বকুম্বমাঞ্জলি)

প্রাণনাথ-প্রণয়ালয়,

কলকাতা, কলকাতা

বাবাশ্রী-৬

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকচার্য

শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী

প্রণীত

১৩৫২ সাল

নবদ্বীপ প্রদত্ত

মূল্য ১।০ মাত্র

প্রকাশক :—

ঐ হরিহরাস ভট্টাচার্য্য,

ঐ শ্রীশঙ্কর, রামসোতাগড়া,

পোঃ—নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া :

মুদ্রাকর—ঐতেজেন্দ্রনাথ সরকার,

ক্লাসিক প্রেস,

২১ নং, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

স্বামিনাথ-সম্মানিত,
করতনির্মিত, কর্তব্য
বারাণসী-5

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুপাদগম্মেভ্যো নমো নমঃ

অসমীয় প্রত্নপাদ শ্রীশ্রীমদভাগবতস্বামী মহারাজ ইহার পূর্বে "কৃপাকৃষ্ণমাঞ্জলি", "দামোদরকৃষ্ণমাঞ্জলি", "শ্রীশ্রীকৃত্তবকৃষ্ণমাঞ্জলি" ও "শ্রীশ্রীকৃত্তবৈক্যবক্তিকৃষ্ণমাঞ্জলি" নামক গ্রন্থ চতুষ্টয় প্রস্তুত করিয়াছেন। বৈক্যব ভগ্নে এই দান অতুলনীর ইহা পাঠক মাজেই অবগত আছেন। শ্রীশ্রীকৃত্তবের সর্কশেব দান এই গ্রন্থ। তিনি নিজের গুরুতর অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়াও এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন প্রিয়জন বাধা দিলে বলিতেন "শ্রীমন্ মদন গোপাল ভগ্নকে বাধা দিবেন, আমার তাহা রোধ করিবার সাধ্য নাই।" এই গ্রন্থের সর্কশেব লিপিবদ্ধ করেন নাই। অধিকাংশ স্থানেই নিজে বলিতেন, আর অসমীয় গুরুভ্রাতা সর্কশেবপাদ শ্রীশ্রী দীনেশচন্দ্র গোস্বামী বি এ মহোদয় লিপিবদ্ধ করিতেন। ক্রমশঃ নিতালীলা প্রকাশের অল্প অতিশয় উৎকণ্ঠিত হওয়াতে গ্রন্থ আর সম্পূর্ণ হইল না। মহামহোপাধ্যায় শ্রী শ্রীনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টীকার মত এই গ্রন্থও অসম্পূর্ণ। বিশেষতঃ লিখিত অংশের আর সংশোধন বা পরিবর্দ্ধন করা হয় নাই। গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে গ্রন্থের অসুস্থলনে কৃপা বায় ইহার নাম শ্রীশ্রীগুরুপাদগম্মেভ্যো নমো নমঃ হওয়া উচিত। কিন্তু এই লিখার সময় অনিত্যম যে উহা শ্রীশ্রীলীলাতকৃষ্ণমাঞ্জলি। শ্রীশ্রীগুরুপাদের কি অভিপ্রায় ছিল তাহা অবগত নহি। বাধা হউক আমরা উভয় নামই মুদ্রিত করিলাম।

গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

প্রকাশনীল সম্ভবতঃগণের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম। শ্রীশ্রীগুরুপাদের আশীর্বাদই আমাদের একমাত্র কাম্য। নিবেদন ইতি—

কালুশী পূর্ণিমা,

১৩৫১ সাল।

শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণ, রামসীতা পাড়া,

পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী

বিষ্ণুপাদামুগত

শ্রীহরদাস ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীলীলাতত্ত্বকুসুমাজলি

(শ্রীশ্রীরাগানুগাভক্তিতত্ত্বকুসুমাজলি)

—:::—

অধিকারী

“অন্যভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মাগ্গনাবৃতং ।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপমা ॥”

“অন্যবাঞ্ছা অন্তপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম ।

আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥

এই শুদ্ধা ভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয় ।

পঞ্চরাত্র ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥”

“অন্যভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম পরিহারি,

কায়মনে করিব ভজন ॥”

শ্রীমদাশ্বমিনীমহাভাষ্যে

শ্রীল গোষামি-শাস্ত্রমতে ইহাই শুদ্ধা ভক্তির সামান্য লক্ষণ । এই লক্ষণকে সামান্য বলিবার অভিপ্রায় এই,—কি বৈধী সাধনভক্তি, কি রাগানুগা সাধনভক্তি, কি বৈধীজাত, রাগানুগাজাত সাধ্য ভাবপ্রেমাদি ভক্তি, সর্বত্রই এই লক্ষণের ব্যাপ্তি থাকিবে । এই শুদ্ধা ভক্তিতে ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা রহিত শ্রদ্ধাবান্ জন যাত্রই প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন । ভগবদ্ভক্তিতে বর্ণাশ্রমাদির অপেক্ষায় অধিকারিণের নির্ণয় নহে, শ্রদ্ধামাত্রই অধিকারিণের নির্ণায়ক । যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, “সর্ববৈধিকারিণোহত্র,” “শাস্ত্রতঃ শ্রীতে ভক্তৌ নৃমাত্রশ্রাদ্ধিকারিতা,” “জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্” ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যে বুঝা যায় যে, শুদ্ধা ভক্তিতে বিশ্বাসবান্ হইলেই, শুদ্ধভক্ত্যাধিকারী হইতে পারেন । সংসদ্ব দ্বারা শাস্ত্রার্থ-

ঐচ্ছিক সাধনসমূহ

বধারণজনিত যে শ্রদ্ধা, অর্থাৎ ভক্তিতে মনের দৃঢ়নিশ্চয়তা, সেই দৃঢ়নিশ্চয়তা হইতেই ভগবচ্ছ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে রুচি উৎপন্ন হয়। তাদৃশ শ্রদ্ধাজাতরুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণকীর্তনাদির সাধনে রত হইলে তাঁহাকে সাধক বলা যায়। সাধন ভক্তি কাহাকে বলে? যে ভক্তি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণারূপ ব্যাপার দ্বারা সাধ্য এবং ভগবৎপ্রীতিরূপ ফলকে সাধিত করে, তাহাকেই সাধন ভক্তি বলা যায়। যিনি ভগবৎপ্রীতি ফল প্রাপ্তির ইচ্ছায় ভগবচ্ছ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে জ্ঞাতবিশ্বাস, অর্থাৎ দৃঢ়নিশ্চয় সহকারে ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা ভগবচ্ছ্রবণকীর্তনাদি ক্রিয়ামুঠানে রত থাকেন, তিনিই ভক্তিমার্গে সাধক। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে ব্যক্তিমাত্রেরই সামান্যতঃ অধিকার থাকিলেও, ভক্তির সাধনে রত হইতে হইলে ভক্তিতে শ্রদ্ধালু অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রার্থে বিশ্বাসী হওয়া চাই, নতুবা ভক্তিতে সামান্যতঃ অধিকারী হইলেও, সাধনে রত হওয়া যায় না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তিসাধনে অধিকারিদের হেতু শ্রদ্ধা। “শ্রদ্ধা শব্দে কহি বিশ্বাস স্নদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব কৰ্ম সিদ্ধ হয়॥”—ইহাই শ্রদ্ধার আকার। ভক্তিতে শ্রদ্ধাবশতঃ রুচি হইলেই সাধনে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তখন ভক্তিসাধনে রত হওয়া যায়। সাধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রিয়প্রেরণাত্মক ব্যাপার দ্বারা সাধিত ক্রিয়ার পুনঃপুনঃ অভ্যাস করার নামই সাধনে রত হওয়া। এই প্রকার ভক্তিসাধনরত ব্যক্তিই সাধক নাম ধারণ করেন। ভক্তিসাধনাধিকারীর ভক্তিশাস্ত্রার্থে শ্রদ্ধার তারতম্যে, অর্থাৎ প্রৌঢ়শ্রদ্ধা, মধ্যমশ্রদ্ধা, যৎকিঞ্চিদগ্ন শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার এই ত্রিবিধ তারতম্যে ভক্তিসাধনমার্গে উত্তমাধিকারী, মধ্যমাধিকারী, কনিষ্ঠাধিকারীভেদে ত্রিবিধ অধিকারী স্বীকার করা যায়। পাঠকগণ ইহার শাস্ত্রপ্রমাণামুসন্ধিৎসু হইলে ভক্তিরসামুতসিদ্ধির পূর্ববিভাগে প্রথমলহরী, এবং ত্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ অনুসন্ধান করিবেন। অধিকারী নির্ণয়ে এতাবৎ যাহা বলাহইল তাহা বৈধী ভক্তি সাধন বিষয়ে অধিকারীর কথাই বলা হইল। “রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে কয়॥” রসামুতসিদ্ধিতেও বলিয়াছেন, “যত্র রাগান-বাপ্তহাৎ প্রবৃত্তিরূপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তি কচ্যতে॥” অর্থাৎ অমুরাগবিহীনতা কিংবা অমুরাগে রুচিবিহীনতা হেতু কেবলমাত্র শাস্ত্রের শাসনবাক্যরূপ আজ্ঞার বলে যে শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিতে প্রবৃত্তি উৎপাদিত হয়, সেই শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তিকেই বৈধী ভক্তি বলা যায়। যেখানে ভক্তিতে শাস্ত্রের

শাসন মাত্রই প্রবৃত্তির জনক, শাস্ত্রের শাসনে বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রই সেই ভক্তিতে অধিকারী, সুতরাং ইহাই অধিকার্য্যধিকারীর বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ। তাই শ্রদ্ধাই সেই ভক্তিতে অধিকারিত্বের একমাত্র হেতু বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা শব্দের সামান্য অর্থ এখানে শাস্ত্রার্থবিশ্বাসরূপই। শ্রদ্ধা, বৈধীভক্তি সাধনে অধিকারিত্বের হেতু ইহা নও, ভক্তিস্বরূপের অঙ্গ নহে, অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চন, স্মরণ ইত্যাদি ভক্তির স্বরূপতঃ এক একটি অঙ্গ, এই প্রকার শাস্ত্রের অর্থে বিশ্বাস করাও ভক্তির একটি অঙ্গ, একরূপ নহে। অথবা যে শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে ভক্তি বলা যায়, সেই শ্রবণাদির অঙ্গ শ্রদ্ধা নহে, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শ্রবণই ভক্তি, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট কীর্ত্তনই ভক্তি, এইরূপে শ্রদ্ধা শ্রবণকীর্ত্তনাদির অঙ্গোভূত নহে। শুদ্ধ শ্রবণ, শুদ্ধ কীর্ত্তন, শুদ্ধ স্মরণ ইত্যাদিই ভক্তি। শ্রদ্ধা না থাকিলেও, অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলেও শ্রবণ কীর্ত্তনাদির ভক্তিস্বরূপতার হানি হয় না। সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তির স্বরূপগত বিশেষণ বা অঙ্গ নহে। তবে যিনি ভক্তির সাধন করিবেন তাঁহার যদি শাস্ত্র শাসন দ্বারাই ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ভাদৃশ সাধনাধিকারী ব্যক্তিরই বিশেষণ হইবে। তাৎপর্য্যার্থ এই, শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস বিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্তিসাধনে অধিকারী। ভক্তির স্বরূপে শ্রদ্ধার অপেক্ষা নাই, বৈধী ভক্তির সাধনে সাধকের শ্রদ্ধার অপেক্ষা আছে। তাই শাস্ত্রে ভক্ত্যাধিকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া “অতঃপর রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারী নির্ণয় করা যাইতেছে, যথা,—

“রাগাঙ্ঘিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিন্দনাদয়ঃ

তেষাং ভাবাণ্ডয়ে লুক্কো ভবেদজ্ঞাধিকারবান্ ॥”

ভগবন্তিত্যলীলাপরিকর শাস্ত্রেরই রাগাঙ্ঘিকা ভক্তি। তাঁহাদের ভগবৎ-বিষয়ক ভক্তি স্বতঃই রাগরূপ। ভগবৎদৈর্ঘ্যজ্ঞানপ্রধান নিত্যপরিকরদিগের রাগভক্তিকে গোণ রাগাঙ্ঘিকা বলা যায়। আর ভগবদ্ভাধূর্য্যজ্ঞানপ্রধান নিত্যপরিকরদিগের ভক্তিকে মুখ্য রাগাঙ্ঘিকা বলা যায়। ইহাকে শুদ্ধরাগাঙ্ঘিকা ভক্তিও বলা যায়। শ্রীভগবানের ব্রজলীলার নিত্যপরিকরবর্গই মুখ্য রাগাঙ্ঘিকা-ভক্তিনিষ্ঠ। মুখ্যরাগাঙ্ঘিকাভক্তিনিষ্ঠ নন্দযশোদাদি পিতৃবর্গ, শ্রীদামাদি সখা বর্গ, রক্তকপড়কা দাসবর্গ, এবং শ্রীরাধা-ললিতাদি কাম্যাবর্গের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শুদ্ধ-রাগময়ী ভক্তির যে ভাব, সেই ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ব্যক্তি লুক্ক হয়েন,

তিনি শুদ্ধ রাগাশ্ৰিকা ভক্তির অনুগামিনী শুদ্ধ রাগানুগানামী সাধন ভক্তির সাধনে অধিকারী। “তেবাং ভাবাপ্তয়ে লুক” ইহা দ্বারা দেখান হইল যে ব্রজবাসিন্দিকরদিগের ভাবলিপ্সু ব্যক্তিমাাত্রই শুদ্ধ রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারী। ইহাতে কোন বর্ণাশ্রমাদির অপেক্ষা নাই। “শাস্ত্রতঃ প্রায়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাদিকারিতা।”

পূৰ্বে বৈধীভক্ত্যাধিকারী নির্ণয়ে বলা হইয়াছে—যিনি ভক্তিশাস্ত্রের শাসন-বাক্যে শ্রদ্ধাবান, তিনিই বৈধী ভক্তিসাধনে অধিকারী, আর এখানে বলা হইতেছে যিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদিগের শুদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবসমূহের মধ্যে কোন ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত লুক, তিনি রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারী। বৈধী ভক্তিসাধনে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসীই অধিকারী এবং সে স্থলে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসই অধিকারিবে হেতু। আর রাগানুগা ভক্তিসাধনে ভাবলুক ব্যক্তিই অধিকারী, এবং সে স্থলে ভাব প্রাপ্তির প্রতি লোভই অধিকারিবে হেতু। ইহার দ্বারা বৈধী রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারিবে হেতুর ভেদ দেখান হইল।

রাগানুগা ভক্তি ম সৌন্দর্য্য

“তত্ত্বদভাবলুক” ব্যক্তিই অধিকারী। কিন্তু লোভোৎপত্তির প্রকার কি? ত্ৰীপাদগোবামী লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিতেছেন,—“তত্ত্বদভাবাদিমাধুর্য্যে প্রভতে ধীর্ষদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিক তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম॥” সেই সেই দ্রব্যতঃ শুদ্ধ রাগময় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব বিশিষ্ট ব্রজবাসিনদিগের ভাব ক্রিয়াদির যে মাধুর্য্য অর্থাৎ তাহাদের ত্ৰীকুক্ষবিষয়ক নিজ নিজ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাব এবং সেই সেই ভাবোচিত কৃষ্ণসেবাময় গুণক্রিয়াময় লীলা পরি-পাটী প্রভৃতির যে মাধুর্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সিদ্ধশাস্ত্রশ্রবণদ্বারা সেই মাধুর্য্য অনুভূত হইলে, যখন বুদ্ধিবৃত্তি শাস্ত্রের শাসন বাক্য এবং যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, সেই মাধুর্য্য বিষয়ে প্রবর্তিত হয়, তাহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। পূৰ্বে বৈধী-ভক্তি সাধনে অধিকারিবে হেতু যে শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস বলা হইয়াছে তাহার আকার হইল যথা,—“কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম কৃত হয়,” “ভক্ত্যা সর্ব্বং ভবিষ্যতি” ইত্যাদি শাস্ত্রশাসন প্রবর্তিত নিশ্চয়াদিকা বৃদ্ধি। আর রাগানুগা ভক্তি সাধনে অধিকারিবে হেতু লোভ বলা হইয়াছে; তাহার আকার হইল এই যে,—শাস্ত্রের শাসন বাক্য এবং যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া আমি এইরূপ ভাব কবে

অধিকারী

সহিত এই প্রকার অভিলাষাত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি, অর্থাৎ শাস্ত্রযুক্তি নিরপেক্ষ
কার নাধূর্য্য প্রাপ্যভিলাষাত্মিকা বুদ্ধি। ইহাই বৈদী ভক্তি এবং রাগানুগ
ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বের হেতুর প্রকার ভেদ।

বৈদী ভক্তিসাধনে অধিকারী ব্যক্তি ভগদৈশ্বর্য-জ্ঞান-প্রদান। শাসনে শাসিত বুদ্ধিবৃত্তি ঐশ্বর্যজ্ঞানমূলকই হয়, অর্থাৎ মূলে ঐশ্বর্য প্রভুতা জ্ঞান না থাকিলে কাহারও শাসনে কেহ শাসিত হয় না। সুতরাং শাস্ত্র ভগবানের প্রভুতাকেই পুরস্রী করিয়া শাসনের দ্বারা ভক্তিতে প্রবর্তিত করায় বলিয়া বৈদী ভক্তির অধিকারী ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রদান হয় এবং তাহার ভক্তি সাধন ও ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রদান হয়। আর রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারী ব্যক্তি ভগবদ্ব্যর্থ্যজ্ঞান-প্রদান, রুচ্যাদ্বিকা বা অভিলাষাদ্বিকা বুদ্ধিবৃত্তি মাধুর্য্যানুভাবমূলকই হয়। সুতরাং তাহার ভক্তিসাধনও মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রদান হয়। ইহাতেও বৈদী ভক্তি এবং তাহার সাধনাধিকারীর, আর রাগানুগা ভক্তি এবং তাহার সাধনাধিকারীর অধিকার্যাধিকারীর বিষয় বিষয়ী ভাব সম্বন্ধের ভেদ দেখান হইল।

বৈধী ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বের হেতু শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা, এবং রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বের হেতু ব্রজপরিকরের ভাবে লোভ, এই যাহা নলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য বিচার করিলে দেখা যায় বৈধী-ভক্তি-সাধকের শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসই সাধনক্রমের আদিকার হয়। এই শ্রদ্ধা হইতেই সাধনে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী সম্ভ্রম ও গৌরবাদি ক্রোড়ীকৃত যৎকিঞ্চিৎ রুচি উৎপন্ন হইয়া শ্রদ্ধার সহিত মিলিত হয়। এস্থলে রুচি গোণরূপে থাকে, শ্রদ্ধাই পুরোবর্তিনী এবং প্রধান। হইয়া সম্ভ্রমগৌরবাদিগর্ভাৎ রুচির দ্বার দিয়া ভক্তিতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন করায়। আর রাগানুগা ভক্তিসাধকের নিত্যলীলার পরিকর ভক্তের ভাবমাধুর্য্যের প্রতি লোভ অর্থাৎ রুচিই সাধনের আদিকার হয়। শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞানগর্ভা এই রুচি হইতেই সাধনে সুদৃঢ়তম শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া রুচির (লোভের) সহিত মিলিত হয়; এ স্থলে শ্রদ্ধা গোণী হইয়া থাকে, রুচিই পুরোবর্তিনী এবং প্রধান। হইয়া শ্রদ্ধার দ্বার দিয়া ভক্তিতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন করায়। শুদ্ধ রাগানুগা ভক্তিসাধনে রুচি (লোভ) হইতে যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্বোক্ত শাস্ত্রশাসনজনিত শ্রদ্ধা হইতে যৎকিঞ্চিৎ ভিন্নাকার হয়। শুদ্ধ মাধুর্য্য

রুচি হইতে যে শ্রদ্ধা তাহা “ফলাবশ্যকসর্বোত্তমসাধনত্বেন ন প্রতীতিঃ” রূপে
শ্রদ্ধাই বৃদ্ধিতে হইবে।

রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বের নির্ণয়ে “নাত্ত শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ” বাহা
বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্যার্থ এই,—লোভের উৎপত্তিকালে শাস্ত্রশাসন বা
যুক্তির অপেক্ষা থাকে না। যে স্থলে কোন কার্যে প্রবৃত্তির প্রতি স্বতঃসিদ্ধ
অনুরাগ, অথবা: অনুরাগের অনুকরণে (অনুগমনে) রুচি, হেতু হয়, সে স্থলে
শাস্ত্রশাসন বা যুক্তি অকিঞ্চিংকর। যে স্থলে কোনও কার্যে স্বাভাবিক অনু-
রাগ বা অনুরাগানুগামিনী রুচি নাই, সেই কার্যে প্রবৃত্তি লওয়াইতে শাস্ত্রাদির
শাসন এবং যুক্তির প্রয়োজন হয়। তাই লীলাপরিকরণের স্বতঃসিদ্ধ প্রেমময়
তুষারক রাগভক্তির অনুগত তুষার অনুকরণে তুষারক লোভই রাগানুগা
ভক্তিতে প্রবৃত্তির প্রতি হেতু হয়। শাস্ত্রশাসন এস্থলে হেতু নয়। কোন ব্যক্তি
শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুতে লোভ করিতেছে, এই প্রকার হয় না। লোভনীয়
বস্তু প্রাপ্তিতে নিজের যোগ্যাবোগ্য বিচার থাকে না, কিন্তু লোভনীয় বস্তু দৃষ্ট বা
শ্রুত হইলে স্বতঃই লোভ উৎপন্ন হয়। স্বতঃ লোভই যে স্থলে প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে,
শাসন বা ক্য বা যুক্তি সে স্থলে আর কি প্রবৃত্তি জন্মাইবে? বরং শাসন প্রবৃত্তিত
প্রবৃত্তি হইতে লোভ প্রবৃত্তিত প্রবৃত্তি অতি বলীয়সী। ইহার রহস্য অনুসন্ধান
করিলে দেখা যায়, ভক্তিতে শাসনময় প্রবৃত্তি দ্বারা বিধিময় ভক্তিসাধনে সাধকের
শ্রীভগবানে যে প্রকার চিন্তের আবেশ হয়, তাহা লোভময় প্রবৃত্তি দ্বারা ভাবময়
রাগানুগাভক্তিসাধনে সাধকের চিন্তাবেশের অপেক্ষা জাতিতে এবং পরিমাণে
অত্যন্ত নূন। সুতরাং বৈধী ভক্তির অধিকারী অপেক্ষা রাগানুগা ভক্তির অধি-
কারীর উৎকর্ষ সূচিত হইল। ভক্তিতে শাস্ত্রশাসনে যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা
ভয় সম্বন্ধ গৌরব জনক ভগবদৈশ্বর্য জ্ঞানানুবন্ধিনী জাতিমতী প্রবৃত্তি, আর দীলা-
পরিকর ভক্তের শুদ্ধরাগাশ্রয়িক ভক্তির ভাবে যে লুক্কৃতামূলক প্রবৃত্তি উৎপন্ন
হয়, তাহা ভয়সম্বন্ধ গৌরবাদি শূন্য শুদ্ধপ্রীতিজনক ভগবদ্বৈশ্বর্য জ্ঞানানুবন্ধিনী
জাতিমতী প্রবৃত্তি।

বৈধী ভক্তির সাধন। এই শুদ্ধরূপের।

শাস্ত্র শাসন দ্বারাই যে ভক্তিতে প্রবৃত্তি তাহা বৈধী ভক্তি। তাদৃশ বৈধী
ভক্তিসাধনে সিদ্ধ হইলে সাধকের প্রাপ্ত সাক্ষাদভগবৎসেবোপযোগিপার্বদদেহে
রাগভক্তি প্রাপ্ত হইলেও তাহা বৈধীমিশ্ররাগভক্তি, শুদ্ধ রাগভক্তি নহে। আর

স্বাভাবিক যুক্তি নিরপেক্ষ শুদ্ধরূচি প্রবর্তিত রাগানুগা ভক্তিসাধনে সিদ্ধ হইলে, সাধকের প্রাপ্ত সাংসারভোগবৎসেবোপযোগিগার্হদেহে শুদ্ধ রাগভক্তিই লাভ হয়।

শ্রীপাদগোস্বামিবর্গের মতে ব্রজবাসিন্দের ভাবে লুক্ক হইয়া তাঁহাদের ভাবের যথাযোগ্য অনুকরণে বাঁহারা ভক্তিসাধন করেন তাঁহারা সর্বোৎকৃষ্ট-জাতীয় সাধক। তন্মধ্যে বাঁহারা শ্রীব্রজদেবী গোপসুন্দরীদিগের কামরূপা রাগাশ্রিকা ভক্তিবিশেষের ভাবের অনুকরণে কামানুগা ভক্তির সাধন করেন, তাঁহারা সর্বোৎকৃষ্টতর সাধক। কামানুগা সাধনা আর কামানুগা সাধনা

ব্রজদেবীদিগের কামরূপা রাগাশ্রিকা ভক্তির অনুগত তৃষ্ণাপ্রবর্তিত কামরূপানুগামিনী রাগানুগা ভক্তি দ্বিবিধ। কামপ্রানুগা আর কামানুগা। রাগানুগা মতে তত্ত্বদ্বাবেচ্ছাময়ী মুখ্য কামানুগা ভক্তি সাধনই সর্বোত্তমোত্তম সাধন। এই দ্বিবিধ কামানুগা ভক্তির সাধনে অধিকারী নির্ণয়েও, “তত্ত্বাব-কাজিকণো যে স্ন্যস্তেবু সাধনতানয়োঃ,” এই বাক্যেও তদভাবে আকাজকা অর্থাৎ সোভাই অধিকারিদের হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে।

“কৃষ্ণতদন্তকাকারগ্যমাত্রলভ্যকহেতুকা” অর্থাৎ বৈধী ভক্তিমার্গে কৃত্রিৎ ভগবানে কর্মাদি সমর্পণ দ্বারাও প্রবেশ সম্ভব হইলেও রাগানুগা ভক্তিসাধনে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং তাদৃশ অনুরাগী তত্ত্বজ্ঞের করুণা ভিন্ন প্রবেশ লাভ হয় না। তার মধ্যে ভক্তকুপাহেতুক লোভ দ্বিবিধ, প্রাক্তন-লোভ আর আধুনিক লোভ। পূর্বজন্মে লব্ধ তাদৃশ অনুরাগী কৃষ্ণভক্তের কৃপোখলোভ প্রাক্তন লোভ, আর এতজ্জন্মাবধি তাদৃশ ভক্ত কৃপোখলোভ আধুনিক লোভ। যদি কাহারও পূর্বজন্মসিদ্ধ ভক্তকৃপোখ লোভ প্রকাশ পায় তাহা হইলে লোভের অনন্তর অর্থাৎ প্রথমমেই লোভ প্রকাশ পাইয়া পশ্চাৎ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়ণ হয় ; যদি আধুনিক লোভ স্থলে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়ণ, তদনন্তর লোভের প্রবর্তি হয়।

লোভোৎপত্তিতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না থাকিলেও পরিকর নির্ণয় ভাব সাধুর্যের শ্রবণের দ্বারা তত্ত্বাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বাভাবিক লোভোৎপত্তির অন্তে তাদৃশ লোভবান্ ভক্তের লোভনীয় সেই ভাব প্রাপ্তির উপায়ীভূত যে সাধন, সেই সাধন কি? তাহার স্বরূপ কি? তদ্বিবয়ে কর্তব্য কি? এই প্রকার সাধন বিষয়ে অনিবার ইচ্ছা জাত হইলে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা অবশ্যই আছে। শাস্ত্রবিধির

শ্রীশ্রীলীলাতম্বকুসুমাবলি

দ্বারাই এবং শাস্ত্রপ্রতিপাদিত যুক্তির দ্বারাই সেই লোভনীয় ভাবপ্রাপ্তির উপায়ীভূত সাধন প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সাধন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সাধন করিতে হইলে শাস্ত্রবিধি এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় না।

তাদৃশ লোভবান্ রাগানুগাভক্তিসাধনাধিকারী ব্যক্তির রাগানুগা ভজন করিবার ইচ্ছারূপ প্রবৃত্তির উদয় হইলে তদ্রূপপ্রাপ্তির উপায়ীভূত সাধন সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে শ্রীগুরুমুখ হইতে, কোথাও কোথাও বা অভিজ্ঞ তাদৃশ অমুরাগী মহোত্তম ভক্ত মুখ হইতে শ্রবণপূর্বক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। কোথাও কোথাও বা ভক্তি দ্বারা পরিমার্জিত শুদ্ধ চিত্ত বৃত্তিতে সাধন স্বতঃই ফুরিত হয়। এই প্রকার শ্রীগুরু মুখ হইতে বা তাদৃশ ভক্ত মুখ হইতে সাধন জ্ঞান লাভ হইলে বা চিত্তবৃত্তিতে সাধন স্বতঃফুর্ত হইলে উল্লাসপূর্ণ সাতিশয় প্রবৃত্তিও প্রকাশ পায় এবং ঐ লোভই রাগমার্গাবলম্বী ভক্তের গুরুপাদাশ্রয়রূপ ভক্ত্যঙ্গের প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নাভীষ্ট সপ্রেমভগবৎসাক্ষাৎকার প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত, শ্রবণকীর্তনাদি সাধনভক্তি দ্বারা সাধকের চিত্ত যে পরিমাণে প্রতিদিন শুদ্ধ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই প্রতিদিন উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেই থাকে।

শাস্ত্রশাসন হেতু বৈধী ভক্তিতে প্রবৃত্তি আর ভাবের প্রতি লোভ হেতু রাগানুগা ভক্তিতে প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে। এই স্থলে প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ সুনিশ্চয়া চিকীর্ষা অর্থাৎ ভক্তি করিবার সুনিশ্চয়া ইচ্ছা।

বৈধী ভক্তির্জবেৎ শাস্ত্রং ভক্তৌ চেৎ স্যাৎ প্রবর্তকম্।

রাগানুগা স্যাৎ চেদ্ভক্তৌ লোভ এব প্রবর্তকঃ ॥

ভক্তৌ প্রবৃত্তিরত্র স্যান্তচ্চিকীর্ষা সুনিশ্চয়া।

শাস্ত্রান্নোভাতচ্চিকীর্ষু স্যাভাং তদধিকারিণৌ ॥

অর্থাৎ যদি ভক্তিতে শাস্ত্রই প্রবৃত্তির জনক হয় তাহা হইলে সেই ভক্তি বৈধী ভক্তি, আর যদি ভক্তিতে লোভই প্রবৃত্তির জনক হয় তাহা হইলে সেই ভক্তিই রাগানুগা হয়। এখানে ভক্তিতে যে প্রবৃত্তি হয় বলা হইয়াছে তাহা সুনিশ্চয়া চিকীর্ষাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভক্তিসাধনানুষ্ঠানের ঐকান্তিকী ইচ্ছার নামই প্রবৃত্তি। শাস্ত্র শাসন হেতুক ভক্তিসাধনানুষ্ঠানে ঐকান্তিকীচ্ছ ব্যক্তি বৈধীভক্ত্যাধিকারী, আর লোভহেতুক ভক্তিসাধনানুষ্ঠানে ঐকান্তিকীচ্ছ ব্যক্তি রাগানুগাভক্ত্যাধিকারী।

আম্ভনায়—সম্মত

সরলানিধি, কলকাতা

পাণ্ডিত্য-৫

বিষয়—সম্মত

“একমেবাদ্বিতীয়ম্”, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি ঋতিবাক্যের
স্বাভাব্য প্রতিপাদক “বদন্তি তত্ত্ববিদস্তৎ যজ্ঞ জ্ঞানমদ্বয়ম্” এই ভাগবতবচনে
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই পরতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই ভক্তি-
পাশের বিষয় তদ্ব্যচ্যবাক্য সম্বন্ধ।

বৈষ্ণবমতে অদ্বয়জ্ঞান বলিতে সর্ব্বথা সম্ভাব্য বিজ্ঞাতীয় স্বগত ভেদ-
শূন্য নির্বিশেষ অদ্বয় নহে। বিশেষতঃ শ্রীপাদগোস্বামীদিগের মতে, স্বশক্ত্য-
সহায়ক হেতু, সম্ভাব্য বিজ্ঞাতীয় ভেদরহিত জ্ঞানতত্ত্বই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব।
তাদৃশ জ্ঞানতত্ত্বে যে স্বগত ভেদ প্রতীতি আছে তাহা দ্ব্য স্বগত ভেদ
নহে। তাহাতে ভেদ প্রতীতি হইলেও উহা ঐ জ্ঞান তত্ত্বেই স্বরূপের
বিলাস বৈচিত্র্য মাত্র, স্বরূপতঃ অভেদই। এই প্রকার স্বরূপতঃ অভেদেও
স্বরূপশক্তির বিলাসবৈচিত্র্যে যাহা ভেদ প্রতীতি তাহাও পারমার্থিকী, তাহা
মারিকী বা ব্যবহারিকী মাত্র নহে। ইহা ঐ জ্ঞানতত্ত্বেরই অচিন্ত্য প্রভাব।
তাই শ্রীলগোস্বামী মতে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে।
সামান্যরূপে সর্বত্র সিদ্ধান্তে অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ স্বীকৃত হইলেও “বস্তুগত্যা”
দ্বারা ভেদাভেদের প্রকারের বৈলক্ষণ্য আছে। সর্বত্র একপ্রকার ভেদাভেদ
নহে। ইহা গোস্বামিশাস্ত্রের অপূর্ব চমৎকারকর সিদ্ধান্ত রহস্য। তথাপি
যাহারা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ পরতত্ত্বের স্বরূপে “স্বগতভেদবিবর্জিতাত্মা” বাক্য দৃষ্টে
স্বগতভেদ শ্রবণ মাত্রই দোষগন্ধ অনুভব করেন, তাঁহাদিগের প্রবোধের নিমিত্ত
মাধ্বগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেববিজ্ঞানভূষণ পাদ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে “ভেদা-
ভাবে ভেদ প্রতিনিধি” রূপ “বিশেষ” স্বীকার করিয়া পরতত্ত্ব স্বরূপে স্বগত-
দোষার্হি ভেদ খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বলদেব বিজ্ঞানভূষণের স্বীকৃত “বিশেষ”
পদার্থ শ্রীলগোস্বামী সিদ্ধান্তিত পরতত্ত্বের স্বরূপ শক্তির অচিন্ত্য বিলাসই।
সুতরাং অচিন্ত্য শক্তিমৎ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলিতে ভগবদ্ব্যবস্থাই বুঝায়। ভগবান,
ভগবৎ নাম রূপ গুণ লীলা ধাম নিত্য পার্শ্বদাদি, ভগবৎ স্বরূপান্তর্গত ভগ-
বৎস্বরূপ বিলাস বৈচিত্র্য। এই সকলও ভগবৎস্বরূপ বাচ্য—“জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-

মুদ্রিত সমস্ত নীতি মতে

১০

শ্রীশ্রীলীলাতত্ত্বকুম্ভাঙ্গলি

বীৰ্য্যভেজাংশশেষতঃ। ভগবচ্ছবদ্যাচ্যানি বিনা হেয়ৈশ্চ নাদিভিঃ॥” বিষ্ণুপুরাণবাক্য।

ভগবান্ বলিতে “স্বরূপভূত ভগবত্তাবিশিষ্ট পরমানন্দ স্বরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই” বুঝায়। “ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ব্রহ্মাং ভগ ইতীন্দ্রনা ॥” ইতি বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যে ভগবত্তা ষড়্ বিধা হইলেও সামান্ততঃ পরমৈশ্বর্য্যরূপা ভগবত্তা আর পরমমাধুর্য্যরূপা ভগবত্তা, এই দ্বিবিধ ভাবে গ্রহণ করা যায়। ঐশ্বর্য্য বলিতে প্রভূতা অর্থাৎ প্রভাবের দ্বারা বশীকর্তৃক বুঝায়। এই ঐশ্বর্য্যরূপ ভগবত্তার অনুভব হইলে ভগবান্ হইতে মর্য্যাদা-সূচক ভয়সন্ত্রমাদি উৎপন্ন হয়। মাধুর্য্য বলিতে রূপগুণলীলাদির সর্ব্বাবস্থায় চারুতা অর্থাৎ রূপগুণলীলাদিতে রুচিজনকতা বুঝায়। এই মাধুর্য্যরূপ ভগবত্তার অনুভব হইলে শ্রীভগবানে প্রেম জাত হয়। আর কেবল স্বরূপ অনুভবে স্বরূপানন্দমাত্রই লাভ হয়। ইহার মধ্যে মাধুর্য্যানুভব ভগবদৈশ্বর্য্যানুভব এবং কেবল স্বরূপানুভবের আবরক হয়, অর্থাৎ ভক্তের শ্রীভগবানে যে কালে মাধুর্য্যানুভব হইতে থাকে, সেইকালে ঐ মাধুর্য্যজ্ঞান ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে এবং কেবল স্বরূপমাত্রজ্ঞানকে আবরণ করিয়া শ্রীভগবান্কে পরম প্রীত্যান্বেদ-রূপে প্রতীতি করায়। সুতরাং উক্ত দ্বিবিধ ভগবত্তার মধ্যে মাধুর্য্যাত্মিক ভগবত্তাই ভগবত্তার সার।

শ্রীলগোষামিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রধান শাস্ত্র বিচার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রের সাক্ষাৎ রূপে মহাবিষয় ভগবান্‌ই। ভক্তি ভগবত্তার মধ্যে উপজীবকোপজীব্য ভাব সম্বন্ধ আছে। তাই ভক্তিশাস্ত্র ভগবান্কে বিষয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই ভগবান্‌ই ভক্তিশাস্ত্রের সাক্ষাৎ রূপে মহাবিষয়। অনন্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ইত্যাদি শ্রীভাগবতবচনশত-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপই অনতাপেক্ষী স্বয়ং ভগবান্ নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। তার মধ্যে আবার ব্রহ্ম-লীল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ ভক্তিশাস্ত্রের মুখ্যতম মহাবিষয়। যেহেতু পরম মাধুর্য্যময় ভগবত্তার সার ব্রহ্মলীলাতেই প্রকট হইয়াছে, “মাধুর্য্য ভগবত্তা সার, ব্রহ্মে কৈলা পরচার,” সুতরাং ব্রহ্মলীল শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শব্দের মুখ্যতমরূপে বাচ্য হয়েন। “অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বস্ত্ত ব্রহ্মেন্দ-নন্দন।” ভক্তিভগবানেও বিষয়বিষয়ী ভাব সম্বন্ধকে ফ্রোড়ী করতঃ ভক্তিশাস্ত্রের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তদ্বাচ্যবাচক-লক্ষণ সম্বন্ধ নামক অনুবন্ধও সূচিত হইতেছে।

অভিধেয় = ইতিকর্তব্যতা

অভিধেয় বলিতে শাস্ত্রের পরতত্ত্বাত্ম্যপদেশের ইতিকর্তব্যতারূপে যাহা বিধেয় তাহাকেই বুঝায়। ভক্তিশাস্ত্রে যে ভগবদাত্ম্য পরতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইতিকর্তব্যতারূপ বিধেয় সপৰ্য্যায় অভিধেয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীলক্ষ্যদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

“কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।”

প্রয়োজনবদধিকারী ব্যক্তির প্রয়োজনের বিভিন্নতায় প্রয়োজন-সাধক অভিধেয়ের জ্ঞান কর্ম যোগাদিরূপে বিভিন্নতা থাকিলেও কৃষ্ণভক্তিই প্রধান অভিধেয়। কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজনবদধিকারী ব্যক্তির শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয় বলিয়া কথিত হয়। স্বর্গ মোক্ষাদি প্রয়োজনবদধিকারী ব্যক্তির পক্ষে রুচিতে তত্ত্ব সাধক কর্মজ্ঞানাদি অভিধেয়রূপে শাস্ত্রে কথিত হইলেও “যং কৰ্ম্মভি যং তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যং। যোগেন দানধৰ্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ সৰ্ব্বং মদভক্তিযোগেন মমুক্তো লভতেহঙ্গসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্বাম কথঞ্চিদ যদি বাঞ্ছতি ॥” এই ভাগবতীয় বচনে তত্ত্ব প্রয়োজনসমূহ ভগবন্তক্তি যোগ দ্বারা অনায়াসে লাভ হয় এই কথা বলায় জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা তত্ত্ব প্রয়োজন সিদ্ধি অতিকষ্টেই হয়, সুতরাং কৃষ্ণভক্তিই তত্ত্ব প্রয়োজনবদধিকারীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ অভিধেয়; সুতরাং শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি সুসঙ্গতই হইতেছে,—“কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।” আরও বিশেষ কথা এই কর্ম্মজ্ঞানাদি স্বর্গাপবর্গাদি ফলদানে ভক্তির সাহায্য ভিন্ন স্বতঃ সক্ষম নহে। “ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান।” সুতরাং সর্বথাই কৃষ্ণভক্তি প্রধান অভিধেয়।

ভগবন্তক্তি শাস্ত্রে ভগবৎপ্রেম প্রয়োজনবদধিকারী ব্যক্তির প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়ীভূত অভিধেয় শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি। শুদ্ধা ভক্তি কেন? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়,—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে যদি ভগবত্তার স্বীকৃতি না হয়, তাহা হইলে শুদ্ধা ভক্তির উপজীব্য থাকে না, শুদ্ধা ভক্তি নির্বিষয়া হইয়া পড়ে। আবার যদি শুদ্ধা ভক্তি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে ভগবন্নিষ্ঠ ভগবত্তানুভবরূপ পুরুষার্থের হানি হয়, সুতরাং পরম পুরুষার্থ ভগবন্নিষ্ঠ ভগবত্তানুভূতির সাধকতম।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিই, জ্ঞানকর্মাদি সাধন শুদ্ধ ভগবত্তানুভাবক নহে। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভগবত্তানুভব প্রয়োজন সিদ্ধিতে একমাত্র সাধকতম। শুদ্ধ ভক্তিকেই ইতিকর্ষবাতরূপ বিধেয় সপর্ধ্যায় অভিধেয় বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে নির্ণয় করা হইয়াছে।

“ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতি,” শ্রীগীতা। “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ,” শ্রীভাগবত। সুতরাং গোস্বামিমতে পূর্ণতম স্বয়ং ভগবানের ভগবত্তার অনুভাবক যে ভক্তি তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠতম অভিধেয়।

ভগবন্তোপজীব্যা ভগবত্তানুভবপুরুষার্থসাধিকা শুদ্ধা ভাগবতী ভক্তি ভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তির সারসমবেত সম্বিত শক্তির সাররূপ। ভগবানের ভগবত্তাকেই উপজীব্য করিয়া ভগবদ্ বিষয়িণী ভক্তি ভগবন্তিত্যলীলা পরিকর ভক্তরূপ অধিষ্ঠানে নিত্যই বিরাজমানা আছেন। ভগবত্তা জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য বীৰ্য্য হেজঃ এই বড়বিধা হইলেও সামান্যতঃ দ্বিবিধা, ঐশ্বর্য্যাত্মিকা আর মাধুর্য্যাত্মিকা। ভগবন্তোপজীবিনী ভক্তিও দুই ধারায় দ্বিবিধ নিত্যপরিকর ভক্তনিষ্ঠা হইয়া প্রাপঞ্চিক সাধকভক্তে দ্বিবিধরূপেই আবির্ভূতা হয়েন। এক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানা, আর এক মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রধানা। ভগবৎপ্রেমপরমপুরুষার্থবাদী বৈষ্ণব মতে, শুদ্ধপ্রীতিজনক মাধুর্য্যাত্মক ভগবত্তানুভবই পরম প্রয়োজন। শুদ্ধ মাধুর্য্যাত্মক ভগবত্তাসারের পূর্ণানুভব একমাত্র পূর্ণতম স্বয়ং ভগবদ্ ব্রজলীল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়িণী শুদ্ধ মাধুর্য্য জ্ঞানপ্রধানা ভক্তি দ্বারাই লাভ হয়।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাত্মিকা ভগবন্তোপজীবিনী ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তিকে বৈদী ভক্তি বলা যায়। আর মাধুর্য্যজ্ঞানাত্মিকা ভগবন্তোপজীবিনী ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তিকে রাগাত্মিকা বলা যায়। যদিও শুদ্ধ পারমৈশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠলোকে নিত্য পরিকরদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও স্বাভাবিক প্রেমময়ী ভক্তি দেখা যায় এবং ভৌমদ্বারকাদি পারমৈশ্বর্য্য প্রধান ধামে নিত্য পরিকরদিগের ভগবদ্-বিষয়িণী দাস্য সখ্য বাৎসল্য কাস্ত্যাতাবময়ী ভক্তিকে স্বাভাবিক রাগময়ী হেতু রাগাত্মিকা বলা যায়, তথাপি তাহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধান হেতু বৈদীপ্রধান রাগাত্মিকা, শুদ্ধ রাগাত্মিকা নহে; উহাকে গোণ রাগাত্মিকাও বলা হয়। বৈকুণ্ঠ পরব্যোমীয় শুদ্ধ পারমৈশ্বর্য্যময় ধামে নিত্য পরিকরনিষ্ঠ ভক্তি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্যময়ী। সুতরাং শুদ্ধ পারমৈশ্বর্য্যময়ী, বৈদীপ্রধান রাগময়ী, আর

(দ্বাদশম অধ্যায়)
 (দ্বাদশম অধ্যায়)
 (দ্বাদশম অধ্যায়)

(দ্বাদশম অধ্যায়)
 (দ্বাদশম অধ্যায়)
 (দ্বাদশম অধ্যায়)

১৩ = ইন্দ্রিয়বৃত্তি

অভিধেয়

১৩

প্রথম অধ্যায়, ভক্তি এই ত্রিবিধরূপে শ্রীভগবদ্ভক্তিপরিকরে নিত্য অবস্থান
 ক্রিয়া প্রাপ্তিক ভক্তগণে সুরসন্নিধি ত্রিবিধ ধারায় নূন পরিমাণে
 সার্থকতা হইলে সাধনভক্তি নাম ধারণ করে। এই সাধন ভক্তিকে ভক্তিশাস্ত্রে
 সাধন পদবাচ্য। নিত্য সিদ্ধপরিকর নির্ভর যে পূর্ণপ্রমাণা ভক্তি, তাহাকে
 সাধনভক্তি বলা যায়, সুতরাং তাহা অভিধেয় পদবাচ্য নহে।

মাত্রসংক্রান্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ন হইত

সাধনভক্তি দ্বারা সাধকের কলরূপ সাধ্য ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি যাহা
 লাভ হয় তাহাও দ্বিবিধ; “মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা।” মাহাত্ম্য-
 জ্ঞানযুক্ত প্রেম আর কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্য মাত্র জ্ঞানযুক্ত প্রেম এই প্রকার দ্বিবিধ।
 “মহিমাজ্ঞানযুক্তঃ স্যাধিমার্গানুসারিণাং। রাগানুগাশ্রিতানাং প্রায়শঃ
 কেবলো ভবেৎ॥” বিধিমার্গানুসারে যাহারা ভক্তিসাধন করেন, সাধন
 সিদ্ধ হইলে তাহাদের যে প্রেম লাভ হয় তাহা মাহাত্ম্যজ্ঞান অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান
 যুক্ত প্রেম; আর যাহারা রাগানুগা সাধন ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সাধন করেন,
 তাহাদের সাধন সিদ্ধিদশায় যে প্রেম লাভ হয়, তাহা প্রায়শঃ মাধুর্য্যমাত্র জ্ঞান-
 যুক্ত প্রেম। এস্থলে প্রায়শঃ শব্দের তাৎপর্য্য এই,—রাগানুগা সাধন ভক্তিওও
 বৈদী অংশ যুক্ত হইলে সাধ্যপ্রেমও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানংশ যুক্ত হয়, শুদ্ধ
 মাধুর্য্য মাত্র জ্ঞানযুক্ত প্রেম হয় না। সুতরাং শুদ্ধ মাধুর্য্যমাত্র জ্ঞানযুক্ত প্রেম
 পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়ীভূত সাধন শুদ্ধ রাগানুগাভক্তিই শ্রীলগোস্বামিপাদ
 নভে মুখ্যতম অভিধেয়। এই পুস্তকে রাগানুগাভক্তি সাধনের কথাই
 মুখ্যরূপে বলিবার অভিপ্রায়। আনুশঙ্গিকরূপে বৈদী ভক্তি সাধনের কথাও
 সংক্ষেপে বলিতেছি। বৈদী ভক্তির সাধনে শ্রীমদভাগবতোক্ত “শ্রবণং কীর্তনং
 বিষ্ণুঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যামাশ্রয়বিবেচনাম্॥” এই
 মোক্ষোপজীবো অমৃতপদ্মভাব্যচরণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থে ভক্ত্যঙ্গের
 চতুঃসংখ্য ভেদ দেখাইয়াছেন; শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া
 তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

“স্মরণপাদাশ্রয়ঃ, দীক্ষা, গুরুসেবনং। সদ্ধর্শনশিক্ষাপূজাঃ, সাধুমার্গানুগমনং॥
 কৃষ্ণদীপ্তিতে ভোগত্যাগঃ, কৃষ্ণতীর্থে বাসনং। যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহঃ,
 একাদশ্যপবাসঃ॥

ধাত্র্যশ্বখ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব পূজন১০। সেবা নামাপরাধাদি বিদূরে বর্জন১১।

অবৈষ্ণব সঙ্গ১২ বহুশিষ্য না করিব ১৩। বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব১৪।

হানিলাভসম১৫ শোকাদির বশ না হইব ১৬। অন্য দেব অন্য শাস্ত্র

নিন্দা না করিব১৭।

বিষ্ণুবৈষ্ণব নিন্দা১৮ গ্রাম্যবার্তা না শুনিব১৯। প্রাণিমায়ে মনোবাক্যে উদ্বেগ

না দিব২০।

শ্রবণ২১, কীর্তন২২, স্মরণ২৩, পূজন২৪, বন্দন২৫। পরিচর্যা২৬, দাস্ত২৭, সখ্য২৮,

আত্মনিবেদন২৯।

অগ্রে নৃত্য৩০ গীত৩১ বিজ্ঞপ্তি ৩২ দণ্ডবৎ নতি৩৩। অভ্যুত্থান৩৪ অনুভবজ্ঞা৩৫

তীর্থগৃহে গতি৩৬।

পরিক্রমা৩৭ স্তবপাঠ৩৮ জপ৩৯ সংকীর্তন৪০। ধূপ৪১ মালা৪২ গন্ধ৪৩ মহাপ্রসাদ

ভোজন ৪৪।

আরাত্রিক ৪৫ মহোৎসব৪৬ শ্রীমূর্তি দর্শন ৪৭। নিজপ্রিয় দান৪৮ ধ্যান৪৯

তদীয় সেবন৫০।

তদীয় তুলসী ৫১ বৈষ্ণব৫২ মথুরা ৫৩ ভাগবত৫৪। এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণে

অভিমত।

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা ৫৫, তৎকৃপাবলোকন৫৬। জন্মদিনাদি মহোৎসব৫৭ লঞা

ভক্তগণ।

সর্বথা শরণাপত্তি ৫৮ কার্তিকাদিব্রত৫৯। চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব।

সাধুসঙ্গ ৬০, নামকীর্তন ৬১, ভাগবত শ্রবণ৬২। মথুরাবাস৬৩ শ্রীমূর্তি

শ্রদ্ধায় সেবন৬৪।”

ভক্তির এই চতুঃষষ্টি অঙ্গের সম্বন্ধে আৰ্য প্রামাণ্যমুসন্ধিৎসু ব্যক্তি
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব বিভাগে প্রথম লহরী অনুসন্ধান করিবেন। যোগ্যতা-
মুসারে শরীরেন্দ্রিয় মনের দ্বারা এই চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্তির উপাসনার মধ্যে
প্রথম “গুরুপাদাশ্রয়” হইতে আরম্ভ করিয়া “ধাত্র্যশ্বখ গোবিপ্র বৈষ্ণব পূজন”
পর্যন্ত গ্রহণমূলক দশটি ভক্তির অঙ্গ সাধন ভক্তির আরম্ভ স্বরূপ, এবং
তৎপরবর্তী “সেবানামাপরাধি বিদূরে বর্জন” হইতে আরম্ভ করিয়া “প্রাণিমায়ে
মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব” পর্যন্ত বর্জনমূলক দশটি ভক্তির অঙ্গ, সাকল্যে

१६
महर्षिनाम्न

९
सेवापरा

ভক্তি বরাহ পুরাণ মতে আরও কতকগুলি সেবা অপরাধ আছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে, যথা,—রাজারভক্ষণ, অন্ধকার গৃহে ত্রিমূর্তি সন্দর্শন, অনিয়মে ত্রিবিগ্রহ সমীপে গমন, ঘর্টাদি বাদ্য বিনা ত্রিমন্দিরের দ্বারোদ্বাটন, কুহুরাদি দ্বারা দূষিত ভক্ষ্যবস্তু সংগ্রহ, অর্চনসময়ে মৌনভঙ্গ, অর্চনকালে

মৃত্যুরূপাদি ত্যাগ নিমিত্ত গমন, গন্ধমালাদি অর্পণ না করিয়া ধূপদান, শাস্ত্রা-
বিহিত পুষ্প দ্বারা পূজন, দন্তধাবন না করিয়া, স্রোতঃসংসর্গের পর শুচি না হইয়া,
রক্তঃস্থলা স্রোতঃ স্পর্শ করিয়া, দীপ স্পর্শ করিয়া, মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া, রক্তবস্ত্র,
নীলবস্ত্র, অর্ধোত্তবস্ত্র, অস্ত্রের পরিধেয় বস্ত্র বা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, শব
দর্শন করিয়া, অপান বায়ু ত্যাগ করিয়া, ক্রোধান্বিত হইয়া, শ্মশান ভ্রমণ
করিয়া, ভুক্তানের অপরিপাক অবস্থায়, এবং ভোজন করিয়া, কুশুস্ত পুষ্প বা কুশুস্ত
শাক, তিলকঙ্ক অর্থাৎ খৈল অথবা হিং ভোজন করিয়া, তৈল মর্দন করিয়া
শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের স্পর্শ বা তদীয় কার্য্য করা, ভগবচ্ছাত্র অনাদর পূর্বক অস্ত্র
শাস্ত্র প্রবর্তন, শ্রীমূর্তির সম্মুখে তামূল চর্চণ, এরণ্ড অর্থাৎ ভেরেণ্ডা পত্রস্থ পুষ্প দ্বারা
অর্চন করা, আশ্বুরিককালে পূজা করা, কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া অর্চন
করা, দেবতার স্নানকালে বামহস্তে দেবতাকে স্পর্শ করা, পয়ুষিত পুষ্পে বা
যাচিত পুষ্পে অর্চন করা, পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা, পূজাকালে আশ্রমাদি
দ্বারা স্বীয় গর্ব্ব প্রতিপন্ন করা, তিথ্যাকপুণ্ড্র ধারণ অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্র তিচ্ছ হলে
বক্রভাবে তিলক ধারণ করা, পদপ্রক্ষালন না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা,
অবৈষ্ণবের পক্ষ বস্ত্র নিবেদন করা, অবৈষ্ণবের সম্মুখে পূজা করা, গণেশ না
করিয়া বা কাপালিক দেখিয়া পূজা করা, নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা দেবতাকে স্নান করা,
ঘর্মান্ন কলেবরে দেবতার পূজন, দেব নির্মাল্য লঙ্ঘন, ভগবানের নাম নিয়া
শপথ করা, এই সকল ভগবৎ সেবাপরাধ মধ্যে পরিগণিত হয়। সর্ব্বাপরাধকারী
ব্যক্তিও হরি সংশ্রয় করিলে অপরাধমুক্ত হয়। কিন্তু যে দ্বিপদ পশু হরির নিকটেও
সেবাপরাধ করে সে ব্যক্তি নামাশ্রয়ী হইলে নামের কৃপায় কদাচিৎ মুক্ত হইতে
পারে, কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধঃ শ্রীভগবন্মামের নিকট যাহার অপরাধ হয় তাহার অধঃপতন
হয়। সজ্জন বিচারশীল ব্যক্তিরও ভ্রমপ্রমাদাদি বশতঃ অসাবধানতা হেতু
ভগবৎ সেবায় যাহা যৎকিঞ্চিদপরাধ উপস্থিত হয় তাহা ভগবন্মাম কীর্তনের দ্বারা
এবং অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্র পাঠাদি দ্বারা এবং নিরন্তর ভগবৎ সেবার দ্বারা প্রতি-
দিনই উপশান্ত হওয়ায় অপরাধের অঙ্কুর হইতে পারে না। কিন্তু এই প্রকারে নাম
কীর্তনাদি দ্বারা সেবাপরাধের উপশম হয়, এই মনে করিয়া সেবাপরাধ বিষয়ে
সাবধানতার শৈথিল্য হইলে সাধকের ঐ সেবাপরাধই “নামবলে পাপে প্রবৃতি”
রূপ গুরুতর নামাপরাধই হইবে। সুতরাং সাধক ব্যক্তির সেবাপরাধ এবং

নামাপরাধ সর্বতোভাবে বর্জনের প্রতি সাবধানতা না থাকিলে প্রকৃত সাধন
তত্ত্বি নার্গে প্রবেশই অসম্ভব হইয়া উঠে।

এবং নামাপরাধের কথা বলা যাইতেছে। নামাপরাধ দশ প্রকার, যথা—
১. নিন্দাদি বৈষ্ণবাপরাধ; নিন্দাদি বলিবার সার্থকতা এই বৈষ্ণবজনের
কোন নির্ভর করা রূপ নিন্দা, বৈষ্ণবজনকে প্রহার করা, বৈষ্ণবজনের
প্রতি ঘোষণা করা, বৈষ্ণবজনে দ্বেষ করা, বৈষ্ণব জনকে প্রণামাদি দ্বারা অভিনন্দন
না করা, বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দ প্রকাশ না করা—এই ছয় প্রকার বৈষ্ণব
অপরাধ হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ নামাপরাধে পর্য্যবসিত(১)। শ্রীবিষ্ণু ও
শ্রীশিব পৃথক্ ঈশ্বর বুদ্ধি করা অর্থাৎ শ্রীশিব শ্রীভগবান্ বিষ্ণুরই অবতার বিশেষ
রূপে শ্রীবিষ্ণু হইতে অপৃথক্ এই প্রকার মনে না করিয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর বোধ
করা(২)। শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য বুদ্ধি করা(৩)। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা
করা(৪)। নামে অর্থবাদ অর্থাৎ নামের অচিন্ত্য মহিমা শ্রবণ করিয়া নামে ঐ
মকল ক্রি বস্তুতঃ নাই, উহা কেবল প্রশংসা মাত্র মনে করা(৫)।
নামকে ব্যাখ্যা বা নামের মহিমাদিকে কষ্টকল্পনা করা(৬)। নামবলে পাপে
প্রবৃত্ত হওয়া, এখানে নাম শব্দ উপলক্ষণ মাত্র, সমস্ত ভক্ত্যঙ্গই বুঝিতে হইবে,
অর্থাৎ কান ভক্ত্যঙ্গের মহিমার বলে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া(৭)। অস্ত্র শুভ
কর্ণের সহিত নামের সমতা বোধ করা(৮)। অশ্রদ্ধ জনে নামোপদেশ করা(৯)।
নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে শ্রীতিযুক্ত না হওয়া এবং নামে
অহং মম ভাব অর্থাৎ আমি খুব নাম করি, অধিক নাম করিতে পারি ইত্যাদি
ভাব পোষণ করা(১০)।

তত্ত্বিসাধনমার্গে প্রবিষ্ট হইতে হইলে উপরোক্ত সেবাপরাধ নামাপরাধগুলি
অবগত বর্জন করা চাই। দৈবাৎ যদি অজ্ঞান বশতঃ বৈষ্ণবাপরাধ নামক প্রথম
নামাপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে “ভূমৌ স্থলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্”
ভাবে যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করা হইয়াছে সর্বাস্তঃকরণে সেবাদি দ্বারা সেই
বৈষ্ণবকে প্রসন্ন করিতে হইবে। দ্বিতীয় অপরাধ স্থলে শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণবোপদেশা-
নুসারে শ্রীবিষ্ণু হইতে শ্রীশিবের পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীগুরুতে
মনুষ্যবুদ্ধিরূপ তৃতীয় অপরাধ উপস্থিত হইলে মনুষ্যাকারে সাক্ষাদ্ ভগবদবতার
মহাভাগবতোত্তমরূপে বোধ করিয়া শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইয়া সেবা মহিমাদি

কীর্তন দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। চতুর্থ অপরাধস্থলে যে সকল শাস্ত্রের নিন্দা করা হইয়াছে সেই সকল শাস্ত্রের ভূয়ো ভূয়ো মহিমা কীর্তন করা। এই প্রকারের অন্য ছয়টি নামাপরাধেরও উদ্ভব নিবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তত্তদাচরণ করিবে। এবং “নামাপরাধযুক্তানাং নামাশ্চেব হরন্ত্যযং।” অর্থাৎ নিজেকে নামাপরাধী মনে করিয়া কাতরতার সহিত সর্বদা শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ করিবে। তাহাতেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু নিজ গর্ব দান্তিকতা প্রভৃতির বশবর্তী হইয়া ছল কার্পণ্যে অর্থাৎ যেমন বৈষ্ণবাপরাধস্থলে বা শ্রীগুরুপরাধস্থলে, শাস্ত্রনিন্দাদি অপরাধস্থলে যদি মনে করা যায় যে “নামাপরাধযুক্তানাং নামাশ্চেব হরন্ত্যযং” অর্থাৎ নামাপরাধী ব্যক্তির অঘ (অপরাধ) নামেই নাশ করে, সুতরাং বৈষ্ণবকে প্রসন্ন করিতে কি শ্রীগুরুকে প্রসন্ন করিতে সেবাদির আয়াসে কি প্রয়োজন, শাস্ত্রপ্রশংসাদির আয়াসে কি প্রয়োজন, নাম গ্রহণ করিলেই অনারাসে নামাপরাধ মুক্ত হওয়া যায়, এই প্রকার মনে নাম গ্রহণ করিলেও বিগুণভর নামাপরাধ আপতিত হয়, ইহা দৃঢ় স্মরণ রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে সাধকের ভক্তিসাধন নির্বিঘ্ন হইতে পারে।

ভক্তির চতুঃবষ্টি অঙ্গ পূর্বের যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমুচ্চয়ে ফল প্রসব করে এইরূপ নহে। অর্থাৎ যতগুলি ভক্তির অঙ্গ বলা হইয়াছে ইহার সকলগুলিরই অমুষ্ঠানের দ্বারা সাধকে সকলগুলি অঙ্গ মিলিত হইয়াই তবে ফল প্রদান করিবে এইরূপ অর্থ নহে। সমুচ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়াও যে কোনও একটি ভক্ত্যঙ্গ অমুষ্ঠিত হইলে পরম পুরুষার্থ শ্রীভগবৎপ্রদান সমর্থ। সাধকের শ্রদ্ধা রুচির বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেক ভক্ত্যঙ্গই সাধকের নিকট নিজের অসাধারণ মহিমা প্রকটন দ্বারা সর্বপ্রাণে ভক্তিসাধনরূপে প্রতিভাত করেন। তাই শাস্ত্রে দেখা যায়—“এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নির্ভা হইলে উপদ্রায় প্রেমের তরঙ্গ।”

রাগানুগা ভক্তির সাধন

বাহুল্য বিষয় শ্রীভগবানে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার হেতু যে প্রেমময় ^{বায়ু} ^{দর্শন} তাহার নামই রাগ ; এই প্রেমময়ত্বাধিকা ভক্তি রাগাধিকা ভক্তি ।
 তৎসংবিদ্যামহাশ্রমস্থ নিত্যলীলাপরিকরাশ্রিত এই স্বতঃ রাগময়ী ভক্তির আনুগত্যে
 ভগবচ্ছরণ কীর্তনাদি ভক্তি সাধনকে সামান্যতঃ রাগানুগা ভক্তিসাধন বলা যায় ।
 রাগভক্তির অনুগমন যাহাতে আছে, তাহাই রাগানুগামিনী ভক্তি । শ্রীপাদ-
 গোস্বামীদিগের পরমহৃত্ত নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণকান্তা ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক
 পরমাবিষ্টতাময়ী প্রেমরূপ তৃষ্ণাতিশয়রূপা যে রাগাধিকা ভক্তি, যাহা কামরূপা ^{কাম} ^{সুখ}
 নামে প্রসিদ্ধ, সেই প্রেমতৃষ্ণাময়ী কামরূপা রাগাধিকা ভক্তির অনুগমনশীলা
 যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা প্রবর্তিতা ভগবচ্ছরণ কীর্তনাদি অনুষ্ঠানময়ী সাধনভক্তির
 দ্বারা এই স্থলে বলা যাইতেছে । রাগানুগা সাধনভক্তি সম্বন্ধে শ্রীরসামৃতপ্রসে
 ক্তিরটি বাক্য দেখা যায়, যথা, “কৃষ্ণং স্মরন জনকাস্ত প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতঃ ।
 তৎসংস্পর্শং ততশ্চাসৌ কুৰ্যাদবাসং ব্রজে সদা (১) ॥ সেবা সাধকরূপেন সিদ্ধরূপেন
 চাহি । তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্য ব্রজলোকানুসারতঃ (২) ॥ অবগোৎকীর্তনাদীনি
 বৈধীভক্ত্যুদিতানি তু । যাশ্চজ্ঞানি চ তান্তত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ (৩) ॥” এই
 শ্লোকটি শ্লোকের কামানুগ পক্ষে ব্যাখ্যা, যথা, “কৃষ্ণং স্মরন” কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া,
 তাৎপর্য্যার্থ এই রাগানুগা ভক্তিতে স্মরণসাধনাই মুখ্য, কেন না রাগ মনোবর্ষ্য,
 সুতরাং মানসিক বর্ষ্য রাগ (তৃষ্ণা বা লোভ) মূলক রাগানুগা ভক্তিতে মানসিক
 সাধন স্মরণটিও প্রধান ; “প্রেষ্ঠং” নিজভাবোচিত লীলাবিলাসী বৃন্দাবনচন্দ্র
 কৃষ্ণকে এবং নিজ সমীহিত অর্থাৎ নিজ ভাবের পরমাশ্রয়রূপ অভিলষণীয় শ্রীরাধা
 ললিতা বিশাখা শ্রীরূপ মঞ্জরী আদিকে স্মরণ করিয়া তাহাদিগের শ্রীতিময়ী
 লীলাদি কথায় রত হইয়া ব্রজে বাস করিবে । ব্রজবাসে অসমর্থ হইলে মনের
 দ্বারাও বাস করিবে । “সাধকরূপেন” যথাবস্থিত সাধক দেহ দ্বারা “সিদ্ধরূপেন”
 নিজে অতীষ্ট অন্তর্নিহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবোপযোগী দেহ দ্বারা নিজ প্রিয়তম
 শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক এবং নিজের অভিলষণীয় শ্রীরাধা ললিতা-বিশাখা প্রভৃতিকে
 আশ্রয় করিয়া যে মধুর (শৃঙ্গার) ভাব বর্তমান তাহা লাভ করিবার ইচ্ছুক

শ্রীশ্রীলাভকুসুমমাধলি

ইহা মানসদ্বারা উপস্থিত অর্থাৎ সংগৃহীত সেবোপযোগী অব্যাদি এবং সাক্ষাৎ
রূপে সংগৃহীত যথাযোগ্য অব্যাদি দ্বারা “ব্রজলোকানুসারতঃ” অর্থাৎ সাধকরূপেতে
অনুগম্যমান শ্রীরূপগোস্থানী এবং সাধনে সিদ্ধ ইহা কৃষ্ণপ্রাপ্তজন চন্দ্রকান্তি,
দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি, বৃহদ্বামনপুরাণ প্রসিদ্ধ ঋতি প্রভৃতি ব্রজলোকের অনুসারে
সেবা করিবে; এবং অন্তর্নিহিত সিদ্ধ দেহে সিদ্ধরূপে অনুগম্যমান শ্রীরূপমঞ্জরী
আদি ব্রজলোকের অনুসারে সেবা করিবে। পূর্বে যে চতুষ্টি ভক্ত্যঙ্গ বলা
ইয়াছে, সেই বৈধীমার্গে কথিত শ্রবণ কীর্তনাদি চতুষ্টি ভক্ত্যঙ্গই এই রাগানুগা
ভক্তিসাধনেও বহিমান জন সম্যক বিচারপূর্বক স্বীয়ভাবের সমুচিত সাধনাদি
সকল আচরণ করিবেন। ভাব-বিরুদ্ধ বাহা তাহার আচরণ করিবেন না। ইতি
শ্লোকত্রয়ের সংক্ষিপ্তার্থ।

উপরোক্ত শ্লোকত্রয়ের স্বরস্তু এই পাওয়া যায়, স্বীয় ভাবোচিত শ্রীকৃষ্ণ
এবং তন্মিত্যপরিবর্তন জনের স্মরণ এবং মানসিক নিম্ন সিদ্ধদেহ চিন্তনপূর্বক
তৎপ্রিয়জন সহ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ভাবোচিত মানসিক সেবা এবং বাহ্য দেহে স্বীয়
সমুচিত শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধন, সামর্থ্যে ব্রজভূমিতে বাস, অসামর্থ্যে
মনের দ্বারাও বাস করিবে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী ইহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
করিয়াছেন, যথা,—

বাহ্যভাস্তর ইহার হৃদয় সাধন।

বাহ্য সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্তন।

মনে নিম্ন সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।

রাত্রিদিন চিন্তে রাখাকৃষ্ণের চরণ ॥

পরমাস্তরঙ্গ সখীভাবের অনুগত গোপিকাকার এবং গোপীভাব লাভ
করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ সেবা প্রাপ্তির উপায়ীভূত সর্বতঃ অনবদ্য
পরমহৃদয় মহানুধ্যাতম বাহা সখীভাবানুগত্যে রাগানুগা সাধন, তাহা হই প্রকার।
একটি বাহ্য দেহের সাধন, অপরটি অন্তর দেহের সাধন। এখানে শ্রবণ কীর্তন
উপলক্ষণ মাত্র, অর্চনাদি অত্যাশ্রিত ভক্ত্যঙ্গেরও সাধন স্বীয়ভাবের অবিরোধে
বাহ্যদেহে অর্থাৎ যথাবস্থিত সাধকদেহে করণীয়। ইহার নাম বাহ্য সাধন। বাহ্য
সাধন নাম শুনিয়া কেহ ইহাকে তুচ্ছ সাধন বলিয়া মনে করিবেন না। আর
অন্তর সাধন—বাহা গুরুপদটি নিজের সিদ্ধ দেহ, তাহা মনের দ্বারা চিন্তনীয়, এবং

মানসিক সেই দেহ দ্বারা মানসে ত্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা করণীয়। রাগানুগা ভক্তির সাধন মার্গে ইহাকেই প্রধানতঃ স্মরণোক্ত সাধন বলা যায়। সাধকের যোগ্যতা অনুসারে ত্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এবং তন্নিত্যপ্রিয়বর্গের রূপগুণ লীলাদির স্মরণ সহ এই প্রকার মানসিক সেবার স্মরণ আস্তর সাধনের মধ্যে মুখ্যতম। আবার ত্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবার লালসাময়ী প্রার্থনাদির স্মরণ করাও মানসিক সেবার স্মরণ বলা যায়, যথা—ত্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা, ত্রীস্তবমালা, স্তবাবলী প্রভৃতি প্রযোজ্য প্রার্থনাদির স্মরণকেও রাগানুগা ভক্তি সাধনের স্মরণোক্ত ভক্তিও বলা যায়। যেমন—“কদাং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন। উদ্বাপঃ পুতরীকাক রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥” ইত্যাদি লালসাময়ী প্রার্থনাও রাগানুগা ভক্তিসাধন, কেবলমাত্র অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করাই যে রাগানুগা ভক্তির সাধন তাহা নহে। সেবার প্রার্থনাদির স্মরণও সাধন।

রাগানুগা ভক্তিসাধক মনের দ্বারা নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনা করিবেন। সাধক দুই প্রকার। জাতরতি সাধক আর অজাতরতি সাধক। জাতরতি সাধকের অন্তঃকরণে সিদ্ধদেহের স্বভাবই স্মরণ হয়। অজাতরতি সাধকের সিদ্ধদেহ প্রজ্ঞাত হইয়া চিন্তন করিয়াই মানস সেবা করিতে হয়। এই সিদ্ধদেহ বলিতে কি বুঝায়? ত্রীপাদভাবগোস্বামী “সিদ্ধরূপেন অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসাক্ষাৎসেবোপযোগিদেহেন,” ত্রীচক্রবর্তিপাদ “অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসাক্ষাৎসেবোপযোগিদেহেন” ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের “সাক্ষাৎ” শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই বুঝাই হইতেছে যে,—সাধকের সাধনাবস্থায় অন্তশ্চিন্তিত এই দেহই প্রাপ্তসিদ্ধদেহ। সাক্ষাৎ ভাবে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়। ভগবৎ সেবা লালসাপ্রবণচিত্ত সাধক ব্যক্তি যে ভগবৎ সেবোপযোগী দেহ নিজের বলিয়া মনে চিন্তা করেন, তাহা স্মরণ্য হইতে পারে না, উহা সত্য চিৎস্বরূপই। যদি ইহার শাস্ত্র যুক্তি অনুসন্ধান করিতে কোন পাঠকের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার লিখিত “সাধনকুশলমাঞ্জলি” নামক পুস্তকের “সাধনে সাবধান শতক” প্রবন্ধে উল্লিখিত শাস্ত্রযুক্তি দেখিতে পারেন।

সিদ্ধদেহের চিন্তন শাস্ত্র এবং গুরুপদেশের সাহায্যেই করিতে হয়। চিন্তনীয় সিদ্ধ দেহের সম্বন্ধে শাস্ত্রে সামান্যভাবে দিগ্‌দর্শন থাকিলেও, উপযুক্ত সঙ্গোপন নিকট হইতে উপদেশ লাভেরও অপেক্ষা আছে। সিদ্ধ দেহ চিন্তন

বিষয়ে ঋষি প্রবর্তিত শাস্ত্রের অমূল্যদানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা” গ্রন্থে শ্রীসনৎকুমার সংহিতা তন্ত্রের দুইটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

“আত্মানং চিন্তয়েত্তত্ব তাসাং মধ্যে মনোরমাং ।

রূপ-যৌবন-সম্পত্তাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং ॥

সখীনাং সঙ্গিনীরূপাং আত্মানং বাসনাময়ীং ।

আজ্ঞাসেবা পরাং তত্বে রত্নালঙ্কারভূষিতাম্ ॥”

অন্যোরর্থ :—রাগানুগীয় সাধক ব্যক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণকান্ত গোপিকাদিগের মধ্যে নিজেকে রূপযৌবনসম্পন্ন মনোরম কিশোরী প্রমদারূপে চিন্তা করিবে। শ্রীললিতা বিশাখা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখীদিগের সঙ্গিনীরূপা এবং তাঁহাদের অমূল্যতত্ত্বসারে শ্রীরাধামাধবের সেবা পরা, এবং শ্রীরাধিকার নির্মাণ্য বসন ভূষণে ভূষিতরূপে আপনার বাসনাময়ী মূর্তি চিন্তা করিবে। ইতি “চিন্তয়েৎ” ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, নিত্যসিদ্ধ সখী সদৃশ ভাব রূপাদি বিশিষ্টরূপে নিজ আত্মাকে ঈক্য করিবে, অর্থাৎ সাক্ষাৎকারতুল্য বোধ করিবে। এবং ঐ ভাব রূপাদি বিশিষ্ট দেহই আমি ইত্যাকার দৃঢ় অভিমান পোষণ করিবে।

তাহারা ভোমত্বজে শ্রীরাধামাধবের পরকীয়া ভাবের উপাসনা করিবেন, তাঁহারা নিজের বাসনাময় সখীভাবাপ্রিত যে সিদ্ধ দেহের চিন্তন করিবেন, তাহাতেও নিজেকে পরোচা বধুরূপে অভিমান পোষণ করিবেন। কেহ কেহ কল্পকারূপেও অভিমান পোষণ করিয়া থাকেন। সাধক যথাক্রটি যথাসম্প্রদায়মতে করিবেন, তাহাও সিদ্ধ হইবে।

বহু সংসাধক ব্যক্তি, দীক্ষা গুরু প্রদত্ত গুরু পরম্পরার সিদ্ধ প্রণালী অনুসারে, স্বীয় গুরুকেও শ্রীরাধামদনগোপালের প্রেমসেবা পরা প্রিয়মর্শসখীরূপে চিন্তন করিয়া নিজেকে তাঁহার আজ্ঞাপরা সখী (দাসী) ভাবাপ্রিত গোপিকারূপে চিন্তন করেন। দীক্ষা গুরুকে সখীরূপে চিন্তা করার ব্যবস্থা তাঁহারা “গুরুরূপা সখীর বামে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমঠামে” ইত্যাদি শাস্ত্র বচন দ্বারা উপপন্ন করেন। ইহলোকে যিনি শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দান পূর্বক রাগানুগীয় ভক্তিসাধন শিক্ষাদান করেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় গুরুরূপা সখী বলিয়া কথিত হইবেন, ইহাই উক্ত মতে সিদ্ধান্ত। তথাপি সাধকদেহে স্বীয় গুরুকে ভগবানের সাক্ষাৎ শক্ত্যাবেশাবতার মনে

রাগানুগা ভক্তির সাধন

২৩

করিয়া ভগবত্ত্বি জ্ঞানে ভগবন্ত্ব্য ভক্তি করিবে। সাধক দেহে ঐ প্রকার
সখ্যভাব আরোপ করিয়া সখ্যব্দ ব্যবহার করিবে না। ইতিমত মন্থাকম্।
আবার অনেক সাধক বৈষ্ণবও গুরুর পরম্পরা প্রণালী স্বীকার করিলেও পরম্পরা
গুরুরই ইচ্ছা বা মঞ্জুরীপূরণে কোন সিদ্ধ প্রণালী স্বীকার করেন না। তাঁহারা
বীর্য প্রকাশে তাদৃশ সখীরূপে চিন্তনও করেন না, কেবলমাত্র নিজের গোপিকাকার
সিদ্ধদেহ চিন্তন কর্ক নিজে লীলাপরিকর সখীদিগের সজ্জিনী এবং তাঁহাদেরই
সাক্ষাৎসাক্ষ্য করিয়া জীরাধাগোবিন্দের সেবাদির স্বরণ সাধন করেন।
তাঁহারা শ্রীমদ্রোহিত ঠাকুরের “গুরুরূপা সখী বামে” ইত্যাদি শাস্ত্রের অর্থ,
কবচদীপিকা কহে যে সখীবন্দ, তাঁহারাই সেই স্থলে গুরুরূপা সখী, অর্থাৎ সাক্ষাৎ
সাধককেই সেবার উপদেষ্টা, এই প্রকারই বলিয়া থাকেন। এই দুই প্রকার
মতই দেখা যায়। যাহা হউক, রাগানুগাভক্তি সাধনে সাধকের নিজ সিদ্ধ-
দেহচিন্তন দ্বারা সাধমাধ্যমের লীলাদির স্বরণ মানসিক সেবাদি অবশ্য কর্তব্য ইহা
সর্ববাদী সম্মত।

কেবল নিজকে গোপিকাকার চিন্তা করিলেই যে সিদ্ধ দেহের চিন্তন সূত্রে হইল
তাঁহা নহে। গোপীভাবভাবিত গোপিকাকার চিন্তনেই সিদ্ধদেহ চিন্তনের সৌষ্ঠব।
রাগানুগা ভক্তি সাধনে অমুগম্য গোপীজনের (অর্থাৎ যে গোপিকার অমুগত হইয়া
ভক্তিসাধন করিতে হইবে তাঁহাকেই অমুগম্য গোপীজন বলা যায়;
সেই অমুগম্য গোপীজনের) ভাবের অমুগত ভাবের সাধনই প্রধানতঃ
করিতে হইবে। সাধকের প্রধানরূপে গোপীভাব ভাবিত স্বীয় অন্তঃকরণ
প্রস্তুত করাই গোপীভাবে রাগানুগা সাধন। অজ্ঞাতরতি সাধকদিগের
মধ্যে যাহারা নবীন সাধক, যাঁহাদের নিজ সিদ্ধ দেহের চিন্তন, নিজের
স্বরণ স্পষ্ট হয় না, প্রত্যুত কিছু কিছু কষ্টকর হয়, তাদৃশ নবীন সাধকবৃন্দ
গোপিকাকার নিজ সিদ্ধদেহ চিন্তনের এবং লীলাদি স্বরণের প্রয়াসের দিকে
কিছুকাল অভ্যাসিক আগ্রহ না করিয়া, যদি শ্রবণ কীৰ্ত্তন সাহায্যে যৎকিঞ্চিৎ
স্বরণমনন দ্বারা গোপিকার ভাবের মহিমা সাধন করেন, এবং গোপীভাবোদ্দেশ্যে
লালসামরী প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি প্রধান জীনরোহিত ঠাকুরের প্রার্থনা, শ্রীরূপ গোস্বা-
মীর উৎকলিকা বল্লবী, কার্পণ্যপঞ্জিকা স্তোত্রাদি, জীদাস গোস্বামীর বিলাপ-
কুসুমাম্বলি প্রভৃতি গ্রন্থের শ্রবণকীৰ্ত্তন এবং যথা কথঞ্চিৎ স্বরণমনন দ্বারা

অন্তঃকরণে গোপিকার ভাবের সংস্কারকে দৃঢ় করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে অচিরেই স্বীয় সিদ্ধদেহ চিন্তন করিতে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসেবাদি স্মরণে অন্তঃকরণের উপযোগিতা অনায়াসেই লাভ করিতে পারিবেন। সাধকের যে সিদ্ধদেহের চিন্তা করিতে হইবে, তাহা ভাবের যোগ্য হইবে। সেই ভাবযোগ্য সিদ্ধদেহের চিন্তন সাধন সিদ্ধ হইলে, “ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রহ্মে।” ভাবের যোগ্য দেহ লাভ করিয়াই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং সিদ্ধ দেহের চিন্তন সাধনেও ভাবের চিন্তনই প্রধান হইবে। ভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে তদ্ভাবভাবিতাস্তঃকরণ গঠিত হওয়া সাধকের পক্ষে দুষ্কর। আর তদ্ভাবিতাস্তঃকরণের অস্পষ্টতায় সিদ্ধদেহের চিন্তনও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। সুতরাং সাধকের মধ্যে গোপিকার ভাবের প্রতি বাঁহার যে পরিমাণে লুক্কাতা বুদ্ধি পাইয়া অন্তঃকরণ তদ্ভাবে সংস্কারাবদ্ধ হয়, তিনি রাগামুগা সাধনে তত পরিমাণেই অগ্রসর হইতে পারেন। তাই রাগামুগা ভক্তি সাধনে অধিকারী নির্ণয়ে “তেবাঃ ভাবাপ্তয়ে লুক্কঃ,” “তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যে স্মাঃ” ইত্যাদি নির্দেশ করিয়া তাঁহাদের প্রতি লোভ, ভাবের প্রতি আকাঙ্ক্ষাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং সাদৃশ্য নবীন সাধকের পক্ষে স্বাভীষ্ট লীলাপরিকর গোপিকার ভাবের আদর্শমুখ্যরূপে করাই উপযোগী সাধন। লীলা স্মরণ, যাহা সাধন বলা যায়, তাহার ভাষ্যপার্থ্যও স্বীয় ভাবের পুষ্টি বিধান। “অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥” এস্থলে রাধাকৃষ্ণের বিহার (লীলা) চিন্তনে প্রথমতঃ প্রধানরূপে গোপীভাব অঙ্গীকারেরই প্রাধান্য বলিয়া পরেই বলিতেছেন, “সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥”

রাগামুগাভক্তনাগ্রহী সাধকের নিজ সিদ্ধ দেহে আবেশ রাখিতে হইবে, অর্থাৎ যেমন আত্মানাত্ম বিবেকরূপ জ্ঞানসাধনমার্গে আমি দেহ নহি, আমি ইন্দ্রিয় নহি, আমি মন নহি, আমি দেহেন্দ্রিয়াদি জড়ভিত্তিক নিত্যযুক্ত নিত্যশুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ আত্মা, ইত্যাদি অমুশীলন দ্বারা স্ব স্বরূপে আবেশের চিন্তা করিতে হয়, সেইরূপ রাগামুগা সাধনমার্গেও, এই প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট আমি নহি, আমি শ্রীরাধামদনগোপাল পাদপদ্মের নিকৃষ্টসেবা নিযুক্ত গোপকিশোরী ইত্যাদিরূপে নিজ চিন্তিত সিদ্ধ দেহে অভিমানাত্মক আবেশ রাখিতে হইবে।

“আত্মা তস্য প্রণয়রভসম্যোপদেহে ন দেহে” অর্থাৎ প্রেমাত্মিকতার উপযোগী
 সিদ্ধ দেহে বাহ্যর আত্মা অর্থাৎ নিত্যস্ববুদ্ধি, পাঞ্চভৌতিক সাধক দেহে নিত্যস্ব-
 বুদ্ধি নাই তিনিই কৃতী ও মুক্ত পুরুষ। সাধক ভক্তের ভক্তিসাধন মাত্রই আমি
 ভগবদ্রসমসেবক, ভগবান আমার নিত্য পরম সেবা, এই পরমতত্ত্বজ্ঞান সর্বত্র
 অনুভূত থাকে। এই সেবা সেবক ভাবই ভক্তি ধর্ম, সুতরাং ভগবৎ সেবোপায়িক
 মাধ্যমেই আমি অভিমানে আসক্ত হওয়া হরিপ্রিয় উত্তম ভক্তের লক্ষণ।

ভগবদিত্যাকান্তা ব্রজসুন্দরী গোপিকার ভাবানুগত্যে বাহ্যরা ভক্তিসাধন
 করিবেন তাঁর মধ্যে আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা পরায়ণা প্রিয়নর্শ সখী
 জরীর ভাবমুগ্ধ হইয়া সখী মঞ্জরীর ভাব অঙ্গীকার পূর্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্ট-
 কাণ্ডীর বিহার চিন্তন এবং মানস সেবার স্মরণ সাধন করিবেন, তাঁহাদের তাদৃশ
 সাধনে পুরুষভাবে আবৃত থাকা চাই। সখীভাব অঙ্গীকার ইহার তাৎপর্যার্থ
 “সাক্ষাৎসিক্তসম্যক্তঃ সখীভাবসমাজিতঃ” উজ্জলনীলমণির উক্ত শ্লোক টীকার
 “সখীভাবঃ প্রীকৃষ্ণতৎপ্রায়সোঃ পরস্পর মেলনেচ্ছা, তৎ সমাজিত ইতি, তেন
 তস্য পুরুষাবশ্চাবৃত ইতি ভাবঃ” শ্রীজীবপাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগোবামি-
 পাদদিত্যাকান্তে “রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার” এই বাক্যে যে লীলা
 স্মরণ সাধন বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসপ্রধান লীলার পুনঃ
 পুনঃ স্মরণাভ্যাস করা সাধনই বলা হইয়াছে। যে মনের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের
 শৃঙ্গাররসময়ী লীলার পুনঃ পুনঃ স্মরণাভ্যাস করিতে হইবে, সেই নন বখাসম্ভব
 শুদ্ধ হইলে লীলাস্মরণ সাধনও শুদ্ধ হইবে, নতুবা সাধকের মনে তাদৃশ
 গুরুতর অন্তরঙ্গতা দোষে শৃঙ্গাররসময়ী লীলার স্মরণকালে যদি তাদৃশ
 পুরুষভাবে পারীৱিক পুমিল্প্রিয়ের নিকার উপস্থিত হইতে থাকে, তাহা
 হইলে গুরুতর অপরাধই হইবার সম্ভাবনা অধিক। শ্রীজীবপাদ ভক্তি-
 মূলক সামাগ্রতঃ স্মরণ সাধনের প্রকরণারম্ভে বলিয়াছেন, “শরণাপত্তাদিভিঃ
 তদাস্তঃকরণেচ্ছা...নামকীর্ণনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্ঘ্যাৎ” অর্থাৎ ভগবৎ শরণা-
 পত্তি, ভগবৎসেবা কীর্ণনাদি দ্বারা সাধক ব্যক্তি শুদ্ধাস্তঃকরণ যদি হন, তাহা
 হইলে নাম কীর্ণন অপরিভ্যাগে অর্থাৎ নামকীর্ণনসহকারে স্মরণ করিবেন।
 শ্রীজীব গোবামিপাদের এই উক্তি সাধকের সামাগ্রতঃ ভগবৎ স্মরণ
 সাধনের মধ্যস্থ যদি হৃদয়ঙ্গতা হয়, তাহা হইলে বিশেষভাবে স্মৃতিস্মরণ

মনোব্যাপারাত্মক রসময়ী লীলার স্মরণ সাধনে সাধকের শুদ্ধাস্তঃকরণতাপে
সুসজ্জতা কি না তাহা সুধী সাধকগণ বিচার করিবেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসময়ী লীলায় সন্তোগময়ী লীলা ছইপ্রকার, এক
সম্প্রয়োগাত্মক আর একটি লীলাবিলাসাত্মক। “রহসি স্ত্রীসন্তোগো হি দ্বিবি
সম্প্রয়োগো মিথো লীলাবিলাসশ্চ।” এই দ্বিবিধ সন্তোগলীলার রহস্যংশ স্মরণ
করিতে হইলে, শ্রীজীবপাদের ভক্তিসন্দর্ভের “পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাসম্বলিতলীলাময়
তদ্ভজনং তু পরমতনমেবেতি। রহস্যলীলা তু পুরুষবদিত্ত্রিয়বিকারৈঃ পিতৃপুত্র
দাসভাবৈশ্চ নোপান্যা স্বীয়ভাববিরোধাৎ” (অর্থাৎ পরমপ্রিয়তম শ্রীরাধা সহি
শ্রীকৃষ্ণলীলাময় যে ভজন, তাহা সর্বোত্তম ভজনই, কিন্তু পুরুষোচিত ইঞ্জি
বিকার বাহাদের আছে তাঁহারা, এবং পিতৃপুত্রদাসভাবযুক্ত সাধক তাঁহারা তাঁহারা
রহস্যলীলা উপাসনা করিবেন না) এই উক্তি লীলাস্মরণসাধকের দৃঢ়তর ভাবে
মনে রাখিতে হইবে। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ গোকুলে শ্রীব্রজবধুদিগের সহি
রাসাদি লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজন মাহাত্ম্যাভিশয়ের পরম বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া
শ্রীমদভাগবতের রাসলীলার শ্রবণ কীর্তন স্মরণ ধ্যানাদির অবিচিন্ত্যমহিম
বোঝাপ্রদ “বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিঃ” শ্লোক উদ্ধার পূর্বক উপরোক্ত ব্যাখ্যা
করিয়াছেন। শ্লোকটি যথা,—

“বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদম্বি বিষেধঃ

শ্রদ্ধাঘিতোহমুশৃণুদ্যদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদ্রোগমাশ্বসহিনোত্যচিরেণ ধারঃ ॥”

শ্রীপাদ সনাতনের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীজীবপাদের লঘুবৈষ্ণবতোষণী
সম্মত শ্লোকের ব্যাখ্যা যথা,—যে ব্যক্তি, ব্রজবধুদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের
এই রাসক্রীড়া এবং এই রাসক্রীড়া সদৃশ ব্রজবধুদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের
অন্য শৃঙ্গার রসাত্মক নখুর লীলা শ্রদ্ধাঘিত হইয়া, অর্থাৎ বিশ্বাসসম্বৃত্ত
মনে, তাৎপর্যার্থ এই, লীলাকে প্রাকৃত কামক্রীড়া বুদ্ধিতে অবজ্ঞারূপ
অপরাধ বাহাতে না হয়, তাদৃশ শ্রদ্ধাঘিতমনা হইয়া নিরন্তর শ্রবণ করেন,
অনন্তর, অর্থাৎ শ্রবণের অনন্তরে বর্ণন করেন, স্মরণ ধ্যানাদি করেন, তিনি
অচিরে শ্রীভগবানে, গোপিকা অনুসারিত্ব হেতু, উৎকৃষ্ট প্রেমলক্ষণা ভক্তি

এতদ্বারা নব রূপে লাভ করিয়া অচিরে অতি শীঘ্র কামক্রোধ প্রভৃতি
 রিপুবর্জিত পরিত্যাগ করেন এবং ধীর হয়েন, অর্থাৎ ধৈর্য লাভ করেন। এই
 শ্লোকে “মিন” এই লীলা শ্রবণাদি করেন এই কথা বলায়, অধিকারিণের অপেক্ষা
 নিরন্তর হয়, ইহল, অর্থাৎ এতাদৃশ লীলার শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদিতে অধিকারিণের
 কোন বিচার নাই। বাহাতে অপরাধ না হয় এবং শ্রবণ কীর্তনাদি নিরন্তর
 হয় এবং বাহাতে ফল বৈশিষ্ট্য লাভ হয়, তাহার নিমিত্তই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে
 কামক্রোধ শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদি করুন না কেন, তিনি অচিরেই সর্বোৎকৃষ্ট
 পরমভক্তিতে কৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীগীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে “ব্রহ্মভূতঃ
 প্রশান্তচিত্তঃ ইত্যাদি শ্লোকে দেখা যায় যে ব্রহ্মভূত, প্রশান্তা এবং শোক আকাজ্ঞা
 বিহীন ও সর্বভূতে সমদৃষ্টি হইলে তারপর “মহক্তিং লভতে পরাম” অর্থাৎ পরা ভক্তি
 লাভ হয়। কিন্তু রাসলীলা এবং তৎসদৃশ অগাধ লীলা শ্রবণের বলবৎ বিচিন্ত্য মহিমা
 এই যে, — লীলা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির কামক্রোধাদি হ্রদ্রোগ বর্তমানেও
 প্রথমেই প্রেমভক্তির লাভ হয়; ইহা দ্বারা এই লীলা শ্রবণ কীর্তন স্মরণে
 কামক্রোধাদি হ্রদ্রোগবান ব্যক্তিও অধিকারী ইহাই দেখান হইল এবং তাদৃশ
 হ্রদ্রোগবান ব্যক্তির এই লীলা শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদির প্রভাবে প্রথমতঃ
 প্রেমভক্তির উদয়ে অচিরেই হ্রদ্রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সূচিত হইল।

ভক্তিসন্দর্ভোক্ত . “পুরুষবাদিম্ময়বিকারৈঃ...নোপাত্মা,” আবার তোষণ্ড
 “মত্র তু হ্রদ্রোগাপহনাৎ পূর্বমেব পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ”, এই প্রকার একই শ্লোকের
 স্তলবরে ব্যাখ্যাত্তয়ের পার্থক্য দৃষ্টে কোন কোন সরলবুদ্ধি ব্যক্তি বিভ্রান্ত হইয়া
 পড়েন। ইহার সমাধান এই—পূর্বের অধিকারিনির্ণয়ের মধ্যে বলা হইয়াছে
 ভক্তিসংগ্রহাচরণে সামান্যতঃ ভাবে সকলেরই অধিকার আছে। অনন্তগতিকস্থলে
 ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাৎপর্যার্থ এই, পরমপবিত্র গঙ্গা যমুনা জলে স্নান
 ও তৎস্পর্শাদি দ্বারা অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র হয়; কিন্তু অপবিত্রাবস্থায় পবিত্র
 গাঙ্গেয় যামুন্ জল স্পর্শাধিকার যেমন দোষাবহ নহে, প্রত্যা তৎ স্পর্শে অধিকার
 আছে, কিন্তু গাঙ্গেয় যামুনা জলের মহিমা অবগত হইয়াও নিজের ব্যক্তিগত
 কদর্য ব্যবহারের শোধনে শৈথিল্যবশতঃ গাঙ্গেয় যামুনা জলে মলমূত্রাদির
 বিনষ্টকরে অপরাধই সঞ্চিত হয়, সেই প্রকার জীরাধাকৃষ্ণের রাসাদি শৃঙ্গার রসময়ী
 লীলার শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদিতে কামক্রোধাদি হ্রদ্রোগবান ব্যক্তিও প্রবৃত্ত হইয়া

শ্রবণাদির প্রভাবে হৃদ্রোগকামাদি পরিত্যাগে সক্ষম হইয়া পরম ধীর হয়েন ইহা পরম সত্য, কিন্তু সাধক ব্যক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া লীলা স্মরণাদি কালে নিরু কামাদি কদর্য্য বাসনা সংশোধনে যদি শৈথিল্য আনয়ন করেন, তাহা হইলে গুরুতর বিরস আপত্তিত হইয়া তাঁহার অপরাধই সঞ্চিত হইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ রহস্যলীলার উপাসনায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নিবিড় চিন্তনে যাহাতে সাধকের কামাদিভাব জাগ্রত হইয়া স্মরণীয় লীলারসের অপকর্ষ জনিত অপরাধ না আনে তৎপ্রতি সাবহিত হইবার জন্যই শ্রীগোস্বামিপাদের “রহস্যলীলা তু পুরুষবদিত্রিয় বিকারৈঃ...নোপাস্তা” সাবধান বাণী স্মরণ রাখিতে হইবে। অধিকারী নিরস্ত্রঃ জন্ম নহে। ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে ভক্ত্যঙ্গ বিশেষের উপাসনার বিশেষ বিশেষ স্থলে ঐরূপ বিধিনিবেধ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ইহাতে সামান্যতঃ ভক্ত্যঙ্গে মনুষ্যমাত্রের অধিকারের বাধা হয় না। যেমন এই শ্লোকেই “যঃ” অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি এই প্রকার বলিয়াও আবার “শ্রদ্ধাষিতঃ” পদে বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন।

যত্বপি শ্রীভগবৎ সযক্ষীয় নামরূপ গুণলীলা পরিকর ধামাদি সমস্তই রস স্বরূপ “ভাগবত রস” বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি নামরূপগুণধাম পরিকরাদি দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত লীলাই মুখ্যতম রস। ভাগ্যবান্ জাতরতি সাধকভক্ত হৃদয়ে বে রস সাক্ষাৎকার হয় তাহা লীলাকারেই সাক্ষাৎকার হয়। রসস্মৃতি হওয়া লীলারই স্মৃতি হওয়া, তাই শ্রীমদ্ভাগবতে “লীলাকথারসনিবেষণম্,” “হরিলীলাকথা-ব্রাহ্মতানন্দিতসংস্বরম্” ইত্যাদি বচনে লীলাকেই সাক্ষাৎ রসহে নির্দেশ করিয়াছেন। এতাদৃশ লীলারসের স্মরণ সাধনে সাধকের চিন্তের নালিগুবশতঃ রসোৎপত্তির স্থলে যাহাতে বৈরস্তোৎপত্তি না হয়, বৈরস্তোৎপত্তিতে অপরাধের সৃষ্টি হইয়া ভক্তনের মূলেই যাহাতে আঘাত না পড়ে, তাহার জন্যই শ্রীজীবপাদের “উদ্ধাস্তঃকরণশ্চেৎ...স্মরণং কুৰ্য্যাৎ” ইত্যাদি সাবধানবাক্য। “বিক্রীড়িতঃ ব্রজবধূতিঃ” রাসের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন “শ্রদ্ধাষিতঃ অন্তথা রসানুদয়েন পরমভক্ত্যসম্পত্তেঃ”, তাৎপর্য্যার্থ এই—শ্রদ্ধাষিত না হইলে লীলার শ্রবণ কৌর্তন স্মরণে রসের অনুদয় হেতু পরা ভক্তি অসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ পরা ভক্তির উদয় হয় না। এস্থলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কামাদি হৃদ্রোগবান্ ব্যক্তিরও লীলা শ্রবণ কৌর্তন স্মরণে রসের উদয় হইলে পরা ভক্তির আবির্ভাব হইয়া অতি অচিরেই কামাদি হৃদ্রোগের বিনাশ সাধিত হয়। রসের

রাগানুগা ভক্তির সাধন

২৯

হইয়া যদি বিরস অপরাসের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে পরাভক্তি সম্পত্তি লাভ হয় না। সুতরাং শ্রীজীবপাদের “রহস্যলীলা তু পুরুষবদিত্রিয়নিকারৈ... সোপাতি” ইহা সর্বথা স্মরণ রাখিয়া রাগানুগা ভক্তি সাধনে ভাগ্যবান লীলা-স্মরণসাধন সাধকব্যক্তি লীলাস্মরণ করিয়া কৃতার্থ হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমার উক্তিভেদে কেহ যেন এই প্রকার মনে না করেন যে, শ্রীভগবদ্ রাসক्रीড়াদির সামান্যতঃ শ্রবণ কীর্তন স্মরণে বাধা দিতেছি। সামান্যভাবে রাসক्रीড়াদির স্মরণসাধন ভক্তিপূর্বক শ্রবণ কীর্তন স্মরণে কোন বাধা নাই।

পূর্বোক্ত “কৃষ্ণং স্মরন্ জনক্ণাস্মা” এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় রাগ মনোদর্শ্য, সুতরাং স্মরণই এই রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য সাধন বলা হইয়াছে। এস্থলে বিচার্য বিষয় এই, লীলা স্মরণ সাধন বলিতে স্বাভিষ্ট শ্রীভগবান্ এবং ভগবৎ পরিচয় নামরূপগুণবিশিষ্ট লীলারসের মানসিক আনন্দান করা বা আনন্দানের নিমিত্ত চেষ্টা করাকে বুঝায়। লীলারসানন্দান করিতে হইলে নামরূপগুণ প্রভৃতির স্মরণ হওয়া চাই, নতুবা রসানন্দান হয় না। এই প্রকার স্মরণসাধন স্মরণসাধন সাধন। মন দ্বারা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করার নামই স্মরণ সাধন। এই মন যদি সতত বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে, অর্থলাভ লোকযশঃ লোকমদ্যে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত উদগ্র হইয়া এবং তাহার প্রতিঘাতে দম্ব অভিমানপূর্ণ নিজপ্রাধাণ্যে যথাতথ্য প্রায়শঃ ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ হইয়া, হিংসাদি তামসিক রাজসিকভাবে নরন্দ্রষ্ট চঞ্চল থাকে, অথচ সাময়িক ভক্তসঙ্গবশতঃ লীলাকথাশ্রবণাদিতে, লীলাস্মরণের মহিমা শ্রবণে লীলা স্মরণ করিতে যৎকিঞ্চিৎ ইচ্ছা বা শ্রদ্ধার উদয় হইলেই, যদি আমি নির্জ্ঞান রুদ্ধদ্বার গৃহাদিতে চক্ষু নিম্নলীন করিয়া লীলাস্মরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেই কি আমার লীলাস্মরণ সাধন অনায়াসে সম্পন্ন হইবে? বরং নানাবিধ ভোগলালসাপ্রবণ বিষয়বিক্ষিপ্ত মন আরও অধিকতর বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। লীলার স্মরণ তখন থাকিবে না, দূষিত চিত্তের দোষসংস্কারসমূহ আমাকে হইতেই থাকিবে। তখন লীলার পরিবর্তে ত্রীপুত্রধনসম্পত্তি, তাহাদের ধনসম্বলনাদি উপার্জনের নানাবিধ কলা কৌশল, রোগ শোক দুঃখাদির অনটন প্রভৃতি, সুখস্বচ্ছন্দ্য লাভের উপায়াদি, কে কবে আসিবে তাহা ভাবিয়াছে বা লাঞ্চিত বা আমার স্বার্থের প্রতিঘাত করিয়াছে তাহার প্রতিঘাতে উপায়াদি নানাবিধ প্রতিকূল প্রাকৃত বিষয় ঘটিলে চিন্তনে

অভিভূত হইয়াই আমার অরণ সাধন পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এইত গেল চিত্তের বিক্ষেপের কথা; ইহা ভিন্ন নিজা, আলস্ত আদি লয়দোষে চিত্তের চিন্তা স্থগিত করে, আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া মনকে অচঞ্চল করিতে প্রয়াস পাইলেও মন হয়ত একেবারেই আমার পুরীতৎ নাড়ীকে সমাশ্রয় করে, অর্থাৎ আমি তত্ক্ষাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। আমার ইহা ব্যক্তিগত বিশেষ অল্পভবমূলক কথা। আমার পাঠকবর্গের মধ্যে যদি আমার মত বিক্ষিপ্ত হ্রবস্থচিন্তা নবীন সাধক কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত আমার সহিত একমত হইবেন; তাই শ্রীজীবপাদ আমার মত অযোগ্য সাধককে উদ্দেশ্য করিয়াই উপদেশ দিতেছেন, “শরণপদ্মাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ.....নামকীর্তনাপরিত্যাগেন অরণং কুর্য্যাৎ।” এতাদৃশ নবীন সাধক ভক্তের কচিং কোনও সময়ে অরণ সাধনে আগ্রহ বশতঃ কথঞ্চিং মনোম্পর্শরূপ সামান্যতঃ লীলাঅরণ সম্ভব হইলেও, অরণ সাধনের প্রকৃত তাৎপর্যরূপ গুণাদি বিশিষ্ট লীলারসের আনন্দানুপযোগী অরণ তাদৃশ মনের দ্বারা কখনই সম্ভব হয় না। মনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসরূপ অরণ সাধন করিতে হইলে মনের তাদৃশ যোগ্যতা থাকা চাই। বিষয় বিক্ষিপ্ত অশুদ্ধ মনের লীলাদির পুনঃপুনঃ অরণাভ্যাসে যোগ্যতা লাভই মনের শুদ্ধতা। চঞ্চলতা হেতু অশুদ্ধ মনে অরণাঙ্গ সাধন হয় না বলিয়াই আমার মত নবীন সাধককে লক্ষ্য করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ঐহরিতজ্জিবিলাসে অরণ অপেক্ষাও কীর্তন শ্রবণের অধিকতর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, যথা,—“মনসো হুনিগ্রহেহেন অরণস্য দুষ্করত্বাৎ তস্মাৎ অরণাৎ কীর্তনং বরং শ্রেষ্ঠম্”। মন হুনিগ্রহে, হুনিগ্রহে মনে অরণ সাধন দুষ্কর, এই হেতু অরণ অপেক্ষা কীর্তন সাধন শ্রেষ্ঠ। অধিক কথা কি, স্থল বিশেষে অর্চনাদ্র সাধনও অরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা গোস্বামিপাদোক্তিতে দেখা যায়, যথা,—“অধুনা অরণাদীনামপি পূজাদ্রহ্মাৎ পূজায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যমভিপ্রেত্যা তস্যা অপি সকাশাৎ নামসংকীর্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্” এই স্থলে অরণাদি সাধনকে পূজার অন্তর্গত গ্রহণ করিয়া অরণ অপেক্ষা পূজার শ্রেষ্ঠতা দেখাইলেন। শ্রীজীবগোপালপাদ ভক্তিসম্ভর্ভে অরণ সাধন প্রকরণে নামরূপ গুণলীলা পরিকল্পনার অরণ সাধন দেখাইতে ক্রমপ্রাপ্ত প্রথম নাম অরণ প্রকরণে বলিতেছেন, যথা,—“নামঅরণং তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে তৎ কীর্তনাচ্চাবরং” অর্থাৎ

নাম স্তোত্র
নাম স্তোত্র
নাম স্তোত্র

রাগানুগা ভক্তির সাধন

৩১

অরুণ সাধন করিতে সাধকের শুদ্ধান্তঃকরণতাকে অপেক্ষা করে, তদন্তঃকরণ হইতে অরুণটি কনিষ্ঠ। এস্থলে লক্ষের বিষয় এই যে অরুণ নামে প্রথমতঃ নাম অরুণ সাধন, তদনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত রূপ অরুণ সাধন, তদনন্তর গুণরূপ সাধন, তদনন্তর লীলা পরিকরাদির অরুণ সাধন, ইহাই সাধনের ক্রম। যদি প্রাথমিক নাম অরুণ সাধনে সাধকের শুদ্ধান্তঃকরণতার অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে ক্রমপ্রাপ্ত তদপেক্ষা আয়াসকর সূক্ষ্ম এবং স্থিররূপে চিন্তনীয় রূপ-অরুণ সাধনে, তদপেক্ষা অধিকতর শৈথিল্য সহকারে চিন্তের সূক্ষ্ম চিন্তনীয় গুণ পরিকরলীলা সেবার অরুণ সাধনে সাধকের অন্তঃকরণের শুদ্ধতা অধিক অপেক্ষা করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং যে সকল নবীন সাধকের হৃদিগ্রহণে পরিকর লীলা সেবা অরণের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসরূপ সাধন দ্বারা বলিয়া বোধ হয়, তাহারা যদি স্বাভীষ্ট লীলাগ্রহণের শ্রবণ কীর্তনে অধিকতর মন নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের পক্ষে উহা পরম হিতকরই হইবে।

রাগানুগা ভক্তিমার্গে “কৃষ্ণ অরুণ জনকাস্য” এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচক্র-বিশিষ্টাদির “অরুণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যং রাগস্য মনোহর্যহাং” এই উক্তিতে অরুণ সাধনের শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়,—তাহা শ্রবণ কীর্তনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নহে, প্রত্যুত অরুণসাধন কীর্তনসাধনের অধীন থাকিয়াই নিজের মুখ্যতা রক্ষা করিবে। “অত্র রাগানুগায়াং যমুখ্যাস্য তস্তাপি অরুণস্য কীর্তনাদীনহমবশ্যং বক্তব্যমবশ্যং”—রাগনন্দ্য চন্দ্রিকার এই বাক্যে এবং শ্রীজীবের “নামকীর্তন-পরিভাষ্যেণ অরুণং কুর্ধ্যাৎ” এই বাক্যে তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়।

রাগানুগামার্গে বস্তুতঃ গোস্বামিপাদোক্তমতে, যাহারা অধিকারী হইয়া সাধনে প্রবৃত্তি হন, বিশেষতঃ তাদৃশ রাগানুগভজনপক সংসহাপুরুষসঙ্গময় কৃপা লাভ করিয়া সাধনে প্রবিষ্ট হন, তাহাদের স্বাভীষ্ট লীলাপরিকরের ভাব মাধুর্য্যে প্রবল লোভই অন্তঃকরণের শুদ্ধতা সম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে অরুণ সাধনের যোগ্য করিয়া তুলে। অধিকার্য্য বিষয়ে যাহার অধিকার আছে তাহাকেই অধিকারী বলা যায়। অধিকার্য্য লীলাদির অরণে অধিকার যোগ্যতা লীলা পরিকরাদির ভাব মাধুর্য্যের লোভই সম্পন্ন করে। দেখা যায় যে বিষয়ে যাহার লোভ উৎপন্ন হয় লোভের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ে তাহার চিন্তার একাগ্রতাও আসে। লোভ্যবস্তু বিষয়ক অরুণও তাহার পক্ষে সহজ

হয়, সুতরাং রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকার্য
 স্মরণাদি সাধনে যোগ্যতাবল্লভ মনের স্বাভাবিকই থাকে ; কিন্তু যে স্থলে বস্তুতঃ
 অধিকারিহের মূলে লোভ নাই, কেবল শাসন দ্বারাই স্মরণ সাধন প্রবৃত্ত
 করাইতে হয়, সেই স্থলেই চিন্তাশুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। ছুঃখের বিষয় আমার
 জ্ঞায় নবীন সাধকের শাস্ত্রের শাসন বাক্য এবং রাগানুগাভক্তির আধুনিক
 প্রচারকের তর্জন গর্জন তিরস্কারময় বাক্য ভয়ে এবং অসাম্প্রদায়িক হওয়ার ভয়ে
 রাগানুগা ভক্তিমার্গে অধিকারী হইতে হয়, সুতরাং লীলাপরিকরাদির ভাব
 মাধুর্য্যে প্রকৃতভাবে লোভ রহিত কেবলাত্র শাস্ত্র শাসন এবং সাম্প্রদায়িক ভয়ে
 ভীত, আমার মত রাগানুগা ভক্তিমার্গে স্মরণ সাধনে প্রবর্তিত ছুঃখগ্রহণনা
 নবীন সাধকের পক্ষে লীলাদির স্মরণ সাধনে শুদ্ধান্তঃকরণতার অপেক্ষা নিশ্চয়ই
 করিতে হয়। এতাদৃশ রাগানুগা ভক্তি সাধকের পক্ষে নির্জন গৃহাদিতে মানসিক
 স্মরণ সাধনের বহ্যায়াস না করিয়া শ্রীলীলাগ্রন্থের কীর্তন শ্রবণই পরম হিতকর।
 উক্ত শ্রবণ কীর্তনই তাদৃশ সাধকের সর্বশ্রেষ্ঠ রাগানুগা সাধন ; কেন না তাদৃশ
 সাধক নির্জন গৃহাদিতে স্মরণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া “কুঞ্জাদ গোষ্ঠং”
 ইত্যাদি শ্লোক, শ্রীগোবিন্দালীলামৃত বা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত বা স্মরণমঙ্গলদণ্ডাঙ্ঘ্রিকা
 প্রভৃতি লীলাগ্রন্থের অনুবাদাদির কিয়দংশ আক্ষরিক আওড়ানরূপ যৎকিঞ্চিৎ
 স্মরণকেই স্মরণ সাধনের সার্থকতা হইল বলিয়া মনে করেন, এবং ইহাই রাগানুগা-
 ভক্তির একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন হইল এবং লীলাগ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্রের
 মনে মনে আওড়ানরূপ স্মরণ না করিলেই রাগানুগা ভক্তি সাধনই হইল না, এই
 প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া, বস্তুতঃ নিজে স্মরণ সাধনের যোগ্য হউন বা
 না হউন, স্মরণসাধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রবণ কীর্তনাদিকে লঘু সাধন মনে করিয়া
 শ্রবণ কীর্তনাদিতে শৈথিল্য আনিলে ভ্রান্তপথেই পরিচালিত হইবেন। যদিও
 “যথাকথঞ্চিৎ মনসাম্মসন্ধানং স্মরণম্”—যে কোনও প্রকারে মনের দ্বারা অম্মসন্ধানের
 নামটী স্মরণ, ভগবদ্বিবয়ে যথা কথঞ্চিৎ মনের স্পর্শ হইলেই স্মরণ বলা যায়, এই
 প্রকার যথা কথঞ্চিৎ মনের স্পর্শরূপ স্মরণও ভক্ত্যঙ্গ, জীবের পরম কৃতার্থকর,
 তথাপি শ্রীগোবিন্দমতে তাদৃশ স্মরণ অপেক্ষা কীর্তনের মহিমাই অধিক। শ্রবণ
 কীর্তনাদিতেও যথা কথঞ্চিৎ মনের স্পর্শরূপ সামান্যতঃ স্মরণ স্বতঃই সিদ্ধ হয়,
 প্রত্যুত স্মরণ বিশেষেরও কীর্তনদ্বারা উৎপাদিত হয়। ইহা বিশেষ বিবেচ্য।

রাগামুগা ভক্তির সাধন

৩৩

প্রথম পাঠকবর্গ! শ্রীভক্তিসন্দর্ভের “শুদ্ধাস্তঃকরণশ্চৎ...স্মরণং কুর্য্যাৎ,”
 “শুদ্ধাস্তঃকরণতামপেক্ষতে,” শ্রীহরিভক্তিবিলাসের “মনসো হুনি-
 তং হৃদয়েন স্মরণস্য দুষ্করং” ইত্যাদি বাক্যগুলি পড়িয়া, স্মরণ সাধন সম্বন্ধে
 যাহা কিছু এই গ্রন্থে বলিলাম এবং মল্লিখিত “সাধনকুসুমাজলি” নামক গ্রন্থে
 নবকীর্তন যাহা বলিয়াছি, তাহাতে শ্রীভগবদ্ ভক্তিমার্গে অধিকারীর বিচার
 ভুলিয়া ভক্তিমহিমার অপকর্ষ করিয়া শ্রীভক্তিদেবীর চরণে অপরাধী হইতেছি,
 ইহা আমি মনে করেন তাহা হইলে আমার প্রতি অবিচারই করা হইবে
 আমি মনে করি। আমি শ্রীভক্তিদেবীর মহিমার অপকর্ষ করিতে চেষ্টা করিতেছি
 না, আমি জ্ঞান কর্ম যোগাদি সাধনে অধিকারিদের সঙ্কোচের হ্রাস ভক্তিমার্গে
 অধিকারিদের সঙ্কোচ করিতেছি না। “ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা” এই শাস্ত্রবাক্য
 আমাদের সর্বতঃ শিরোধার্য, ভক্তিমার্গে জীবমাত্রেরই সামান্যতঃ অধিকার আছে এই
 নৃত্যবিদ্যার মাদৃশ অধম জনও শ্রীগুরুদৈবক্য কৃপায় শ্রীভাগবতী ভক্তিমার্গের
 দ্বাবদানে আজ দণ্ডায়মান হইয়াছে। স্বরূপতঃ ভগবানের আহ্লাদিনী
শক্তির সার সমবেত সখিঃ শক্তির সাররূপা পরমা শক্তি ভাগবতী
শ্রীভক্তিদেবী স্বরূপযোগ্যতায় বা ফলোৎপাদনে সর্বথা নিরঙ্কুশা, দেশকাল
পাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্না নহেন। ভক্তিদেবী ফলোৎপাদনে দাহ আদি কর্ম্মেতে
 বহিঃ আদির হ্রাস কোন অপেক্ষা রাখেন না, সুতরাং শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে
 মুখ্যাদি অতি নূঢ়েতেও শ্রদ্ধা বিনাও ভক্তির ফল দেখ যায়, কর্ম্মাদির হ্রাস
 উহা বিফল নহে। “হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা” এই প্রকার শাস্ত্রোক্তি স্পষ্টই আছে।
 কিন্তু সাধনক্ষেত্রে জ্ঞানবলত্ববিদগ্ধ ব্যক্তিতে তদ্বৈপরীত্য হেতু আর্দ্রেক্ষনাদিতে
 বহিঃ শক্তির হ্রাস কচিৎ কচিৎ ভক্তি শক্তিও বাধিতা হন, ইহাও শাস্ত্রে দেখা যায়।

ভগবৎপরশক্তি শ্রীভক্তিদেবী সর্বত্র দেশকাল পাত্র স্বীয় ফলপ্রদানে স্বরূপ-
 যোগ্যতার সর্বতো নিরঙ্কুশা নিরপেক্ষা হইয়াও সাধকের সাধনভূমিকাস্থলে সাধকের
 সাধন যোগ্যতার ক্রমবিকাশ অবলম্বন করিয়াই ফলোপধায়করূপে আবির্ভূতা
 হইয়েন। অর্থাৎ ভক্তিদেবী সাধকের ভজন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি, ভজনে নিষ্ঠা
কচিৎ আসক্তি ইত্যাদি সাধন যোগ্যতার ক্রম অবলম্বন পূর্বকই ক্রেশনাশ,
শুদ্ধদায়কত্ব, মোক্ষসুখতৃচ্ছীকৃতত্ব, সুদৃঢ়ভিত্তি স্বীয় ফল প্রদান সহ যথাক্রমে
আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। ইহা শ্রীপাদরূপগোবিন্দগীর “আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ

সাধুসঙ্গোইথ ভজনক্রিয়া। ততোইনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
 অখাসক্তিস্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি। সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাদুর্ভাবো ভজ-
 ক্রমঃ।” বাক্যেই সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। এস্থলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব
 সাধকের সাধন যোগ্যতার অপেক্ষা আছে বলিয়া ভক্তির নিরঙ্কুশ নিরপেক্ষতার
 যেমন হানি হয় না, তেমনি অরগাদ্ভক্তি, সাধকের শুদ্ধাস্তঃকরণতাকে অপেক্ষা
 করে বলিলে ভক্তির নিরঙ্কুশনিরপেক্ষতার হানি হয় না। নতুবা শ্রীলীগোপালমায়ী
শ্রীভক্তিদেবীর নিরপেক্ষতার হানি করিয়া “নামস্মরণং তু শুদ্ধাস্তঃকরণতামপেক্ষতে”
ইহা বলিতেন না।

সরল বুদ্ধি কেহ কেহ সন্দেহ উত্থাপন করিয়া আমার মত নবীন সাধকের
 ত্রয়োপাদক তর্ক তুলিয়া বলেন যে—“ভক্তি যখন নিরপেক্ষা, তখন শুদ্ধাস্তঃ-
 করণতার জন্ত ভক্ত্যঙ্গ সাধনই ভক্তের কর্তব্য, সুতরাং লীলা স্মরণ করিতে
 করিতেই সাধকের অশুদ্ধ অস্তঃকরণ লীলার প্রভাবেই শুদ্ধ হইবে।” এই কথা
 আপাততঃ বড়ই রমণীয়। সত্য বটে। ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধাবান বা লোভবান
 ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তি ভক্তিসাধনেই প্রবৃত্ত হইবেন। ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত
 সাধকের চিত্তশুদ্ধাদির জন্ত ভক্ত্যঙ্গ সাধন ভিন্ন জ্ঞান কর্মাদি সাধনের
 অপেক্ষা নাই, কেন না—“ভক্তিস্তদ্বৈতরীরিতা”, “ভক্তিপ্রবেশস্য হেতু
ভক্তিরীরিতা,” “উত্তরোত্তরভক্তিপ্রবেশস্য হেতুঃ পূর্বপূর্বভক্তিঃ”।
ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে স্থলে নানাবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত ভক্ত্যঙ্গে
 যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা বা লোভবান নবীন সাধকের অরগাদ্ভক্তি সাধন হুর্নিগ্রহ মনের
 বহ্যায়াসেও হ্রস্ব হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে বহ্যায়াসসাধ্য হ্রস্ব তদপেক্ষা অধিকতর
 হ্রস্ব নামরূপগুণবিশিষ্ট লীলার স্মরণদ্বারা আবার লীলাস্মরণেরই যোগ্য
 অস্তঃকরণের শুদ্ধতা লাভ হইবে, তারপরে লীলার স্মরণ শুদ্ধ হইয়া উঠিবে,
 এইরূপ মনে করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে শ্রীলীগোপালমতে তাহা সমীচীন হইবে না,
 এবং সাধন পথও অগম হইবে না। কেননা, প্রথমতঃ তাদৃশ
অশুদ্ধাস্তঃকরণে লীলার পুনঃ পুনঃ মানসিক অভ্যাসরূপ স্মরণ সাধনই সম্ভব
হয় না, সুতরাং স্মরণের দ্বারা স্মরণ সাধনের যোগ্য শুদ্ধাস্তঃকরণতালভ ফলতঃ
বহ্যায়াসসাধ্য হ্রস্বই রহিয়া গেল। শ্রীলীগোপালমায়ীর অভিপ্রেত কিন্তু তাহা
 নহে। উত্তরোত্তর ভক্তি প্রবেশের হেতু পূর্ব পূর্ব ভক্তি এই বাক্যের তাৎপর্য

রাগানুগা ভক্তির সাধন

৩৫

রাগানুগা ভক্তি সাধনে প্রবেশের হেতু ক্রমপ্রাপ্ত তৎপূর্ব ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণ
 ইহাতেই বৃদ্ধিতে হইবে। ইহাতে ভক্ত্যঙ্গ ভিন্ন অন্য সাধনের দ্বারা
 চেষ্টা করিতে হইতেছে না। ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা ই
 অনুরাগী স্বাভিষ্টচিত্তনীর বিষয়ের দ্বারা চিত্ত সংস্কারাবদ্ধ হইয়া স্মরণের
 যোগ্য শুদ্ধাস্তঃকরণতালভ অনায়াসেই হয়। শ্রীল গোস্বামী স্মরণাঙ্গ ভক্তি-
 সাধনের উপযোগী উপায় নিজেই বলিতেছেন, যথা—“অথ শরণাপত্ত্যাভিঃ
 ভক্ত্যঙ্গসংগচ্চেৎ এতন্নিবিৰ্ত্তমানানামিত্যাদি ত্রায়েন নামকীর্তনাপরিত্যাগেন
 শরণাং কৰ্খ্যাৎ।” এই স্থলে স্মরণযোগ্য শুদ্ধাস্তঃকরণতা লাভের উপায়
 “শরণাপত্তি আদি” গোস্বামী স্বয়ংই বলিয়াছেন। বিবেচক পাঠক। যদি
 ভক্তিসম্পদ দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে গোস্বামিপাদ “শরণাপত্তি” এবং
 “শরণাং কৰ্খ্যাৎ” শব্দের দ্বারায় কি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট বুঝিবেন।
 শ্রীগোস্বামিপাদ প্রথমতঃ শরণাপত্তি, তদনন্তর শ্রীগুরুবাচি সংসেবা অর্থাৎ শ্রীগুরু
 ভক্ত্যঙ্গ বৈষ্ণব শুদ্ধাঙ্গাদি নির্দেশ করিয়াছেন, ভগবৎ কথাময় তাঁহাদিগের সঙ্গে
 ভগবৎসংগ কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনের দ্বারায় সাধকের ভগবত্তীলাদি স্মরণের
 যোগ্য শুদ্ধাস্তঃকরণতা অনায়াসেই লাভ হয়। আমার লিখিত “শ্রীগুরুবৈষ্ণব-
 ভক্তিসুখমঞ্জলি” নামক গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

ভক্তিমার্গের, বিশেষতঃ রাগানুগা ভক্তিমার্গের অপকর্ষ সাধন করিয়া
 অধিকার অনধিকারীর বিচার তোলা আমার অভিপ্রেত নহে। সাধনভূমিতে
 সাধকের বিশেষ বিশেষ ভক্তিসাধন ক্রিয়ার যোগ্যতা অযোগ্যতার কথাই
 যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সাধকের ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিসাধন ক্রিয়া
 কায়িক বাচিক মানসিক ইন্দ্রিয়সাধ্য ব্যাপার। কোথাও কায়প্রধান, কোথাও
 বাচ্যপ্রধান, কোথাও মনঃপ্রধান রূপে সাধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সামান্যভাবে
 মনের প্রাকথঞ্চিৎ স্পর্শরূপ স্মরণক্রিয়া কায়িক ব্যাপারেও আছে, বাচিক
 ব্যাপারেও আছে, মানসিক ব্যাপারেও আছে। সামান্যতঃ মনের সংযোগ না
 থাকিলে কায়িক বাচিক কোন ব্যাপারই সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং
 শ্রবণ, কীর্তন, অর্চনাদি সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ সাধনেই সামান্যতঃ স্মরণ সাধন
 অন্তর্নিহিত আছেই। এইরূপে শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্দনাদি প্রত্যেক ভক্তির
 অঙ্গ স্মরণ সাধন অন্তর্নিহিত থাকিলেও কেবলমাত্র মনের দ্বারা মনঃপ্রাধাত্তে

স্মরণ সাধনকে বিশেষভাবে একটি পৃথক সাধনরূপেও গণ্য করা হইয়াছে। এই স্মরণাঙ্গ ভক্তিসাধন ক্রিয়ায় মনই ব্যাপারবান্ অসাধারণ কারণরূপ করণ। স্মরণ সাধনক্রিয়ায় এই মনোরূপ করণেরই যোগ্যতার উপর লক্ষ্য করিয়াই আমার লিখিত “সাধনকুসুমাজলি” পুস্তকে স্মরণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছি। এই পুস্তকেও, যে মনের দ্বারা স্মরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে, নানাবিধ বিষয় বিক্টিপুচ্ছিত নবীন সাধকের স্মরণ ক্রিয়ায়, সেই মনেরই যোগ্যতাযোগ্যতার কথাই, শ্রীজীবগোস্বামিপাদের “স্মরণং শুদ্ধাস্তঃকরণতামপেক্ষতে”, শ্রীপাদ সনাতনের “বহ্নায়াসেনৈব তৎ সাধ্যতে”, “মনসো হুর্নিগ্রহেদেন স্মরণস্ত দ্বকরত্বাৎ” বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছি। শ্রীলগোস্বামিপাদবর্গের পরমহুত সর্বতোহনবজ্ঞ রাগানুগাভক্তি মার্গে লীলাদির স্মরণসাধনে সাধকের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত এই আলোচনা উত্থাপিত করি নাই। বস্তুতঃ রাগানুগাভক্তিমার্গে “মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম, যুগল বিলাস স্মৃতিসার। সাধন স্মরণলীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়মনে করিয়া স্মার ॥” এই পরমাণু বাক্য রাগানুগা ভক্তি সাধকের কণ্ঠহারতুলা; ইহাতে সন্দেহ নাই। যে মহাভাগ্যবান সাধকব্যক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণব রূপায়ুতে অভিসিদ্ধিত হইয়া শ্রীভগবল্লীলাদির স্মরণ সাধনোপযোগী শুদ্ধাস্তঃকরণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ ভরিয়া লীলাদির মানসিক স্মরণ সাধনে কৃতকৃতার্থ হউন। যাঁহারা তাদৃশ স্মরণ সাধনের যোগ্যতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা তদযোগ্যতা লাভের উপযোগী ভগবচ্ছরণাপত্তি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবশুশ্রূষাদি, এবং তাঁহাদের সঙ্গে স্বাভীষ্টলীলাকথাদির শ্রবণকীর্তনাদির দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হউন। ইহাই আমার বক্তব্য।

কিঞ্চ—ভক্তিমার্গে স্থলবিশেষে অধিকারীর বিচার তুলিলেই যে অপরাধী হইতে হইবে, ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। প্রত্যুত ইহাকে আমি ভ্রান্ত ধারণা বলিয়াই মনে করি। মনে করুন কোন ব্যক্তি ভগবদ্ভামাদির শ্রবণ, কীর্তন, বন্দনাদি করেন; কিন্তু তিনি অদীক্ষিত; তিনি কি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাদির অর্চনে অধিকারী হইবেন? ঋষিশাস্ত্র এবং গোস্বামিশাস্ত্রের অভিপ্রায়—অদীক্ষিত ব্যক্তি অর্চনে অধিকারী নহে, যথা শ্রীহরিতত্ত্বদ্বিলাসে—

দ্বিজনামমুপন্যাতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।

যথাধিকারো নাস্তীহ স্মাচ্চোপনয়নাদিষু ॥

রাগামুগা ভক্তির সাধন

৩৭

তথ্যাদৌক্ষিত্যনাস্ত মন্ত্রদেবার্চনাদিষু।

নাধিকারোইন্ত্যতঃ কুর্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥

অর্থঃ—দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, যাবৎ উপনয়ন সংস্কার না হয় তাৎক্ষণিক নিজেচিহ্নিত কর্তৃক বেদাধ্যয়নাদি কর্মসমূহে যেমন অধিকার হয় না, উপনয়নের অনন্তরই বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার হয়, সেই প্রকার মন্ত্রদেবার্চনাদি কর্মে অদক্ষিত ব্যক্তি সকলের অধিকার নাই; তদ্বৎ অর্থাৎ মন্ত্রদেবাদি কর্মে অধিকার হইলে নিজেকে শিবসংস্তুত করিবে, অর্থাৎ দীক্ষিত হইবে। এস্থলে “নাধিকারোইন্ত্যতঃ”, সাক্ষাৎ অধিকার শব্দের প্রয়োগ করিয়া অর্চনাদি ভক্তিতে অদক্ষিত ব্যক্তি অধিকারী নহে ইহা সুস্পষ্ট নির্দেশ করিলেন। এস্থলে প্রকার দোহাই বা রুচির দোহাই দিয়া, অর্থাৎ হউক না কেন অদীক্ষিত, যখন নিজে নিজের অধিকার আছে, বা রুচি, আগ্রহ আছে, বিশেষতঃ যখন ভক্তিসম্বন্ধে কোন অধিকারী অনধিকারীর বিচার নাই, বিশেষতঃ যখন শাস্ত্র “বিনৈব দীক্ষাং বিশেষ পুরশ্চর্যাং বিনৈব হি” ইত্যাদি বলেন, তখন অদীক্ষিত ব্যক্তির বিশেষভাবে অর্চনে দোষ হইতে পারে না, কেন না ভক্তিসম্বন্ধে অধিকারী অনধিকারীর কথাই উঠে না, ইত্যাদিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া সরলব্যক্তির নিকট ভক্তির মহিমা খ্যাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, তাহা কি সৎ-শাস্ত্র সদাচারানু-মোদিত হইবে? এস্থলে অদীক্ষিত ব্যক্তির শ্রবণ কীর্তন বন্দনাদি ভক্ত্যঙ্গে অধিকার থাকিলেও অর্চনাদি ভক্তিতে অধিকার নাই। আবার অদীক্ষিত ব্যক্তির অর্চন ভক্তিসাধনাদি অধিকার না হইলে, ভগবচ্ছ্রবণ কীর্তন বন্দনাদি ভক্ত্যঙ্গে তাহার অধিকার নাই, অর্থাৎ সে ব্যক্তি শ্রবণ কীর্তনাদিতেও অনধিকারী, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সামান্য ভাবে ভক্তিতে আনন্দেরই সামান্য অধিকার থাকিলেও, বিশেষ বিশেষ ভক্ত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থলে সামান্য অধিকার লাভের পরেও বিশেষাধিকার লাভ করা চাই। যেমন, শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে ব্যক্তিমাতেই সামান্যরূপে অধিকারী হইলেও, তদনন্তর বিশেষাধিকাররূপে ভক্তির অঙ্গ বিশেষে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণরূপ বিশেষাধিকার লাভ করিতে হয়। ইহার কারণানুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, ভক্তির উপর অধিকার বিচার তুলিয়া ভক্তি মহিমার অপকর্ষ করা নহে; প্রত্যুত, ভক্তি সাধনাকারীর ভক্তি বিশেষের সাধনক্রিয়ায় করণযোগ্যতালাভ

এবং করণাযোগ্যতার নিমিত্তই এই প্রকার বিধিনিষেধ। যে বাহ্য দেহের দ্বারা শ্রীবিগ্রহাদির অর্চন করিতে হইবে, বাহ্যিকার্চনে ঐ দেহই অর্চনক্রিয়া-নিষ্পত্তির প্রধান করণ। বাহ্যার্চনাদ্ভক্তিতে অদীক্ষিত ব্যক্তির দেহ শাস্ত্র দৃষ্টিতে অযোগ্য বিধায়, যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণ এবং দীক্ষাধর্ম্মাচরণ দ্বারাই অর্চনের প্রধান করণ দেহ অর্চনযোগ্য হয়। তখন সেই ব্যক্তি অর্চনাদ্ভক্তিতে অধিকারী; অন্যথা অধিকারী নহে। এই প্রকার বিশেষ বিশেষ স্থলে ভক্তিমার্গে অধিকারীর বিধিনিষেধ তুলিলে যে ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হইয়া পড়িবে, ইহা মনে করা ভ্রান্ত ধারণা নহে কি?

আমার প্রতি স্নেহশীল পাঠকবর্গ! আরও একটু বিচার করুন—যথাসাধ্য বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবদ্বিগ্রহার্চনে অধিকার লাভ করিলেও যেমন “খাইতে শুইতে যথাতথ্য নাম লয়।” “ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিবেদ্যচ্চ হরেন্নামনি লুপ্কক ॥” এই প্রকার খাইতে শুইতে, উচ্ছিষ্টাদি অবস্থায়, যখন তখন যথেষ্টভাবে, শ্রদ্ধা কৃষ্টির দোহাই দিয়া সামর্থ্য সবেও অন্নানে, বা অপবিত্র দেহে, অপবিত্র বসনাদিযুক্ত থাকিয়া শ্রীবিগ্রহার্চন করা যাইবে কি? এবং তাহা কি শাস্ত্র সদাচারসম্মত সাধন হইবে? “শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী” মুখে বলিয়া, বস্তৃত: শাস্ত্রার্থবধারণজাত বিশ্বাসই শ্রদ্ধা এই প্রকৃত অর্থের অনুভব না করিয়া, যদি উক্তপ্রকার যথেষ্টভাবে বিগ্রহাদি অর্চনে আমি প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহাতে কি আমার সাধন স্তব্ধ হইবে, না সাধনাভাসমাত্র হইয়া প্রচুর সেবাপরোধই হইবে, ইহা একবার ভাবুন। বস্তৃত: দীক্ষাদ্বারা দেহের অর্চনযোগ্যতাল্লাভ করিলেও, দীক্ষাধর্ম্মাদ্ভক্তি যথাযোগ্য স্নানাচমনাদি সদাচার প্রতিপালন না করিলে, প্রত্যুত দীক্ষাধর্ম্মবিরুদ্ধ কদাচরণ করিলে দীক্ষালব্ধ যোগ্যতাও তিরোহিত হয়। সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রমতে দীক্ষানাত্রগ্রহণকারীরও যথাযোগ্য দীক্ষাধর্ম্মের অপ্রতিপালনে, ভগবদ্বিগ্রহার্চনাদ্ভক্তিতেও অধিকার থাকে না, ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সদাচারনিত্ত মত। দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও দীক্ষাধর্ম্মবিরোধী মৎস্যাদি নিবিদ্ধ, ভগবদনিবেশ বস্তুর আহারাদি, শ্রী একাদশাদি ভগবদ্ভক্তের প্রতিপালন না করা প্রভৃতি দ্বারা দীক্ষালব্ধ শ্রীবিগ্রহার্চনযোগ্যতার অন্তর্ধান হয়।

আবার দেখুন, গোড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদির অর্চনে

স্বাভাবিক অধিকারপূর্বক দীক্ষিত জী-শূদ্রাদিরও অধিকার আছে। সুতরাং তাদৃশ জী-শূদ্রাদিরও অধিকারী (অবশ্য সর্বত্র এই ব্যবহার দেখা যায় না)। এই প্রকার জীগণ অধিকারী হইলেও রজঃস্বলাবস্থায় জীব্যক্তি ঐ অধিকারের দাবী রাখা বা শ্রদ্ধা রুচির নাম করিয়া, অথবা ‘সর্বাবস্থায়, সর্বত্র, সর্বব্যাপী ভক্তির অধিকারী,’ ‘অধয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্তাৎ সর্বত্র সর্বদা’ এই প্রকার আওড়াইয়া জীব্যগ্রহাধিকারী অধিকারী হইবে কি? এই প্রকার অধিকারের দাবী শাস্ত্র বা সদাচারসম্মত নহে। কারণ যে দেহের দ্বারা জীব্যগ্রহাধিকার করিতে হইবে, জীলোকের রজঃপ্রবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত সেই দেহ, প্রত্যক্ষরূপে অপবিত্র থাকায়, জীব্যগ্রহাদির স্পর্শনার্চনাদির যোগ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আবার রজঃস্বলাবস্থায় জীব্যক্তি যথাযোগ্যভাবে ভগবদ্ভাবার্জন, দূর হইতে ভগবদ্বিগ্রহাদি দর্শন বা স্মরণ দ্বারা মানসিকার্জন, মানসিকস্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনে অনধিকারী নহে। যথাযোগ্য শ্রবণ কীর্তনাদি কোন কোন ভক্ত্যঙ্গে রজঃস্বলাবস্থায় জীব্যক্তি অধিকারী বলিয়াই যে জীব্যগ্রহাদির গর্চন স্পর্শনাদি বিশেষ বিশেষ ভক্ত্যঙ্গেও অধিকারী হইবেন, ভক্ত্যধিকারিত্বের দোহাই দিয়া এই প্রকার দাবী শাস্ত্র সদাচারসম্মত নহে। কারণ, করণ যোগ্যতার অভাব। সাধকের করণযোগ্যতার উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিশেষ ভক্ত্যঙ্গ বিষয়ে, যাহা অধিকারানধিকারের কথা বলা হয়, তাহা ভক্তিমার্গে ভক্তির অপকর্ষ করিয়া বা রাগানুগা ভক্তির উপর আবৃত্তি দিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা হয় না।

“সাধনকুহুমঞ্জলি” পুস্তকে রাগানুগা ভক্তিসাধন বিষয়ে এবং স্মরণাঙ্গ ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যাহা দুই চারি কথা বলিয়াছি, এবং এতৎ প্রবন্ধেও যাহা বলিতেছি, তাহা উপরোক্ত প্রকার সাধকের বিশেষ বিশেষ ভক্ত্যঙ্গ সাধনক্রিয়ায় করণযোগ্যতার উপর লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি। ত্রিভক্তিদেবীর স্বরূপ যোগ্যতায় অধিকারী অনধিকারীর বিচার করিতেছি না। স্মরণাঙ্গ ভক্তিসাধনে সন্দর্ভ ত্রীহরিভক্তিবিনাসাদি গ্রন্থে ত্রীপাদ সনাতন জীবাদি যে সকল কর্তব্যের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিবৃতি বলিয়াছি।

ফলানুরূপ সাধন এবং সাধনানুসারী ফল, সর্বত্র পরমাধিকশাস্ত্রে সাধ্য

সাধনের এই প্রকার সহকর্ষীকার করা যায়। শ্রীগোবিন্দমিস্ত্রভক্তিশাস্ত্রে প্রতিপাত্ত ভক্তির পরমাস্তরঙ্গ ফল, বৃন্দাবন নিকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ প্রেমসেবাই। ইহাই সাধ্যবস্তু। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ সাধ্যবস্তুর অনু-
রূপ সাধনই সখীভাবে রাগানুগভক্তি। “সখী বিনা এই লীলায় অস্ত্রের ন্যায় গতি। সখী ভাবে যেই তার করে অনুগতি ॥ রাধাকৃষ্ণ কুণ্ডসেবা পাশা সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে অস্ত্র নাহিক উপায় ॥” শ্রীপাদ কবি ভ
গোস্বামীর এই পয়ার চতুষ্ঠয় দ্বারা ইহা সুনির্গীত হইতেছে।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরজনের ভাবের অনুগতি ভিন্ন ভক্তির রাগানুগাত্মক সিদ্ধ হয় না। চিরতপস্যা দ্বারাও লক্ষ্মীর গোপীহলাভ না হওয়াই ইহার দৃষ্টান্ত। আবার ঋতিগণও গোপীর আনুগত্যভাবে তপস্যা দ্বারা এবং দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ গোপ্যানুগত্যে তপস্যা দ্বারা গোপীহ লাভ করিয়াছিলেন ইহা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর গোপীহলাভে আকাজ্ঞা থাকিলেও অর্থাৎ গোপীর ছায় ঐকৃষ্ণ স্বরূপ সহ রাসাদি বিহারে আকাজ্ঞা থাকিলেও, এবং সেই আকাজ্ঞাপূর্তির নিমিত্ত তপস্যা করিলেও, গোপীজন্যের অনুগততাব এবং গোপীগর্ভোৎপন্ন স্বীকার না করায়, লক্ষ্মীর গোপীহ সিদ্ধ হয় নাই। “যথা তল্লোকবাসিনঃ কামতৎসেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রম্য মহা চিকীর্ষাজনি ন স্তথা ॥” অর্থাৎ ঋতিগণ শ্রীভগবান্কে স্তব করিয়া বলিতেছেন, হে ভগবন, তোমার নিত্যলোক শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী গোপিকা সকল তোমাকে রমণ মনে করিয়া যে প্রকার কামতত্ত্ব দ্বারা, অর্থাৎ শুদ্ধপ্রেমময়বিলাসরূপ কামক্রীড়া দ্বারা ভজন করিতেছে, আমাদেরও সেই প্রকার, অর্থাৎ গোপিকা-সাদৃশ্য কামতত্ত্বের দ্বারা তোমার সেবা করিতে বাসনা জাত হইতেছে। এই বায়বীয় পুরাণ বাক্য দ্বারা, এবং “বয়মপি তে সমাঃ” (অর্থাৎ গোপিকাদের ছায় আমরাও) এই শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য দ্বারা ঋতিগণের গোপিকার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার লালসা সুস্পষ্টই নির্ণীত হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তনের দৃষ্টান্ত স্থল শ্রীগোপালমন্ত্রোপাসক দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের তত্ত্ব সমাগত শ্রীরামসীতাদর্শনে পূর্বসিদ্ধ ঐকৃষ্ণবিষয়ক রতি এবং গোপীবিবয়িনী ভক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল। “পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বের দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিশ্রবন্ ॥ তে সর্বের শ্রীহনাপান্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।” অর্থাৎ শ্রীগোপাল-

মতে প্রাকৃত সম্ভারণ্যবাসী মহাবিগ্ণ ত্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তদপেক্ষা অধিক
 মাধুর্য্যমিশ্রিত স্ববিগ্রহ স্বীয়েই ত্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া-
 ছিলেন। এই পদ্যপুরাণ বাক্য দ্বারা সেই মুনিগণের গোপ্যানুগত্যে রাগা-
 নুগাভক্তি হইয়াছে। সাধকের সিদ্ধ দশায় সাক্ষাৎ গোপীত্ব পদবী
 প্রাপ্তি হইয়া গোপীজনবল্লভের সেবাসাধ্য লাভ করিতে হইলে, গোপ্যানুগতি-
 সাধনানুগতিই একান্ত সাধন। পূর্বে বলিয়াছি নিত্যসিদ্ধজনের অনুগতি
 সাধন রাগানুগাত্মক সিদ্ধ হয় না। গোপিকার রাগের আনুগত্য-
 বশতই তঁহিই গোপীভাবে রাগানুগাভক্তি নামে প্রসিদ্ধ। সাধকের সাধনাবস্থায়
 গোপিকার রাগের আনুগত্যময়ী রাগানুগাভক্তির সাধন বলিতে তাঁহাদের
 গৌরব অনুগমন করাকেই বুঝায়। গোপিকার রাগের অনুগমনাত্মিকা রাগানুগা
 ভক্তি সাধনে নিত্যসিদ্ধ গোপিকার রাগের অনুগমনের দ্বারাই সাধকের সাধন
 সিদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ রাগবতী গোপীপদবী লাভ হয়। সাক্ষাৎ ত্রীকৃষ্ণলীলাস্থলে
 রাগবতী গোপীপদবীপ্রাপ্তারও অনুগতি আছে। সে স্থলে নিত্যসিদ্ধ গোপিকাই
 ঐহিক গোপীপদবীপ্রাপ্তা রাগবতীদিগের সাক্ষাদনুগম্যা হয়েন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ
 এই যে সাধকের সময়, কি প্রাপ্ত সাক্ষাৎ গোপীপদবীরূপ সিদ্ধ দশায়, ভক্তিতে
 অনুগত থাকে, আনুগত্যবিহীন ভক্তিই হয় না। সুতরাং সাধকের সাধনক্ষেত্রেও
 নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপরিকর ত্রীরামা ললিতা ত্রীরূপ মঞ্জরী আদি আনুগত্যের মূল
 পরমাশ্রয় হয়েন। ত্রীগুরু ত্রীবৈষ্ণবাदि যাহা সাধকের সাধনানুগত্যের আশ্রয়,
 তাহাও ঐ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ পরিকরণের আনুগত্যের পরম্পরাপ্রাপ্তানুগতির আশ্রয়
 হয়েন, স্বতন্ত্র আশ্রয় নহেন, ইহাই রাগানুগা ভক্তির রহস্য।

লক্ষসিদ্ধি রাগবতীগণ অনুগত্বী হইয়া অনাদিকাল হইতেই অনুগম্যা
 নিত্যসিদ্ধ গোপিকা হইতে কিঞ্চিন্নূনরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। নিত্যলীলার
 পরিকরণগণের মধ্যেও অনুগম্যানুগত্বে ভাব আছে। সজাতীয় রতিবিশিষ্ট পরম
 মুখ্যমুখ্য লীলাপরিকরণ, তদপেক্ষা কিঞ্চিন্নূন রূপে বর্তমান সজাতীয়
 রতিবিশিষ্ট লীলাপরিকরণের স্বীয়রতির আশ্রয়ালম্বনরূপে রতির অনুগম্য হয়েন।
 আর তদপেক্ষা কিঞ্চিন্নূনরূপে বর্তমান লীলাপরিকর যাহারা, তাহারা সজাতীয়
 রত্যানুগত সাধকগণের রতির মুখ্যাশ্রয়ালম্বন রূপে অনুগম্য হইলেও পরম মুখ্য মুখ্য
 লীলাপরিকরের অনুগত। অর্থাৎ অনুগমনকারীই হয়েন ইহাই বুঝিতে হইবে।

ব্রজের নিত্যলীলায় পাঁচ প্রকার সখীভেদ দেখা যায়। তার মধ্যে নিজ নিজ বাসনামুসারে যুগ্মসখী (শ্রীরাধা) এবং তাঁহার পরমাস্তরঙ্গা সখীদিগের (ললিতাদি) আনুগত্যে যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমস্নেহবতী সখী, তাঁহাদিগকে পরমপ্রেষ্ঠসখী বলা যায়। এই পরম প্রেষ্ঠা সখীদিগের অনুগামিনী যে সকল সখী, তাঁহাদিগকে প্রিয়সখী বলা যায়। আর যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণে অসমস্নেহ নিত্যসিদ্ধা গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধিকাতে অধিক স্নেহবতী সখী, তাঁহাদিগকে প্রাণসখী বলা যায়। এই প্রাণসখীদের অনুগামিনী সখীসকল নিত্যসখী বলি প্রসিদ্ধ। আর শ্রীরাধাকৃষ্ণে অসমস্নেহ গোপীদের মধ্যে যাহারা শ্রীকৃষ্ণে অধিক স্নেহবতী সখী, তাঁহাদিগকে সখী বলা যায়। ইহাদিগের অনুগামিনী কোন সখী নাই। পরমপ্রেষ্ঠসখী, তদনুগামিনী প্রিয়সখী, প্রাণসখী, তদনুগামিনী নিত্যসখী, আর সখী, এই পাঁচ প্রকার সখীভেদ। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে স্নেহাধিক সখীদিগের কোন অনুগামিনী না থাকায়, সখীদিগের মধ্যে ইহারা ন্যূনা।

প্রশ্ন—কেন কৃষ্ণস্নেহা সখীদিগের অনুগমন নাই? অর্থাৎ তাঁহাদের আনুগত্যে অনুপ্রস্তু কোন সখী নাই কেন?

উত্তর—রাগানুগায় ভক্তমতে, যে গোপী অনুগম্যা হইবেন, অর্থাৎ সখীরূপা গোপীর অনুগত হইতে হইবে, সেই অনুগম্যা গোপীর অনুগত হইতে ইচ্ছা করিবেন যে গোপী, সেই অনুগমনেন্দ্ৰাকারিণী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনন্ত প্রীতিমন্তরূপে অনুগম্যা হইবেন। অর্থাৎ গোপী অনুগতি বলিতে—যিনি গোপীর অনুগতি লিপ্ত তিনি নিজ অনুগম্যা গোপীতে (যাহার অনুগমন করিবেন তাঁহাতে) শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনন্ত প্রীতিমান হইয়াই তাঁহার অনুগমন করিবেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে রাগানুগাভক্তি সিদ্ধ হইবে না। তাৎপর্যার্থ এই, যাহার আনুগত্যে রত্নির বিষয় শ্রীকৃষ্ণে রতি বিধান করিতে হইবে, তাঁহাতে যদি রত্নির বিষয়ে যে রতি আছে তাহা হইতে ন্যূন প্রীতি হয়, তাহা হইলে, রাগানুগানার্গে আনুগত্যই সিদ্ধ হয় না। রাগানুগাভক্তিতে ইহাই বৈশিষ্ট্য যে যাহার কৃষ্ণ বিষয়ক রত্নির অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতি (প্রীতি) বিধান করিতে হইবে, তাঁহাতেও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি অপেক্ষা ন্যূন প্রীতি হইবে না। ন্যূন প্রীতি হইলে আনুগত্য সিদ্ধ হইবে না, বরং স্থলবিশেষে ভাববিশেষে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলক অধিক প্রীতি তাঁহাতে (অনুগম্যা) প্রকাশ পাইবে

সিদ্ধান্তের কারিতাই হইবে। তাই সাধক এবং সিদ্ধ উভয়ই “মন্ত-
 পূজা” “মন্তপূজা মন্তোহ্যধিকা কার্য্য” এই শ্রীভাগবতীয় বাক্য সুসঙ্গত
 হইয়াছে “তুল্যপ্রমাণং প্রেম বহন্তোহপি দ্বয়োরিমাঃ। রাধায়া
 বসন্তোহ্যধিকান মুপাশ্রিতাঃ ॥ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যচ্চ প্রিয়সখ্যচ্চ তা মতাঃ।”
 মর্দন দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েতে সমান প্রেম বহন করিয়াও, আমরা
 শ্রীরাধিকারই এই প্রকার অধিক অভিমান বহন করেন, তাঁহাদিগকে পরম প্রেষ্ঠ
 বলা এবং তাঁহাদিগের অনুগত সখীদিগকে প্রিয়সখী বলা যায়। এইস্থলে
 শ্রীরাধাকে সমান প্রীতিমতী হইয়াও লীলার বিশেষ বিশেষ স্থলে তাবিশেষে
 শ্রীরাধাতে তাঁহাদিগের অধিক প্রীতি প্রকাশ পাইয়া রসের উল্লাসই হয়। আবার
 শ্রীভক্তিরসায়তনিক্রমে দেখিতে পাই,—“সঞ্চারী স্তাৎ সমোনা বা কৃষ্ণরতে:
 স্তদ্রতিঃ। অধিকা পুষ্যমানা চেদ ভাবোল্লাস ইতীর্ঘাতে ॥” অর্থাৎ যদি সুহৃদ্বিষয়া
 রতি কৃষ্ণরতির সমা বা নানা হয়, তাহা হইলে ঐ সুহৃদ্রতি সঞ্চারী ভাব নাম
 ধারণ করে কেন না ঐ সুহৃদ্রতিও কৃষ্ণরতিমূলক হইয়া কৃষ্ণরতির পোষকই হয়।
 আর যদি রতি কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণরতি হইতেও অধিক হইয়া কৃষ্ণরতি কর্তৃক ঐ
 সুহৃদ্রতি পুষ্যমানা হয়, তাহা হইলে ঐ সুহৃদ্রতিকে ভাবোল্লাস বলা যায়;
 তখন ঐ সুহৃদ্রতিকে সঞ্চারী ভাব (ব্যভিচারী ভাব) বা স্থায়ী ভাব
 বলা যায় না। সাধকের যথাবস্থিত সাধকদেহেও ভগবদ্ভক্তিভঞ্জে
 শ্রীকৃষ্ণরতিই সুহৃৎ; এই গুরুবৈষ্ণবেও শ্রীকৃষ্ণভক্তির তুল্য ভক্তি
 করিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রসম্মত। কৃষ্ণভক্তিমূলক গুরুবৈষ্ণব ভক্তি, যদি
 সময়বিশেষে শ্রীকৃষ্ণভক্তিভঞ্জন হইতে অধিক হইয়া, শ্রীকৃষ্ণভক্তি দ্বারা
 পুষ্যমানা হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ভাবোল্লাসের স্থায় ভঞ্জন ভক্তির উল্লাসই
 হয়। তাই “মন্তপূজাভ্যধিকা” বলা হইয়াছে। শ্রীলীলাকুর নরোত্তম
 বলিতেছেন,—“শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি, যে প্রসাদে পুরে
 সর্ব আশা।” আবার বলিতেছেন,—“শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার।
 ক্রিপা পাইব সেবা মুঞি ছরাচার ॥” শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেবা
 লাভ করা যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

(অসম্পূর্ণ)

1. अष्ट शक्तियाँ - राधा, ललिता, विद्यादेवी, प्रणामला,
शैलमा, पद्मा, अम्बावती, अम्बा ।
स्मरपुराण की अष्टशक्तियाँ हैं। और भक्तियोग के अष्टांगों
में यह नाम लिए गए हैं।
यह नाम पुरा हैं।

2. प्रियाकार्य - कुलदेवी, सुमन्ता, मन्मथमयी, लज्जा ।

3. प्राण शक्तियाँ - शक्तिशाली, वसुधै, लक्ष्मीकायि ।

4. चित्त शक्तियाँ - कल्याणदेवी, गणेशदेवी ।

5. सत्त्व - कल्याणिका, विद्या, धर्मिका आदि ।

कृष्णगुणों के अष्टांग गुण

(1) वासुदेव (2) कल्याण ।

॥ श्रीः ॥

श्रीगते रामावतार नमः ।

अथ श्रीरामासनावयसिद्धान्तः ।

अर्थात्

श्रीमन्नारायणोपासनासिद्धान्तः १ श्रीकृष्णोपासना-
सिद्धान्तः २ श्रीरामोपासनासिद्धान्तः ३ ॥

श्लोकः ।

यं ब्रह्मा वक्ष्येन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै-
र्यैः सांगपदकलोपनिषद्विर्मायन्ति यं सामगताः ॥
ध्यानावस्थिततपोन मनसा पश्यति यं योगिनो
यस्यति न विदुः सुखसुख्यया देवाय तस्मै नमः ॥ १ ॥

शिष्य उवाच ।

भगवच्छ्रोतुमिच्छामि परब्रह्मलक्षणम् ॥

यं ब्रह्मादिसुरास्सर्वे ध्यायन्ति हि मुनीश्वराः ॥ २ ॥

अर्थ- शिष्य बोला, हे भगवान् ! मीको 'पर ब्रह्म' लक्षण देना ।
सुरासुरादिदेवता सर्वे ध्यायन्ति तिसा मुनीश्वराः ॥ २ ॥
मुनीश्वर लोग निरवधारित ध्यान करतें ॥

श्रीगुरुत्वाय ।

शृणु तात् प्रवक्ष्यामि वेदानां सारमुत्तमम् ॥

उपासनावयसिद्धान्तं देवानामपि दुर्लभम् ॥ ३ ॥

अर्थ- श्रीगुरुस्वामी बोले कि हे तात ! सब वेदोंका उत्तम सार जो उपासनावय-
सिद्धान्त है जो कि देवताओंको भी अति दुर्लभ है सो कहता हूँ तुम मुझे । वेद, ब्राह्म-
पुराणादिकोंमें श्रीभगवान्को जीनीस अवतार वर्णन कियेगये हैं तिसमें श्रीराम
और कृष्ण यहां दो अवतार मुख्य हैं, इन्हींकी उपासना राम भक्ति, कृष्ण भक्ति की है
और सब अवतारोंकी नहीं। ऐसा पाशो उखण्ड २४२ अर्थ में कहा है यथा—

नोपास्यं हि भवेत्तस्य शक्त्यावेशान्महात्मना ॥

उपास्यौ भगवद्भक्तैर्विप्रमुख्यैर्महात्मभिः ॥ ४ ॥

रामकृष्णावतारौ तु परिपूर्णौ हि सद्गुणैः ॥

उपास्यमानावृषिभिरपवर्गप्रदौ नृणाम् ॥ ५ ॥

अर्थ—उन कला अंश शक्ति आवेशादि अवतारोंकी उपासना महात्मा लोग नहीं करते केवल राम और कृष्ण यह दो ही स्वरूप भगवद्भक्त ब्राह्मणों करके उपासना योग्य हैं, काहेसे कि, राम कृष्ण अवतार सात्त्विकगुणों करके परिपूर्ण हैं, इसीसे ऋषिलोग भी उपासना करते हैं और इन्ही दोनोंकी उपासना मनुष्योंको मोक्ष देनेवाली है तिनमेंसे श्रीकृष्णोपासना मुख्य वृन्दावनवासी करतेहैं और श्रीरामोपासना श्रीअयोध्यावासी करतेहैं ।

प्रश्न—हे स्वामीजी ! आचारी वैष्णव किनकी उपासना करतेहैं सो कहिये ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! आचारी वैष्णव श्रीमन्नारायणकी उपासना करतेहैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! रामकृष्णकी उपासना क्या आचारी वैष्णव नहीं करतेहैं ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! रामकृष्णकी भी उपासना करतेहैं परंतु मुख्य नारायणहीकी उपासना करतेहैं ।

प्रश्न—स्वामी जी ! क्या राम कृष्ण और नारायणमें कुछ भेद भी है जो भिन्न मानते हैं ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! भेद कुछ भी नहीं है केवल अंश अंशकि गुण रूपका भेद है तत्त्व भेद नहीं है ।

यथा—ब्रह्मवैवर्ते कृष्णजन्म खंड ४३ अध्याय :

ब्रह्मैकं मूर्तिभेदस्तु गुणभेदेन संततम् ॥

तद्ब्रह्म विविधं वस्तु सगुणं निर्गुणं शिव ॥ ६ ॥

मायाश्रितो यः सगुणो मायातीतश्च निर्गुणः ॥

स्वेच्छामयश्च भगवानिच्छया विकरोति च ॥ ७ ॥

अर्थ—ब्रह्म एक है, मूर्ति गुण भेद करके सदा भिन्न है, वह ब्रह्म विविध वस्तु है, तिनमें सगुण और निर्गुण दो स्वरूप प्रधानहैं, जो माया शवलित है सो सगुण है, जो मायातीत है सो निर्गुण है, स्वेच्छामय भगवान् इच्छाको भी करतेहैं, यह वचन विष्णुजीका शंकरसे हैं । इसी प्रकारसे रूपमें गुणमें भेद जानतेहैं, जैसे आचारी वैष्णव मुख्य नारायणको मानते हैं और नारायणहीसे २४ अवतार मानतेहैं वैसे

ही वृंदावनके निवासी लोग मुख्य कृष्णको मानतेहैं और कृष्णहीसे २४ अवतारों-
को मानतेहैं, वैसाही सिद्धांत अयोध्यावासियोंका है कि मुख्य राम ही हैं, रामहीसे
विष्णु नारायण कृष्णादिक २४ अवतार होतेहैं, हे शिष्य ! इसी प्रकारसे तीनों उपा-
सकोंके मत भिन्न हैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! इन तीनोंमेंसे सिद्धांत मत कौन है सो कृपा करके कहिये ?

उत्तर—हे शिष्य ! आप २ के तीनों मत सिद्धांत हैं, हम तीनोंके सिद्धांत मतको
शास्त्रोंके प्रमाणोंसे कहतेहैं तुम जानलो, उनमें प्रथम नारायणसिद्धांत कहतेहैं।
नारायण उपनिषद्में कहा है कि सब नारायणहीसे है । यथा—

ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत । प्रजास्मृजेयेति
नारायणात्प्राणो जायते मनस्सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्ज्यो-
तिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणाद्ब्रह्मा जायते
नारायणाद्भुवो जायते नारायणात्प्रजापतिः प्रजायते नारा-
यणादिन्द्रो जायते नारायणाद्वादशादित्याः नारायणादेका-
दशरुद्राः नारायणादष्टौ वसवः सर्वा देवताः सर्वे ऋषयः
सर्वाणि च्छदांसि सर्वाणि च भूतानि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते
नारायणे प्रलीयन्ते ॥ ८ ॥

अर्थ—एक आदि पुरुष नारायण हैं, जो अपनी इच्छासे प्रजाओंको रचतेहैं,
नारायणसे प्राण उत्पन्न होतेहैं नारायणसे मन तथा सर्व इन्द्रियां होतीहैं और आकाश,
वायु अग्नि, जल, विश्वको धारणकरनेवाली पृथ्वी होतीहै, नारायणसे ब्रह्माजी होतेहैं,
नारायणसे शिवजी होतेहैं, नारायणसे प्रजापति (मन्वादि) होतेहैं, नारायणसे इन्द्र
होतेहैं, नारायणसे द्वादश सूर्य होतेहैं, नारायणसे एकादशरुद्र होतेहैं, नारायणसे
आठों वसु होतेहैं, नारायणसे सर्व देवता, सर्व ऋषि, मुनि, वेद, शास्त्र, सर्व जीवा-
त्मा होतेहैं और प्रलयांतमें नारायणही में सब लीन होजातेहैं, इससे नारायण
सर्वोपरि हैं ॥ पुनः—

अथ नित्यो देव एको नारायणो ब्रह्मा च नारायणः शिवश्च
नारायणः शक्रश्च नारायणः द्वादशादित्याश्च नारायणोऽष्टौ
वसवोऽश्विनौ च नारायणः सर्वे ऋषयश्च नारायणः कालश्च

नारायणो दिशश्च नारायणोऽधश्च नारायण ऊर्ध्वं च नारायणो-
 तर्बहिश्च मूर्तामूर्तो च नारायणो नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं
 यच्च भाव्यम् ॥ ॐ अथ नित्यो निष्कलंको निराख्यातो निर्वि-
 कल्पो निरंजनः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति
 कश्चित् य एवं वेद ॥ ९ ॥

अर्थ-नित्य एक देव नारायण हैं, नारायण ही ब्रह्मा हैं, नारायण ही शिव हैं
 नारायण ही इन्द्र हैं, नारायण ही द्वादश सूर्य हैं, नारायण ही आठों वसु हैं, नारा-
 यण ही आश्विनीकुमार हैं, नारायण ही सब ऋषि मुनि हैं, नारायण ही काल हैं
 और नारायण ही दशों दिशा हैं, नारायण ही नीचे हैं, नारायण ही ऊपर हैं
 नारायण ही बाहर, भीतर, मूर्तामूर्त (सगुण निर्गुण) हैं, नारायण ही यह दृश्य
 दृश्य, भूत, भविष्यत्, वर्तमान हैं, नित्य हैं, निष्कलंक हैं, निराख्यात (अप्रसिद्ध
 हैं, विकल्पसे रहित हैं, निरंजन (माया से रहित हैं,) परम शुद्ध हैं, एक अद्वितीय
 ब्रह्म नारायण ही हैं दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसा जानो। फिर श्रुति है-

अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ॥

अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ १० ॥

पुनरपि श्रुतिः ।

यच्च किञ्चिज्जगत्यस्मिन्दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥

अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ११ ॥

अर्थ-सर्व जीवोंके भीतर प्रवेश करके जो शासन करते हैं, वही नारायण पर-
 मात्मा बाहर भीतर एकरस सबमें व्याप्त हैं ॥ जो कुछ इस संसारमें देख पड़ता
 अथवा सुन पड़ता है उन सबके बाहर भीतर श्रीनारायण व्याप्त हो रहे हैं, इससे
 शिष्य ! नारायणसे परे कोई देवता, देवी नहीं है, सबके आदि कारण नारायण ही हैं
 इस प्रकार सब श्रुतियोंका सिद्धांत है ॥ आदिशास्त्रके वक्ता मनुजीने भी मनुस्मृ-
 तिके प्रथमाध्यायमें कहा है । यथा-

योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ॥

सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भूतः ॥ १२ ॥

अर्थ-जो सम्पूर्ण वेद, पुराण, शास्त्र, इतिहास आदिमें प्रसिद्ध हैं, जिनके
 केवल मनसे ही ग्रहण होता है, ऐसा परमात्मा परम सूक्ष्म अव्यक्त सनातन सब
 अन्तर्यामी और अचिन्त्य स्वयं ही प्रथम शरीराकारसे प्रकट हुए ॥

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः ॥

अप एव ससर्ज्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥ १३ ॥

अर्थ—अपने शरीरसे नानाप्रकारकी प्रजाओंको रचनेकी इच्छा करनेवाले उस परमात्माने प्रथम 'जल हो,' इतने कथनमात्रसे ही जलोंको रचा और उस जलमें अपना शक्तिरूप बीज (वैष्णव तेज) को स्थापन किया ॥

तदण्डमभवद्वैमं सहस्रांशुसमप्रभम् ॥

तस्मिञ्ज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्व्वलोकपितामहः ॥ १४ ॥

अर्थ—वह स्थापन किया हुआ बीज सुवर्णके वर्णवाला, सूर्यके समान कांतियुक्त, एक अण्ड (गोलाकार) होगया उस अण्डमें उन परमात्माने स्वयं ब्रह्मारूपसे सब लोकोंके पितामहने जन्म ग्रहण किया ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ॥

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ १५ ॥

अर्थ—नरनामक परमेश्वरके शरीरसे जलोंकी उत्पत्ति हुई, इस कारणसे उन जलोंको नारा कहतेहैं और यह सम्पूर्ण जल ही प्रलयकालमें परमात्माका अयन (स्थान) थे, इस कारण परमात्माको नारायण कहतेहैं ॥

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ॥

तद्विमृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—जो परमात्मा रचित वस्तुमात्रका कारण है, जो इंद्रियोंका अगोचर है, जिसका क्षय उदय नहीं होताहै, जो सत् पदसे कहा जाताहै और जो प्रत्यक्षका विषय न होनेके कारणसे असत् शब्दसे भी कहाजाताहै, उस परम पुरुष परमेश्वरसे उत्पन्न हुआ वह अण्डजात पुरुष संसारमें ब्रह्मा नामसे कहेजातेहैं ॥ हे शिष्य ! यह आदि शास्त्रका सिद्धांत है, जो कि "सर्वशास्त्रमयो मनुः" कहे जातेहैं । फिर भी श्रुतिसिद्धांत है कि, "यत्किंचिन् मनुरवदत् तद्वै भेषजम्" चारों वेदोंका सिद्धांत है कि, जो कुछ मनुजीने कहाहै वह निश्चय पूर्वक औपधरूप है, इससे मनुस्मृति शास्त्र सर्वोपरि ह ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी ! बहुतेरे विद्वान् लोग शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य इन सबको ब्रह्म कहतेहैं सो क्यों ?

उत्तर—हे शिष्य ! मतमतांतरकी बात भिन्न है और कहनेवालोंका क्या कोई सुख पकड़ेगा, पासमें सस्ते मुख हैं, जो चाहें सो बोलें परंतु पक्षपात छोड़कर देखें तो श्रीमन्नारायण ही जगत्कारण आदि ब्रह्म सिद्ध होतेहैं, काहे से कि

नारायण नामका अर्थ सर्व व्यापक है, विष्णु नामका तथा वासुदेव नामका भी वही व्यापक अर्थ है, इस बातको सब विद्वान् लोग जानते हैं. और शिव, गणेश, शक्ति (दुर्गा देवी), सूर्य इन सब नामोंका अर्थ सर्व व्यापक नहीं है यह भी सब विद्वानोंको अच्छी रीतिसे विदित है और जिसके नामके अर्थ सर्व व्यापी नहीं है वह कभी नहीं ब्रह्म सिद्ध हो सकता है, यह बात सर्वथा निश्चित है, दूसरा हेतु यह है कि 'मनुस्मृति' प्रधान ग्रंथ है और सबका आदि है निष्पक्षपात है, इस बातको भी सब जानते हैं, सो मनुने नारायणहीको ब्रह्म कहा है तो दूसरा ब्रह्म कौन है कि जिसका मनुजीने नामतक भी नहीं लिया है और मनु सिद्धान्त सर्वोपरि है, काहेसे कि बृहस्पतिजीने कहा है कि-

वेदाथौपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं हि मनोःस्मृतम् ॥

मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते ॥ १७ ॥

अर्थ-वेदार्थमें प्रधान मनुस्मृति है, मनुजीके अर्थसे जो विपरीत है सो स्मृति प्रशस्त नहीं है ॥ फिर भी कहा है कि-

तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च ॥

धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुर्व्यावन्न दृश्यते ॥ १८ ॥

अर्थ-तर्क व्याकरणादि सकल शास्त्र तबतक ही शोभित होते हैं, जबतक धर्म, अर्थ और मोक्षका उपदेश करनेवाला मनु देखनेमें नहीं आता है ॥ हे शिष्य ! ऐसे ही महाभारतमें भी कहा है । यथा-

पुराणं मानवो धर्मः सांगो वेदश्चिकित्सितम् ॥

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ १९ ॥

अर्थ-पुराण, मनुस्मृति, पडंग, वेद यह चारो आज्ञासिद्ध हैं प्रतिकूल तर्कमें इनको अन्यथा नहीं करना चाहिये; ऐसे २ बहुत कहा है इससे मनुस्मृति सामान्य शास्त्र नहीं है जो मानव शास्त्र कहा है सोई प्रमाण है, हे शिष्य ! जो कोई नारायणको छोड़कर अन्य देवताओंको ब्रह्म कहते हैं सो भी संसारमें अद्वितीय मूर्ख हैं, विशेष क्या कहें पद्मोत्तरखंडके २३४ अध्यायमें शिवजीने पार्वतीजीसे कहा है कि-

येऽन्यं देवं परत्वेन वदन्त्यज्ञानमोहिताः ॥

नारायणाजगन्नाथात्ते वै पापण्डिनः स्मृताः ॥ २० ॥

अर्थ-जो अज्ञानमें मोहित होकर नारायणसे अन्य देवताओंका परत्व कहते हैं वह निश्चय करके पाण्डी हैं ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी ! नारायणनामका अर्थ विशेष और कहिये ?

उत्तर—हे शिष्य ! बृद्धहारीत धर्मशास्त्रमें ऐसा कहा है । यथा ३ अध्यायमें—

महाभूतान्यहंकारो महदव्यक्तमेव च ॥

अण्डं तदंतर्गता ये लोकाः सर्वे चतुर्दश ॥ २१ ॥

चतुर्दशशरीराणि कालः कर्मेति वै जगत् ॥

प्रवाहरूपेणैवैषां नारत्वेनोच्यते बुधैः ॥

तेषामपि निवासत्वान्नारायण इतीरितः ॥ २२ ॥

अर्थ—महापंचभूत अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रकृति, पुरुष इन सातों करके युक्त जे ब्रह्माण्ड है जिसके अंतर्गत जे चौदह लोक हैं । और चतुर्दश जे शरीर हैं काल है कर्म है ऐसा जो महाप्रवाहरूप संसार है सो सब नार है तिनमें निवास होनेसे नारायण ऐसा पंडित कहते हैं । हे शिष्य ! ऐसेही अन्यस्मृतिमें भी कहा है, यथा—

नारास्त्विति सर्वपुंसां समूहः परिकीर्तितः ॥

गतिरालम्बनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः ॥ २३ ॥

नारो नराणां संघातस्तस्याहमयनं गतिः ॥

तेनास्मि मुनिभिर्नित्यं नारायण इतीरितः ॥ २४ ॥

नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः ॥

तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः ॥ २५ ॥

अर्थ—नारा ऐसा शब्द सबपुरुषोंके समूहोंको कहते हैं तिस नरसमूहके गति और आलंबन हो उस करके नारायण कहा है । नरसे भया है सो नार कहते हैं और नरोंका समूह तिसके निवास और गति हूँ इस कारणसे मुनियों करके नित्य नारायण ऐसा कहाजाताहूँ । यह वचन भगवानके हैं नर परमात्मासे जो उत्पन्न भया है तत्त्व उसको नार कहते हैं पंडितलोग जानते हैं वही नार तिसका अयन (स्थान) हैं इस करके नारायण ऐसा कहा है ॥ ऐसाही स्मृतिसारमें भी कहा है यथा—

ज्ञानादयो गुणाः संति लक्ष्मीर्नित्यानपायिनी ॥

भूमिलीलादयो देव्यः शेषाद्या नित्यसूरयः ॥ २६ ॥

तद्धामपरमः कालः पुरुषः प्रकृतिस्तथा ॥

महदादिधरांतानि सप्त चावरणान्यपि ॥ २७ ॥

ब्राह्मण्डं तदंतस्था लोकाश्च सचराचराः ॥

एवमण्डान्यनंतानि तत्सर्वं नारमुच्यते ॥ २८ ॥

अर्थ-ज्ञानादिक जितने गुण हैं, लक्ष्मी भूमि लीलादि जितनी देवी हैं, शेष सनकादि जितने नित्य ज्ञानी हैं और ब्रह्मलोकमें लेकर काल, पुरुष, प्रकृति तथा महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी यह सप्तावरण करके युक्त ब्रह्माण्ड और उस ब्रह्माण्डके रहनेवाले सब चराचर जीव ऐसे २ कोटिन ब्रह्माण्ड उन सबको नार कहा है, तिन सबमें जो वास करे उसको नारायण कहते हैं ॥ हे शिष्य ! जैसा मुनुजीका सिद्धान्त है तैसेही सब स्मृतियोंका भी सिद्धान्त है, सोई सिद्धान्त पुराणका है । यथा ब्रह्माण्डे ५७ अध्यायमें-

आपो नरस्य सूत्रत्वान्नारा इति प्रकीर्तिताः ॥

विष्णोस्त्वायतनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ २९ ॥

नारायणपरा लोका नारायणपराः सुराः ॥

नारायणपरं सत्यं नारायणपरं पदम् ॥ ३० ॥

नारायणपरा पृथ्वी नारायणपरं जलम् ॥

नारायणपरो वह्निर्नारायणपरं नभः ॥ ३१ ॥

नारायणपरो वायुर्नारायणपरं मनः ॥

अहंकारश्च बुद्धिश्च उभे नारायणात्मिके ॥ ३२ ॥

अर्थ-आप (जल) नर परमात्माके सूत्रसे अर्थात् नरसे जो उत्पन्न हो सो. नारा ऐसा कहा है, वह नारा पूर्व प्रलयकालमें विष्णु भगवानके स्थान होनेसे नारायण कहा है ॥ नारायणपरे लोक हैं नारायणपरे देव सब हैं नारायण परम सत्य हैं नारायण परम पद हैं ॥ नारायणपरा पृथ्वी हैं नारायणपर जल हैं नारायणपर अग्नि हैं नारायणपरम नभ हैं ॥ नारायण परम वायु है नारायण परम मन हैं अहंकार और बुद्धि दोऊ नारायणके स्वरूप हैं ॥ हे शिष्य ! ऐसे ही भागवतमें २ स्कंधमें ब्रह्माजीने नारदसे कहा है । यथा-

नारायणपरा वेदा देवा नारायणांगजाः ॥

नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥ ३३ ॥

नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः ॥

नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥ ३४ ॥

अर्थ—नारायणपर वेद हैं नारायणके अंगसे सब देवतालोग भये हैं नारायण-पर लोक हैं नारायण परम यज्ञ हैं नारायणपर योग हैं नारायणपर तप हैं नारायणपर ज्ञान हैं नारायण परम गति हैं ॥ भाव जो कुछ है सो सब नारायण ही हैं ॥ ऐसे ही भागवतके प्रथम स्कंधके २ अध्यायमें कहा है यथा—

वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः ॥

वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ ३५ ॥

वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः ॥

वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥ ३६ ॥

अर्थ—वासुदेवपर वेद हैं वासुदेवपर यज्ञ हैं वासुदेवपर योग हैं वासुदेवपरा-क्रिया हैं वासुदेवपर ज्ञान हैं वासुदेवपर तप हैं वासुदेवपर धर्म हैं वासुदेवपरा गति हैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! नारायण और वासुदेव एक ही हैं कि भिन्न हैं ?

उत्तर—हे शिष्य ! यहां पर (वस निवासे) धातुसे नारायण और वासुदेवका एक ही अर्थ है सोई (विष्टु व्याप्तौ) धातुसे विष्णुका भी अर्थ है इससे एक ही है । हे शिष्य ! विष्णुके सवनामोंमें प्रधान तीन ही नाम हैं नारायण, विष्णु, वासुदेव, तिनमें भी मुख्य नारायण नाम है और विष्णुगायत्रीमें तीनों नाम हैं यथा—ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥ इस प्रकारसे कहा है तीनों एक ही हैं, एही तीनों मंत्रका प्रभाव नारायण कवचमें कहा है श्रीभागवतमें, सो देख लेना फिर भी नारायणका परत्व पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें २४२ अध्यायमें ऐसा कहा है—

भूतं भव्यं भविष्यं च यत्किंचिज्जीवसंज्ञकम् ॥

स्थूलं सूक्ष्मं परं चैव सर्वं नारायणात्मकम् ॥ ३७ ॥

शब्दाद्या विषयाः सर्वे श्रोत्रादीर्नीन्द्रियाणि च ॥

किं चात्र बहुनोक्तं जगदेतच्चराचरम् ॥ ३८ ॥

ब्रह्मादि स्तंबपर्यंतं सर्वं नारायणात्मकम् ॥

नारायणात्परं किंचिन्नेह पश्यामि भो द्विजाः ॥ ३९ ॥

अर्थ—भूत जो होगया भव्य जो होरहा है भविष्यत् जो होनेवाला है इन तीनों कालमें जो कुछ जीवसंज्ञावाले हैं स्थूल सूक्ष्म परम सूक्ष्म सब नारायणात्मक हैं ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि विषय हैं और श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिकादि ले इंद्रियां हैं इहां बहुत कदनेका प्रयोजन क्या है जो कुछ इस संसारमें चराचर जीव हैं ब्रह्मासे लेकर चींटी पर्यंत सब नारायण स्वरूप हैं । नारायणसे परे कुछ भी नहीं देखता हूं हे ब्राह्मण ! सब यह वचन शिवजीके हैं, हे शिष्य ! ऐसा ही महाभारतमें भगवत् वचन है यथा—

रुद्रं समाश्रिता देवा रुद्रो ब्रह्माणमाश्रितः ॥

ब्रह्मासमाश्रितो मह्यं नाहं कंचिदुपाश्रये ॥ ४० ॥

ममाश्रयस्तु नो कश्चित्सर्वेषामाश्रयो ह्यहम् ॥

इदं रहस्यं कौन्तेय प्रोक्तवानहमव्ययम् ॥ ४१ ॥

४-१
नार
उत्तर
माश्रय
उक्त है

अर्थ—शिवके आश्रित देवता सब हैं ब्रह्माके आश्रय शिवजी हैं मेरे आश्रयमें ब्रह्माजी हैं हम किसीके आश्रित नहीं हैं मेरा आश्रय कोई नहीं हम सबके आश्रय हैं यह रहस्य गुप्त कहा इससे परे कुछ नहीं है ॥ फिर भी कहा है यथा—

नारायणात्परो देवो न भूतो न भविष्यति ॥

एतद्रहस्यं वेदानां पुराणानां च संततम् ॥ ४२ ॥

सर्वे देवाः सपितरो ब्रह्माद्याश्चांडमध्यगाः ॥

विष्णोः सकाशादुत्पन्ना इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ ४३ ॥

अर्थ—नारायणसे परे देवता न भया न होगा यह रहस्य वेद पुराणका सार है ॥ सब देवता पितरोंके सहित ब्रह्मादिक जो ब्रह्मांडके बीचमें रहते हैं सो सब विष्णु हीने हुए हैं ऐसी वेदकी श्रुति है । हे शिष्य ! इसी प्रकारके बहुत वचन हैं नारायणसे परे कुछ नहीं है इसी परब्रह्म नारायणके अंश कलादिसे २४ अवतार होते हैं सो भागवतके प्रथमाध्यायमें प्रसिद्ध है यथा—

जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः ॥

संभूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥ ४४ ॥

अर्थ—सूतजी बोले, कि हे शौनक ऋषि ! भगवानने महत्तत्त्व आदि लेकर प्रथम पुरुष याने नारायणरूप धारण किया संसार रचनेकी इच्छा करके सोलह कलाके अवतार लिया ।

नारायणोपासनासिद्धान्त ।

(१३)

प्रश्न—हे स्वामी जी ! कला किसको कहते हैं । और कौन २ षोडश कला हैं सो कहिये ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! छान्दोग्य ब्राह्मणके चतुर्थ प्रपाठकमें वृष अग्नि हंस मद्गुके सहित सत्य कामके संवादमें कहा है कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर यह चार दिशा ब्रह्मकी चार कला हैं (कला षोडशभागका एक भाग) यह चारकला ब्रह्मकी एकपाद मात्र कहाजाताहै इसका नाम प्रकाशवान् है दूसरा पृथिवी, अंतरिक्ष, ब्रूलोक, समुद्र इन चार कलाओंका एकपाद और है यह ब्रह्मका दूसरा पाद है इसका नाम अनन्तवान् है तीसरा अग्नि, सूर्य, चन्द्र, विद्युत् इन चार कलाओंका नाम ज्योतिष्मान् पाद है यह ब्रह्मका तीसरा पाद है यह तीन पाद विभूति अमृतरूप है सो विरजा नदीके पारमें है यथा 'त्रिपादभूतिर्वैकुण्ठे विरजायाः परे तटे' इति भार्गवपुराणे, और चौथा प्राण, चक्षु, श्रोत्र, वाक् इन चार कलाओंका नाम आयतनवान् है यह ब्रह्मका चौथा पाद है इसीसे कोटि २ ब्रह्मांडकी रचना होती है इसीमें तीनों लोक हैं । यथा—गीतायां (एकांशेन स्थिता जगत्) ऐसा कहाहै । इसी परमात्माको नारायण, विष्णु, विराट्, पुरुष आदि कहकर वेद गाते हैं ।

पुनः श्रीभागवते ॥

यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥

नाभिहृदाम्बुजादासीद्ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः ॥ ४५ ॥

अर्थ—जब जलशायी नारायणने योगनिद्राको विस्तार किया उस समयमें नारायणकी नाभिरूप सरोवरके कमलमेंसे संसार रचनेवालोंके पति ब्रह्माजी हुये जिनके शरीरसे संसारका विस्तार हुआ वह भगवान्का विशुद्ध रूप है सो कहते हैं ॥

पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् ॥

सहस्रमूर्द्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यंवरकुण्डलोच्छसत् ॥ ४६ ॥

एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् ॥

यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः ॥ ४७ ॥

अर्थ—जिनके असंख्य चरण, जंघा, भुजा, मुख, अद्भुत हैं जिसमें असंख्य मस्तक, श्रवण, नेत्र, नासिका हैं असंख्य शिर, भृपण, वस्त्र, कुंडल विराज रहे हैं ऐसे स्वरूपका ज्ञाननेत्रोंसे योगीजन दर्शन करते हैं ॥ यह आदिनारायण सब अवतारोंका बीज अव्यय हैं जिनके अंश ब्रह्माजी अपने अंश कलासे देवता, पशु, पक्षी, मनुष्यादिको रचते हैं ॥

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ॥

इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥ ४८॥

अर्थ—उस अविनाशी पुरुष नारायणके यह २४ अवतार अंश और कलापुत्र हैं श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं पूर्वोक्त षोडश कलात्मक नारायणभगवान् हैं जब संसार हैत्योंसे व्याकुल होजाताहै तब युगयुगमें अवतार लेकरके सबको सुखी करतेहैं ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी ! कृष्णभगवान् तो षोडश कलाके हैं और रामजी कितने कलाके हैं सो कहिये ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! रामजी भी पूर्ण ही अवतार हैं सो प्रथम ही पद्मपुराणका प्रमाण दिया है तथा और भी सब पुराणोंमें प्रसिद्ध है इससे प्रमाण देनेका प्रयोजन नहीं है परन्तु इहां भागवतमें रामावतारको अंश ही कहाहै इसका कारण यह है कि रामावतारमें चार भेद हैं सो आगे रामोपासनासिद्धान्तमें कहेंगे इहांपर जब विजयके लिये जो नारायण रामावतार हुएहैं सो अंश कला हैं ।

प्रश्न—हे स्वामी ! इहांपर नारायण स्वयं कृष्ण भगवान् हैं कि गोलोकवासी स्वयं कृष्ण भगवान् हैं सो कहिये ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! इहां भागवतमें नारायणही स्वयं कृष्ण हुए हैं गोलोकवासी कृष्ण नहीं हैं हे शिष्य ! भागवतहीमें चार भेद कृष्णावतारमें कहाहै एक तो ये जो कि कहिं आये हैं दूसरा क्षीरसागरके वासी (भूमा) पुरुष उनके अंश कृष्ण हैं यथा प्रमाण—

द्विजात्मजा मेऽयुवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये ॥

कलावतीर्णाववनेर्भरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्तिमे ॥ ४९ ॥

अर्थ—भागवतके दशमस्कंध ९९ अध्यायमें लिखा है जिस समय भगवान् अर्जुनको लेकर ब्राह्मणपुत्रोंको लेनेको क्षीरसागर गयेहैं उस समयमें अष्टभुज भूमा पुरुषने दोनोंको देख करके कहा कि आप दोनोंको देखनेके लिये मैं ब्राह्मणपुत्रोंको ले आया हूं पृथ्वीके भार उतारनेके लिये मेरी कलासे दो अवतार लिये हैं इसने असुरोंको मारकर शीघ्र मेरे पास आओ ॥ ऐसा कहा है इससे स्वयं कृष्णावतार नहीं सिद्ध भया तीसरा शुक्ल कृष्ण केशका अवतार कहा है सो भागवतके द्वितीय स्कंधमें ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा है—

भूमेः सुरेतरवह्मथविमर्दितायाः कुशव्यथाय कलयासितकृष्ण-
केशः ॥ जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः कर्माणि चात्मन
हिमोपनिबन्धनानि ॥

अर्थ—असुरोंके अंशी राजाओंके समूहसे दुःखित भूमि क्लेश नाश करनेके लिये कलासे श्वेत और कृष्ण केश अवतार लेंगे जिनका मार्ग नहीं जानाजाय वह अपनी महिमाको प्रगट करनेवाले कर्म करेंगे । हे शिष्य ! महाभारतमें भी ऐसाही कहा है ॥ यथा—

स चापि केशौ हरिरुच्चजह्ने शुक्लमेकमपरं चापि कृष्णम् ॥
तौ चापि केशावविशतां यदूनां कुले स्त्रियो रोहिणीं देवकीं च ॥५०॥

अर्थ—जब सब देवताओंने भगवान्‌का कृष्णावतार होनेके लिये प्रार्थना किया तब भगवान्‌ने दो वाल एक सफेद एक काला उखाड़े वह दोनों वाल यादवोंके कुलस्त्री रोहिणी और देवकीमें प्रवेश करगये । जो भगवान्‌का श्वेत केश रहा उससे संकर्षण उत्पन्न हुये दूसरे श्याम वर्ण वाले केशसे केशी वधकारी श्रीकृष्णचन्द्र हुए । पुनः ब्रह्मपुराणे ७२ अध्याये ॥

एवं संस्तूयमानस्तु भगवान् परमेश्वरः ॥

उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णौ द्विजोत्तमाः ॥

उवाच च सुरानेतौ मत्केशौ वसुधातले ॥

अवतीर्य भुवो भारं क्लेशहानिं करिष्यतः ॥

वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा ॥

तस्यायमष्टमो गर्भो मत्केशो भवितामराः ॥

अवतीर्य च तत्राय कंसं घातयिता भुवि ॥

अर्थ—देवताओंके स्तुति करनेपर भगवान् परमेश्वर निजात्मक श्वेत, कृष्ण दो केश उखाड़कर बोले कि हे देव ! सब मेरा दोनों केश पृथिवीतलमें अवतार लेकर पृथिवीभारको दूर करेंगे । वसुदेवके स्त्री जो देवतुल्य देवकीहैं तिनके आठवां गर्भ यह मेरा केश होगा तहां अवतार लेकर यह कंसको मारेंगे । चौथा नर नारायण कृष्ण अर्जुन हुये हैं सो चौथे स्कंधमें प्रतिद्ध हैं । यथा—प्रथमाध्याये भा०—

ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ ॥

भारव्ययाय च भुवः कृष्णो यदुकुलद्वहौ ॥ ५१ ॥

अर्थ—जब देवताओंने प्रार्थनाकरी तब नर नारायण गंधमादन पर्वतको चले गये सो उन्ही दोनोंने भूमिका भार उतारनेके लिये इहां अवतार लिये हैं इनम नरके अंशसे तो कुरु कुलमें अर्जुन हुये और नारायणके अंशसे यदुकुलमें कृष्ण हुये सोई वात आदि कवि वाल्मीकिजीने उत्तर काण्डके ५३ सर्गमें कहा है । यथा—

वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रहः
 स ते मोक्षयिता शापाद्वाजंस्तस्माद्भविष्यसि ॥ ५२ ॥
 कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति ॥
 भारवतरणार्थं हि नरनारायणाबुभौ ॥ ५३ ॥

अर्थ-श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे कहा है जिस समयमें राजा नृगको ब्राह्मणने शाप दिया और कहा कि जब यदुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले साक्षात्विष्णु जी वासुदेव नामसे शरीरधारण करेंगे वह तुमको इस योनिसे मोक्ष करेंगे अब तुम गिरगट होंगे काल पाकर नर नारायण अवतार होंगे उन्हीं करके मोक्ष होगा। हे शिष्य! इसी प्रकारसे कृष्णावतारमें चार भेद हैं तिनमें स्वयं नारायणही कृष्णावतार हैं एही सिद्धांत सर्वोंपरि है ॥ यथा प्रमाण-

वैकुण्ठे तु परे लोके श्रिया सार्द्धं जगत्पतिः ॥
 आस्ते विष्णुरचित्यात्मा भक्तैर्भागवतैस्सह ॥ ५४ ॥
 एष नारायणः श्रीमान्क्षीरार्णवनिकेतनः ॥
 नागपर्यंकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुरां पुरीम् ॥ ५५ ॥

अर्थ-सबसे परे वैकुण्ठ लोकमें लक्ष्मीजीके सहित जगत्पति भक्ति भागवत (वैष्णवों)के सहित अचित्य आत्मावाले विष्णु भगवान् हैं सो क्षीरसागरमें आये। क्षीरसागरसे येही श्रीमन्नारायण नागशय्याको छोड़कर मथुरामें आये याने श्रीकृष्णचन्द्र जी हुये ॥

प्रश्न-हे स्वामी जी ! श्रीभागवतमें और वाल्मीकीय रामायणमें एकही रामावतारकी कथा है कि भिन्न है ?

उत्तर-हे शिष्य ! भागवतमें श्रीमन्नारायण अवतारकी कथा है और वाल्मीकीय रामायणमें दूसरे कल्पकी कथा है ।

प्रश्न-हे स्वामी जी ! इसमें क्या प्रमाण है ?

उत्तर-हे शिष्य ! इसमें यह प्रमाण है कि वाल्मीकीय रामायणमें (दश वर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च) इस प्रमाणसे ग्यारह हजार वर्ष श्रीरामजीने राज किया है और भागवतके नौमें स्कंधमें लिखा है कि रामजीने १३ हजार वर्ष काल अग्निहोत्र किया है ॥ यथा-

तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्नजुहोत्प्रभुः ॥
 त्रयोदशाब्दसाहस्रमग्निहोत्रमखण्डितम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—जानकी जीके जाने बाद उपरान्त श्रीरामचन्द्रजी अखण्ड ब्रह्मचर्यको धारण करके तेरह हजार वर्ष तक अग्निहोत्र करते रहे पीछे अपने लोकको गये ॥ ऐसा लिखा है इससे दो कल्पकी कथा है यदि ऐसा न होता तो वचनमें भेद न होता और दोनों ग्रंथ प्रधान हैं ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी! वाल्मीकीय रामायणमें कौन कल्पकी कथा है सो कहिये ?

उत्तर—हे शिष्य ! इस भेदको आगे रामोपासनासिद्धान्तमें कहेंगे ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! भागवतमें गोलोकवासी श्रीकृष्ण चरित्र हैं कि नहीं सा कहिये ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! इसमें बहुत ही गुप्त भेद पराहै भागवतमें गोलोकवासी श्रीकृष्णचन्द्रजीके और वैकुण्ठवासी नारायणके दोनों चरित्र हैं तिसमें गोलोकवासीके चरित्र गुप्त हैं और नारायण चरित्र प्रगट हैं ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी ! दोनोंके चरित्र क्यों कहा सो कहिये ?

उत्तर—हे शिष्य ! इसका कारण यह है कि श्रीनारायण भगवान्के दो स्वरूप हैं एक विहारमूर्ति द्विभुज गोलोकवासी श्रीकृष्णजी हैं दूसरा चतुर्भुज वैकुण्ठवासी सृष्टिकर्ता श्रीमन्नारायण हैं ॥ ऐसा आदि पुराणके दशमाध्यायमें भृंगरूप भगवान्ने ब्रह्माजी से कहा है ॥ यथा—

शृणुताहं प्रवक्ष्यामि विष्णो रूपं द्विधा मतम् ॥

नित्यं विहार एकेन चान्येन सृष्टिरेव हि ॥ ५७ ॥

यद्रूपं जगतः स्रष्टुस्तस्य नाभिसमुद्भवम् ॥

पद्मं यतो जन्म तव जगत्स्रष्टुं तथा कुरु ॥ ५८ ॥

अर्थ—भृंग भगवान् ब्रह्माजीसे बोले, कि सुनो मैं कहता हूँ विष्णुके दो स्वरूप हैं एक याने कृष्णस्वरूपसे नित्य गोलोकमें विहार करते हैं और दूसरे स्वरूपसे याने नारायण रूपसे सृष्टि करते हैं ॥ जोन स्वरूपसे संसार रचते हैं उनके नाभि कमलसे तुम्हारा जन्म हुआ इससे जैसा पूर्वमें रहा तैसे ही सृष्टि करो ॥ हे शिष्य ! इसके आगे विस्तारसे गोलोकादिको वर्णन किया है ऐसे ही ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्णजन्म खंडके ४३ अध्यायमें विष्णु भगवान्के वचन शिवजीसे हैं ॥ यथा—

ममाप्येवं द्विधा रूपं द्विभुजं च चतुर्भुजम् ॥

चतुर्भुजोऽहं वैकुण्ठे पद्मया पार्षदैः सह ॥ ५९ ॥

गोलोके द्विभुजोऽहं च गोपीभिः सह राधया ॥

द्विविधं ये वदंत्येवं द्वौ प्रधानौ तु तन्मते ॥ ६० ॥

अर्थ—मेरे भी दो स्वरूप हैं द्विभुज और चतुर्भुज तिनमें चतुर्भुज मैं वैकुण्ठमें लक्ष्मी पार्षदाँके सहित और गोलोकमें द्विभुज मैं हूँ गोपियों राधिकाके सहित ऐसे जो दो प्रकाके स्वरूप कहते हैं तिनके मतसे दोनों प्रधान हैं । हे शिष्य ! ऐसे ही ६७ अध्यायमें श्रीकृष्णजीने राधिकाजीसे कहा है । यथा—

वैकुण्ठे त्वं महालक्ष्मीरहं तत्र चतुर्भुजः ॥

स च विश्वाद्बहिर्ध्वं यथा गोलोक एव च ॥ ६१ ॥

अर्थ—वैकुण्ठमें तुम महालक्ष्मी हो हम तहां चतुर्भुज हैं वह वैकुण्ठ संसारसे बाहर है जैसा गोलोक है ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी ! वैकुण्ठ कहां है ? और केतने हैं सो कृपा करके कहिये !

उत्तर—हे शिष्य ! सदाशिवसंहितामें पांच वैकुण्ठ कहे हैं । यथा—

वैकुण्ठपंचकं ख्यातं क्षीराऽब्धिचरमाव्ययम् ॥

कारणं महावैकुण्ठं पंचमं विरजापरम् ॥ ६२ ॥

नित्यं दिव्यमनेकभोगविभवं वैकुण्ठरूपोत्तरम् ॥

सत्यानन्दचिदात्मकं स्वयमभून्मूलं त्वयोध्यापुरी ॥ ६३ ॥

अर्थ—पांच वैकुण्ठ विख्यात हैं एक क्षीरसागर ? रमावैकुण्ठ २ कारण वैकुण्ठ महावैकुण्ठ ४ पांचवां विरजानदीके पार जहां आदिनारायण रहते हैं ऐसे ही वेद सारोपनिषद्में कहा है यथा—‘विरजायाः परे पारे लोको वैकुण्ठसंज्ञितः’ इससे स वैकुण्ठके भोग ऐश्वर्य दिव्य हैं नित्य हैं एकसे एक परे हैं इन सब वैकुण्ठोंके नित्य सच्चिदानन्दके स्वरूपा अयोध्याजी मूल हैं । भाव सब वैकुण्ठ श्रीअयोध्याजीमें उत्पन्न हुये हैं इससे गोलोकहीमें वैकुण्ठ है । हे शिष्य ! फिर ब्रह्मवैवर्तपुराणके जन्मखंडके १२७ अध्यायमें विष्णु वचन है कि “चतुर्भुजोऽहं वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः” अर्थात् चतुर्भुज मैं वैकुण्ठमें हूँ द्विभुज गोलोकमें हैं दोनों रूपसनातन हैं । ऐसा ही फिर १२९ अध्यायमें कहा है । यथा—

शुद्धसत्त्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूव ह ॥

दक्षिणांशश्च द्विभुजो गोपबालकरूपकः ॥ ६४ ॥

चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे महालक्ष्मीपतिः स्वयम् ॥

नारायणश्च भगवान् यन्नाम मुक्तिकारणम् ॥ ६५ ॥

अर्थ—शुद्धसत्त्वस्वरूपसे दो रूप हुये दक्षिण अंशसे द्विभुज गोपबालकरूप और बायें अंशसे चतुर्भुज स्वयं महालक्ष्मीके पात वैकुण्ठमें रहे कि नारायणभगवान्के नाम मुक्तिके कारण हैं ॥ ऐसा ही तहांपर और भी कहा है । यथा—

श्रीकृष्णश्च द्विधारूपो द्विभुजश्च चतुर्भुजः ॥

चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे गोलके द्विभुजः स्वयम् ॥ ६६ ॥

चतुर्भुजस्य पत्नी च महालक्ष्मी सरस्वती ॥

गंगा च तुलसी चैव देव्यो नारायणप्रियाः ॥ ६७ ॥

श्रीकृष्णपत्नी सा राधा तदार्धाङ्गसमुद्भवा ॥

तेजसा वयसा साध्वी रूपेण च गुणेन च ॥ ६८ ॥

अर्थ—श्रीकृष्णजीके दो प्रकारके स्वरूप हैं द्विभुज और चतुर्भुज तिनमें चतुर्भुज वैकुण्ठमें है द्विभुज स्वयं गोलोलमें है ॥ चतुर्भुज भगवान्की स्त्री महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये सब नारायणकी प्रिया हैं ॥ और श्रीकृष्णभगवान्की स्त्री राधिकाजी हैं जब कृष्णजी चतुर्भुज द्विभुज दो स्वरूप हुये तब श्रीकृष्णजीके वायें अंगसे राधिकाजी हुईं जो तेजसे वयससे रूपसे गुणसे कृष्ण तुल्य ही हुईं । हे शिष्य ! ऐसा ही नारदीयपुराणके उत्तर खंडमें ५९ अध्यायमें वसुने मोहनीसे कहा है । यथा—

कदाचित्क्रीडतो देवि राधामाधवयोर्वपुः ॥

द्विधाभूतमभूत्तत्र वामांगं वै चतुर्भुजम् ॥ ६९ ॥

समानरूपावयवं समानाम्बरभूषणम् ॥

तद्द्राधास्वरूपं च द्विधारूपमभूत्सतिः ॥ ७० ॥

ताभ्यां दृष्टं तत्स्वरूपं साक्षात्तावपि तत्समौ ॥

चतुर्भुजं तु यदृपं लक्ष्मीकांतं मनोहरम् ॥ ७१ ॥

अर्थ—वसु बोले मोहनीसे कि हे देवि ! कोई कालमें राधा कृष्ण दोनोंके क्रीडा करतेहुये शरीर दो भाग हो गया तहां वामांग चतुर्भुज होगया ॥ सब शरीर करके भूषण वस्त्र करके वरावर दोनों स्वरूप हुए तैसे ही राधिकाजी भी दो स्वरूप होगई उन दोनोंको कृष्णजीने देखा तो दोनों स्वरूप एकसा साक्षात् कोई भिन्नता नहीं तिनमेंसे चतुर्भुज जो रहे सो तो सुन्दर लक्ष्मीकांत हुए ॥ हे शिष्य ! ऐसे ही बहुत प्रमाण हैं । इससे भगवान्के दो स्वरूप हैं और श्रीभागवतमें गुप्त भेदसे दोनों स्वरूपके चरित्र वर्णन किये हैं सो केवल रसिकजन जानते हैं दूसरेको यह रहस्य जानना दुर्लभ है ।

प्रश्न—हेस्वामी जी ! दोनों स्वरूपोंका चरित्र एक भागवतमें कैसे वर्णन किया है सो कृपा करके कहिये मेरेको बहुत संदेह है

उत्तर—हे शिष्य ! संदेहकी बात ही है देखो पद्मपुराणोक्त वृन्दावनके माहात्म्यमें लिखा है कि गोलोकका विभव वृन्दावनमें है और वैकुण्ठका विभव द्वारका पुरीमें है द्विभुज स्वयं कृष्ण वृन्दावनमें विहारादिक लीला करते हैं और नारायण मधुरासे लेकर द्वारिका पुरीतक लीला करते हैं इसीसे कहा है कि “वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति” अर्थात् वृन्दावनको छोड़कर एक पाँव कहीं नहीं जाते हैं इससे गोलोकवासी सदैव वृन्दावनमें रहते हैं काहेसे कि वृन्दावनमें गोलोकके विभव हैं सो वृन्दावनके माहात्म्यमें प्रसिद्ध है । यथा—

गोलोकचर्यं यत्किंचिद्गोकुलं तत्प्रतिष्ठितम् ॥

वैकुण्ठादिविभवं यत्तद्वारकायां प्रतिष्ठितम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—गोलोकके जो कुछ विभव हैं सो गोकुलमें प्रतिष्ठित हैं और वैकुण्ठादिके जो कुछ विभव हैं वह सब द्वारकापुरीमें प्रतिष्ठित हैं, तहां फिर भी कहा है कि “रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधावृन्दावनेवने” अर्थात् रुक्मिणी द्वारकामें राधावृन्दावनमें। भाव रुक्मिणी नारायणकी प्रिया हैं, राधिकाजी कृष्णप्रिया हैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! श्रीभागवतमें राधिकाजीके नाम नहीं हैं सो क्यों कहिये ?

उत्तर—हे शिष्य ! भागवतमें भी राधिकाजीके नाम हैं सो आगे कृष्णोपासना सिद्धान्तमें कहेंगे ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! नारायणका परत्व और कहिये ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! नारायण जो हैं सोई परब्रह्म हैं नारायणही राम कृष्ण दोनों अवतार धारण करते हैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! एक नारायण चार स्वरूप कैसे होते हैं सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! अगस्त्यसंहिताके ३ अध्यायमें लिखा है कि—

बभूवुरेवं सर्वेऽपि देवर्षिभयशांतये ॥

तत्र नारायणो देवः श्रीराम इति विश्रुतः ॥ ७३ ॥

सर्वलोकोपकाराय भूमौ सोऽयमवातरत् ॥

क्षीराब्धेर्देवदेवोऽसौ लक्ष्मीनारायणो भुवि ॥ ७४ ॥

सशेषः शंखचक्राभ्यां देवैर्ब्रह्मादिभिस्सह ॥

त्रेतयां च दाशरथिर्भूत्वा नारायणो भुवि ॥ ७५ ॥

शेषोभूलक्ष्मणो लक्ष्मीर्जानकी शंखचक्रके ॥

जातौ भरतशत्रुघ्नौ देवास्सर्वेऽपि वानराः ॥ ७६ ॥

अर्थ—सब देवता ऋषियोंके भय शान्तिकरनेके लिये तहां नारायण अयोध्या-
जीमें श्रीराम ऐसे विख्यात हुये सब लोकोंके उपकारके लिये यह नारायण
पृथ्वीमें अवतार लेतेहैं ॥ यह क्षीरसागरके देव लक्ष्मीनारायण पृथ्वीमें शेष शंख
चक्रोंके सहित तथा ब्रह्मादि देवताओंके सहित त्रेतायुगमें दाशरथी राम नारायण भये,
तहां शेष लक्ष्मणजी हुए लक्ष्मीजी जानकीजी हुई और शंख भरतजी हुये चक्र
शत्रुघ्नजी हुये संपूर्ण देवतालोग वानर हुए इससे चारों भाई नित्य चतुर्व्यूह हैं ॥

प्रश्न—हे स्वामीजी ! चतुर्व्यूह किसको कहतेहैं सो कहिये ?।

उत्तर—हे शिष्य ! शास्त्रमें ऐसा कहा है । यथा प्रमाण—

संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः ॥

व्यूहश्चतुर्विधो ज्ञेयः सूक्ष्मं संपूर्णपद्गुणम् ॥ ७७ ॥

तदेव वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म निगद्यते ॥

अंतर्ध्यामी जीवसंस्थो जीवप्रेरक ईरितः ॥ ७८ ॥

अर्थ—संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध यह चार प्रकारके व्यूह जानना
सब सूक्ष्म हैं, पद्गुणकरके युक्त हैं, तिनमें वासुदेवसंज्ञा जिनकी है उनको पर-
ब्रह्म कहाहै जो अंतर्ध्यामी हैं और सब जीवोंको प्रेरणा करनेवाले कहातेहैं । :

प्रश्न—हे स्वामी जी ! गोलोकवासी कृष्ण चार स्वरूप होकर चतुर्व्यूह कहातेहैं
कि नारायण चतुर्व्यूह हैं ? सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! गोलोकवासी तो केवल विहार लीला करतेहैं इससे दोई
स्वरूप याने राधाकृष्ण युगलकिशोर नित्य हैं इहांपर चतुर्व्यूहका क्या प्रयोजन है
चतुर्व्यूह तो केवल सृष्टिके निमित्त हैं सो विष्णुपुराणमें विस्तारसे कहाहै और
गोपालतापनी उपनिषद्में भी कहाहै । यथा—

सहोवाचाब्जयोनिश्चतुर्भिर्देवैः कथमेको देवः स्यादेकमक्षरं
यद्विश्रुतमनेकाक्षरं कथं भूतं सहोवाच । तं हि वै पूर्वं हि एक
मेवाद्वितीयं ब्रह्मासीत्तस्मादव्यक्तमव्यक्तमेवाक्षरं तस्मादक्षरात्
महत्तत्त्वं महतो वै अहंकारस्तस्मादेवाहंकारात् पंचतन्मात्राणि
तेभ्यो भूतानि तैरावृतमक्षरं भवति अक्षरोऽहमोकारोऽहमजरोऽ-
मरोऽभयोऽमृतब्रह्ममयं हि वै स युक्ताऽहमस्म्यक्षरोऽहमस्मि
सत्तामात्रं विश्वरूपं प्रकाशं व्यापकमेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म मायया
तु चतुष्टयम् ॥ ७९ ॥

अर्थ—ब्रह्मा बोले वासुदेवादि चारदेव एक किस प्रकार हैं और ॐकारनामक एक अक्षरसे किस प्रकार अनेक अक्षर उत्पन्न हुये भगवान् बोले, सृष्टिके पूर्वमें एक अद्वितीय ब्रह्म रहा तिनसे अव्यक्त उत्पन्न हुआ उस अव्यक्त ब्रह्मसेही महत् उत्पन्न हुआ महत्से अहंकार हुआ अहंकारसे पंचतन्मात्रा-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हुआ पंचतन्मात्रासे पंचभूत-क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर उत्पन्न हुए, प्रणव (ॐकार) इसके द्वारा वेष्टित हुआ मैं वही अक्षररूप अहंकार अजर अमर अभय और अमृत मय मुक्त मय अविनाशी सत्तामात्र विश्वरूप प्रकाशक और एकमे-
वाद्वितीय ब्रह्म मायासे चार हुये हैं ॥

रोहिणी तनयो रामो ह्यकाराक्षरसंभवः ॥

तैजसात्मकप्रद्युम्न उकाराक्षरसंभवः ॥ ८० ॥

प्रज्ञात्मकोऽनिरुद्धो वै मकाराक्षरसंभवः ॥

अर्द्धमात्रात्मकः कृष्णो यस्मिन्विश्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ८१ ॥

कृष्णात्मका जगत्कर्त्री मूलप्रकृतिरुक्मिणी ॥

व्रजस्त्रीजनसंभूतः श्रुतिभ्यो ब्रह्मसंगतः ॥ ८२ ॥

अर्थ—अकार अक्षरसे रोहिणी नन्दन राम उत्पन्न हुए हैं वह विश्वात्मक अर्थात् जाग्रदवस्थाके अधिष्ठातृ समाधि स्वरूप हैं । उकार अक्षरसे प्रद्युम्न उत्पन्न हुए हैं वह तैजसात्मक अर्थात् स्वप्नावस्थाके अधिष्ठातृ समाधि स्वरूप हैं ॥ मकार अक्षरसे अनिरुद्ध हुए हैं वह प्राज्ञ अर्थात् सुषुप्ति अवस्थाके अधिष्ठातृ समाधि स्वरूप हैं । श्रीकृष्णजी अर्द्धमात्रात्मक तुरीयावस्थाके अधिष्ठातृ हैं तिनमें विश्व प्रतिष्ठित है जगत्की करनेवाली कृष्णात्मिका विदुप्रतिपादिका रुक्मिणी मूल प्रकृति हैं । व्रजस्त्रीजन प्रश्न पृच्छनेमें जो सम्पूर्ण श्रुतियोंकी प्रकाश हो तिससे प्रासिद्ध जो ब्रह्म तिसके प्रकाश वशसे शक्तिरूपा माया और शक्तिमानके अभेदके कारण रुक्मिणी मूल प्रकृति हैं इति ॥ हे शिष्य ! ऐसा ही रामतापनी उपनिषदमें कहै यथा—

अकाराक्षरसंभूतः सौमित्रिर्विश्वभावनः ॥

उकाराक्षरसंभूतः शत्रुघ्नस्तैजसात्मकः ॥ ८३ ॥

प्रज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसंभवः ॥

अर्द्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥ ८४ ॥

अर्थ—अकार अक्षरसे लक्ष्मणजी हुएहैं वह विश्वात्मक हैं । उकार अक्षरसे शत्रुघ्नजी हुएहैं वह स्वप्नावस्थाके साक्षी हैं । मकार अक्षरसे भरतजी हुएहैं जो सुषुप्ति अवस्थाके साक्षीभूत हैं । अर्द्धमात्रात्मक तुरीयावस्थाके साक्षी श्रीरामजी हैं जो ब्रह्मानन्दके स्वरूप हैं । हे शिष्य ! जो अर्थ पूर्वोक्त गोपालतापनीके श्रुतिका है वही अर्थ इस श्रुतिका है इससे एक ही सिद्धान्त है फिर भी कहा है । यथा राम तापनी उपनिषदि—

श्रीरामसान्निध्यवशाज्जगदानन्ददायिनी ॥

उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥ ८५ ॥

सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता ॥

प्रणवत्वात्प्रकृतिरितिवदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ८६ ॥

अर्थ—श्रीरामजीके संनिधिके वशसे विन्दुवाच्य श्री जानकीजी हैं जो संसारको आनन्द देनेवाली हैं और सर्वजीवोंको कर्मानुसार उत्पत्ति स्थिति संहार करनेवाली हैं उन सीता भगवतीको मूलप्रकृति जानो और प्रकर्ष करके सृष्टि करनेसे प्रकृति नाम करके वेदवादिऋषि सब कहतेहैं । इससे सृष्टिकेही लिए प्रभुने चतुर्व्यूह रूप धारण कियाहै ताते रामकृष्ण एक हैं लक्ष्मण वलदेव एक हैं भरत प्रद्युम्न एक हैं शत्रुघ्न अनिरुद्ध एक हैं सीता रुक्मिणी एक हैं और नारायण राम हैं शेष लक्ष्मण हैं भरत शंख हैं शत्रुघ्न चक्र हैं लक्ष्मी सीताजी हैं इसी प्रकारसे चतुर्व्यूहके स्वरूप कहेहैं । एही चतुर्व्यूह रामावतार धारण करतेहैं सो नारदीय-पुराणके उत्तरखंडके ७५ अध्यायमें कहा है । यथा—

देवो नारायणः साक्षाद्रामो ब्रह्मादिवंदितः ॥

प्रद्युम्नो भरतो भद्रे शत्रुघ्नो ह्यनिरुद्धकः ॥ ८७ ॥

लक्ष्मणस्तु महाभागे स्वयं संकर्षणः शिवः ॥

ततः परं ब्रह्मचर्यं यज्ञमेव त्रयोदश ॥ ८८ ॥

सहस्राब्दान्प्रकुर्वाणस्तस्थौ भुवि रघूत्तमः ॥

अर्थ—वसु बोले, मोहनीसे हे भद्रे ! साक्षात् नारायण देव ब्रह्मादि करके वंदित श्रीरामजी हैं प्रद्युम्नजी भरतजी हैं शत्रुघ्नजी अनिरुद्धजी हैं और हे महाभागे ! लक्ष्मणजी तो स्वयं संकर्षण शिव हैं ॥ तिसके उपरांत ब्रह्मचर्यको धारण करके श्रीरामजीने तेरह हजार वर्ष पृथ्वीपर यज्ञ किया ॥ हे शिष्य ! एही तेरह सहस्र वर्ष यज्ञ करना भागवतका सिद्धान्त है इसी प्रकारसे नारायण परब्रह्म चतुर्व्यूहोंके

सहित कल्प २ में राम कृष्णादि अवतार धारण कियाकरतेहैं तैसे ही लक्ष्मीजी भी सीता रुक्मिणी आदि स्वरूपोंको धारण कियाकरतीहैं सो विष्णुपुराणके प्रथम अंशमें ९ अध्यायमें कहाहै । यथा—

राघवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि ॥

अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषा सहायिनी ॥ ८९ ॥

अर्थ—जब विष्णु भगवान् राघवत्वको प्राप्त होतेहैं तब लक्ष्मीजी सीताजी होगई फिर सोई कृष्णजन्ममें रुक्मिणी होतीहैं । जैसे २ भगवान् अवतार धारण करतेहैं तैसे २ ही लक्ष्मी महाराजकी सहायता करती हैं । हे शिष्य ! इसीने भागवतमें प्रधान रुक्मिणी ही को कहाहै ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! नारायण जब अवतार धारण करतेहैं तब कौन माता पिता होतेहैं ? सो कृपाकरके कहिये ।

(उत्तर) हे शिष्य ! नारायण जब श्रीरामावतार धारण करतेहैं तब कश्यप अदिति दशरथ कौशल्या होतेहैं और जय विजय रावण कुंभकर्ण होतेहैं फिर द्वापरमें जब कृष्णावतार धारण करतेहैं तो कश्यप अदिति वसुदेव देवकी होतेहैं और जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र होतेहैं यह सिद्धांत सब शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है और विष्णुअवतारका मुख्य एही सिद्धांत है सो आगे रामोपासना सिद्धांतमें कहेंगे ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी ! गोलोकवासी जब अवतार धारण करतेहैं तब माता पिता कौन होतेहैं और शिशुपाल दंतवक्र कौन होतेहैं सो कहिये ?

उत्तर—हे शिष्य ! गोलोकवासी कृष्णके भी माता पिता कश्यप ही अदिति होतेहैं और जय विजय एही शिशुपाल दंतवक्र होतेहैं ॥ यथा—भागवते ७ स्कंधे १ अध्याये

जज्ञाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ ॥

हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः ॥ ९० ॥

हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा ॥

हिरण्याक्षो धरोद्धारे विभ्रता सौकरं वपुः ॥ ९१ ॥

अर्थ—यह दोनों द्वारपाल जय और विजय मृत्युलोकमें आनकर दैत्यदानवकी परम पूज्य कश्यप मुनिकी स्त्री दितिके पुत्र हुये जिनमें ज्येष्ठपुत्र हिरण्यकशिपु और छोटा हिरण्याक्ष हुआ ॥ इनकी अनीति देख हरिने नृसिंह अवतार धारणकर हिरण्यकशिपुको मारा और पृथिवीके उद्धार करनेके समयमें वाराह अवतार धारणकर हिरण्याक्षका वध किया ॥

ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवस्सुतौ ॥
 रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ ॥ ९२ ॥
 तत्रापि राघवो भूत्वान्यहनच्छापमुक्तये ॥
 रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात्प्रभो ॥ ९३ ॥
 तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृष्वसात्मजौ तव ॥
 अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतांसौ ॥ ९४ ॥

अर्थ—फिर उन दोनों पार्षदोंने विश्रवाऋषिकी भार्या केशिनीमें जन्मलिया और रावण कुम्भकर्ण नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुये और अपने बाहुबलसे तीनोंलोकोंको जीत देवताओंको भयभीत करदिया । उस समय भी श्रीनारायणने राजादशरथकी पत्नी कौसल्यामें रामचन्द्र अवतार लेकर शाप मोचन करनेके लिये लंकामें जाकर दोनोंका वध किया । हे प्रभो ! मार्कण्डेयके मुखसे आप राम चरित्र सुनोगे । उनदोनों अब तीसरी बार क्षत्रिय वंशमें जन्मले तुम्हारी माताकी भगिनीके पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र नामसे विख्यात हुये उनको श्रीद्वारकानाथने चक्र सुदर्शनसे मार निष्पापकर सनकादिकके शापसे मुक्त करदिया । हे शिष्य ! ऐसे ही कृष्णोपासकोंके परमश्रेष्ठ ग्रंथ ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णजन्म खण्डके ५६ अध्यायमें कहै । यथा—

जयस्य विजयस्यापि दर्पभंगं चकार सः ॥
 वैकुण्ठात्पतितस्यापि ब्रह्मशापाच्छलेन च ॥ ९५ ॥
 नृसिंहेन हतः सोऽपि हिरण्यकश्यपुर्यथा ॥
 सूकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रसातले ॥ ९६ ॥
 रावणः कुम्भकर्णश्च निहतौ रामबाणतः ॥
 जन्मांतरे च लंकायां ब्रह्मणा प्रार्थितस्य च ॥ ९७ ॥
 शिशुपालो हि निहतः कृष्णबाणेन लीलया ॥
 दंतवक्रश्च सहसा परिपूर्णोऽत्र जन्मनि ॥ ९८ ॥

अर्थ—जय विजयका भी प्रभुने मानभंग किया सनकादिकके शाप छलकरके वैकुण्ठसे गिरादिया और हिरण्यकशिपु भया सो भी नृसिंहजी करके मारागया जैसेही वाराह अवतार होकरके हिरण्यक्षको पातालमें लीलासे मारें । फिर जन्मांतरमें लंकापु-

रीमें ब्रह्मार्जिके प्रार्थनासे रावण और कुंभकर्ण दोनों मारे गये सोई फिर शिशुपाल और दंतवक्र श्रीकृष्णजीके वाणसे शीघ्र लीलापूर्वक दोनों मारे गये । इस जन्ममें सनकादिकजीके शापपूर्णहोगये फिर वैकुण्ठमें जाकर पूर्ववत् जय विजय होगये ॥ भागवते १० स्कंधे ३ अध्याये—

तयोर्वा पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात् ॥

उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥ ९९ ॥

तृतीयेऽस्मिन्भवेहं वै तेनैव वपुषा युवाम् ॥

जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥ १०० ॥

अर्थ—भगवान् बोले कि प्रथम हम आप दोनोंमें पृश्निगर्भ नामसे विख्यात हुए फिर आप दोनों कश्यप अदिति हुए तिनसे हम उपेन्द्रनाम करके विख्यात हुए और वामन होनेसे वामननाम भया अब तृतीयजन्ममें तुम दोनों वसुदेव देवकी हुए हो हम उसी शरीरसे तुम दोनोंसे हुए हैं । हे सति ! मेरा प्रमाण सत्य है जो कहा रहा सो पूरा हुआ इससे हम जन्म धारण किया है हे शिष्य ! ऐसा ही ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णजन्मखंडके ७ अध्यायमें कहा है । यथा—

पुरा तपस्विनां श्रेष्ठः सुतपास्त्वं प्रजापतिः ॥

पत्नी ते पृश्निनाम्नी च तपसाराधितस्त्वया ॥ १०१ ॥

पुत्रो मत्सदृशस्तत्र दृष्ट्वा मां च वृत्तो बुधः ॥

मया दत्तो वरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः ॥ १०२ ॥

तपसां च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम् ॥

सुतपा देवमातेयमदितिश्च पतिव्रता ॥ १०३ ॥

अधुना कश्यपांशस्त्वं वसुदेवपिता मम ॥

देवकी देवमातेयमदितेरंशसंभवा ॥ १०४ ॥

त्वत्तोऽदित्यां वामनोऽहं पुत्रस्तेन संभवः ॥

अधुना परिपूर्णोऽहं पुत्रस्ते तपसां फलात् ॥ १०५ ॥

अर्थ—वसुदेवजीसे भगवान् बोले, कि पूर्वकालमें तपस्वियोंमें श्रेष्ठ तुम सुतपा नाम प्रजापति रहे तुम्हारी स्त्री पृश्निगर्भा रही सो तप करके मेरा आराधन किया तुमने तब मेरेको देखकर तहां मेरे समान पुत्र मांगा मैंने वर दिया तुमको कि मेरे समान सुत होगा ॥ तपके प्रभाव करके तुम स्वयं कश्यप हो और यह देवमाता अदिति पतिव्रता है इस कालमें कश्यपके अंशसे आप वसुदेव नाम हमारे पिता

आर यह देवकी माता देवमाता अदितिके अंशसे उत्पन्न हुई हैं । आपसे अदितिके गर्भमें अंश करके वामन नाम वाला मैं पुत्र उत्पन्न हुआ हूँ इस काल परिपूर्ण होकर मैं पुत्र हुआ हूँ तपके फलसे । हे शिष्य ! परम उपासक गर्गाचार्यका भी यही सिद्धांत है कि “कश्यपो वसुदेवश्च देवकी चादितिः परा” अर्थात् कश्यपजी वसुदेव हैं और अदितिजी देवकी हैं । हे शिष्य ! पद्मपुराण सृष्टिखण्डके १३ अध्यायमें भीष्मजीने पुलस्त्यजी से वृक्षा है । यथा—

क एष वसुदेवस्तु देवकी का यशस्विनी ॥

नन्दगोपश्च कश्चैव यशोदा का महाव्रता ॥ १०६ ॥

या विष्णुं पोषयामास यां स मातेत्यभाषत ॥

या गर्भं जनयामास या चैनं समवर्द्धयत् ॥ १०७ ॥

अर्थ—भीष्मजी बोले कि यह वसुदेव को हैं और यशस्विनी देवकी को हैं नन्दगोप को हैं और यशोदा महाव्रता को हैं । जिन्होंने विष्णु भगवान् को पुत्रभावसे पालन किया और जिनको वह परमात्मा माता ऐसा कहकर बोले, जिन्होंने गर्भमें धारण किया और जिन्होंने सब प्रकारसे पोषण पालन किया ॥ पुलस्त्यजी बोले ॥

पुरुषः कश्यपश्चासावदितिस्तत्प्रिया स्मृता ॥

कश्यपो ब्रह्मणोऽंशस्तु पृथिव्या अदितिस्तथा ॥

नन्दो द्रोणस्समाख्यातो यशोदाथ धराभवत् ॥ १०८ ॥

अर्थ—कश्यपजी तिनकी प्रिया अदिति सोई वसुदेव और देवकी हैं और कश्यपजी ब्रह्माजीके अंश हैं और पृथ्वी अदिति हैं नन्दजी द्रोण हैं धरा यशोदाजी हैं ॥ हे शिष्य ! कहाँतक कहें थोरहीमें जानलो; कश्यप अदितिको छोड़कर दुसरा कोई नहीं वसुदेव देवकी होते हैं, नारायण अवतारका मुख्य यही सिद्धांत है इससे नारायण सर्वोपरि हैं सब छोड़कर श्रीमन्नारायणकी उपासना करनी चाहिये । यथा—नारद-पंच रात्रे ३ रात्रे ५ अध्याये—

सूर्यकोटिप्रतीकाशो यमकोटिविनाशनः ॥

ब्रह्मकोटिजगत्सृष्टा वायुकोटिमहाबलः ॥ १०९ ॥

कोटीन्दुजगदानन्दी शंभुकोटिमहेश्वरः ॥

कुबेरकोटिलक्ष्मीवाञ्छुकोटिविनाशनः ॥ ११० ॥

कंदर्पकोटिलावण्यो दुर्गकोटिविमर्दनः ॥

समुद्रकोटिगम्भीरस्तीर्थकोटिसमाह्वयः ॥ १११ ॥

हिमवत्कोटिनिष्कंपः कोटिब्रह्माण्डविग्रहः ॥

कोट्यश्वमेधपापघ्नो यज्ञकोटिसमार्चनः ॥ ११२ ॥

सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुः कामधुक्कोटिकामदः ॥

ब्रह्मविद्याकोटिरूपः शिपिविष्टः शुचिश्रवाः ॥ ११३ ॥

अर्थ—कोटि सूर्यके समान प्रकाशमान हैं, कोटि यमराजके समान विनाश करनेवाले हैं, कोटि ब्रह्माके समान सृष्टिकरनेवाले हैं, कोटि वायुके समान महा-वली हैं, कोटि चंद्रमाके समान संसारको आनंद देनेवाले हैं, कोटि महादेवके समान संहारकरनेमें समर्थ हैं, कोटि कुबेरके समान धनवान् हैं, कोटि शत्रुके समान नाश करनेवाले हैं, कोटि कामके समान सुंदर हैं, कोटि दुर्गाके समान दुष्टोंको विमर्दन करनेवाले हैं, कोटि समुद्रके समान प्रभु गंभीर हैं, कोटि तीर्थके समान पवित्र हैं, कोटि हिमाचलके समान अचल हैं, कोटि ब्रह्माण्डके स्वरूप हैं, कोटि अश्वमेधयज्ञके समान ब्रह्महत्याको नाशकरनेवाले हैं, कोटि यज्ञके समान पूजने योग्य हैं, कोटि सुधा (अमृत) के समान स्थिरकरने वाले हैं, कोटि कामधेनुके समान कामनाओंके देनेवाले हैं, कोटि ब्रह्मविद्या (ज्ञान) के समान हैं, ऐसे सर्वव्यापी श्रीनारायण हैं नारायणसे परे कुछ नहीं है ॥

इति श्रीमदयोध्यावासिना वैष्णवश्रीसरयूदासेन विरचिते उपासनात्रयसिद्धान्ते गुरु-
शिष्यसंवादे श्रीमन्नारायणोपासनासिद्धान्तसारसंग्रहः समाप्तः ॥

श्रीराधावल्लभो विजयते सदा ॥

॥ अथ श्रीकृष्णोपासनासिद्धांतप्रारंभः ॥

(श्लोकाः)

कोटिकंदर्पलावण्यं लीलाधाम मनोहरम् ॥

चन्द्रलक्षप्रभाजुष्टं पुष्टश्रीयुक्तविग्रहम् ॥ १ ॥

ब्रह्मविष्णुशिवाद्यैश्च पूजितं वंदितं स्तुतम् ॥

किशोरं राधिकाकांतं गोलोकेशं नमाम्यहम् ॥ २ ॥

अर्थ—कोटि कामके समान सुंदर हैं और मनोहरलीलाके स्थान हैं, असंख्य चंद्रमाके से प्रभा करके युक्त हैं, बड़े पुष्ट श्री (कांति) युक्त जिनके स्वरूप हैं ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि ३३ कोटि देवता करके पूजन, वंदन, स्तुति कियेजाते हैं और किशोर नाम पौडश वर्षकी नित्य जिनकी अवस्था है और श्रीराधिकाजीके स्वामी हैं ऐसे गोलोकधामके पति श्रीकृष्णाचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! श्रीमन्नारायणउपासनासिद्धांत तो आपकी कृपासे सुना अब आप कृपाकरके श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद विहारीजीका उपासनासिद्धांत कहिये मेरेको सुनवेकी बहुत ही इच्छा है ।

उत्तर—हे शिष्य ! श्रीकृष्णचन्द्रजीका उपासना सिद्धांत सर्वोपरि है और जैसा शास्त्रके व श्रीकृष्णोपासकोंका परम सिद्धांत है सो कहते हैं तुम सावधान होकर सुनो । हे शिष्य ! कृष्णउपासकोंमें परम श्रेष्ठ प्रथम श्रीगर्गाचार्यजी हैं इनसे विशेष कोई दूसरा होना दुर्लभ है सो श्रीगर्गाचार्यजी (गर्गसंहिता) के प्रथम गोलोकखण्डमें राजा बहुलाश्वने श्रीनारदजीसे बुझा है । कि—

कतिधा श्रीहरेर्विष्णोरवतारो भवत्ययम् ॥

साधूनां रक्षणार्थं हि कृपया वद मां प्रभो ॥ १ ॥

अर्थ—राजा बोले कि हे प्रभो ! श्रीहरि विष्णुभगवान्के यह अवतार साधु-आंके रक्षणार्थ कितने होते हैं सो कृपाकरके मेरेको कहिये । यह वचन राजाके सुनकर श्रीनारदजी बोले ॥

अंशांशांशस्तथावेशः कलापूर्णः प्रकथ्यते ॥

व्यासाद्यैश्च स्मृतः कृष्णः परिपूर्णतमः स्वयम् ॥ २ ॥

अंशांशस्तु मरीच्यादिरंशा ब्रह्मादयस्तथा ॥

कलाः कपिलकूर्माद्या आवेशा भार्गवादयः ॥ ३ ॥

पूर्णो नृसिंहो रामश्च श्वेतद्वीपाधिपो हरिः ॥

वैकुण्ठोऽपि तथा यज्ञो नरनारायणः स्मृतः ॥ ४ ॥

परिपूर्णतमः साक्षाच्छ्रीकृष्णो भगवान्स्वयम् ॥

असंख्यब्रह्माण्डपतिर्गोलोके धाम्नि राजते ॥ ५ ॥

अर्थ—अंशांश तथा आवेश कलापूर्ण कहा है और कृष्णजी परिपूर्णतम स्वयं ब्रह्म हैं ऐसा व्यासादिकमुनियोंने कहा है। तिनमें मरीचिआदि अंशांश हैं, ब्रह्मादिक अंश हैं और कपिलकूर्मादिक भगवतके कला अवतार हैं, परशुरामादिक आवेशावतार हैं ॥ नृसिंह राम और श्वेतद्वीपके वासी भगवान् तथा वैकुण्ठवासी भी और यज्ञावतार नर नारायण यह सब पूर्णावतार हैं और परिपूर्णतम साक्षात् कृष्णभगवान् स्वयं हैं जो कि कोटि ब्रह्माण्डके पति हैं और सर्वोपरि गोलोक धाममें विराजते हैं ॥

कार्याधिकारं कुर्वन्तः सदंशास्ते प्रकीर्तिताः ॥

तत्कार्यभारं कुर्वन्तस्तेऽंशांशा विदिताः प्रभो ॥ ६ ॥

येषामन्तर्गतो विष्णुः कार्यं कृत्वा विनिर्गतः ॥

नानाऽवेशावतारांश्च विद्धि राजन्महामते ॥ ७ ॥

धर्मं विज्ञाय कृत्वा यः पुनरन्तरधीयत ॥

यगेयुगे वर्तमानः सोऽवतारः कला हरेः ॥ ८ ॥

चतुर्व्यूहो भवेद्यत्र दृश्यन्ते च रसा नव ॥

अतः परं च वीर्य्यणि स तु पूर्णः प्रकथ्यते ॥ ९ ॥

अर्थ—योग्यकार्यको करते हैं वह सब सदंश कहे हैं और उत्पत्ति पालन संहारादि कार्यको जो करते हैं वह सब अंशांश करके प्रसिद्ध हैं। जिनके भीतरमें विष्णुभगवान् प्रवेश होकर कार्य करके पुनः निकल जाते हैं वह नाना प्रकारके आवेशावतार हैं तिनको हे राजन् महामते !! जानों। धर्मको विदित करनेके लिये जो अवतार लेते हैं और धर्म विदित करके जो अंतर्ध्यान होजाते हैं और युग युगम जावर्तमान हैं सो भगवान् के कलावतार हैं ॥ और जहां चतुर्व्यूह हो याने चार स्वरूप हो जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इति और शृंगार १ हास्य २ करुणा ३ रौद्र ४ अद्भुत ५

वीभत्स ६ अध्यायक ७ वीर ८ शांत ९ यह नव रस जहांपर देखपरें और भी इससे पराक्रम सब देखपरें उसे पूर्ण अवतार कहतेहैं ।

यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि ॥

तं वदन्ति परेः साक्षात् परिपूर्णतमं स्वयम् ॥ १० ॥

पूर्णस्य लक्षणं यत्र यं पश्यन्ति पृथक् पृथक् ॥

भावेनापि जनाः सोऽयं परिपूर्णतमः स्वयम् ॥ ११ ॥

परिपूर्णतमः साक्षाच्छ्रीकृष्णो नान्य एव हि ॥

एककार्यार्थमागत्य कोटिकार्यं चकार ह ॥ १२ ॥

धर्य-जिसमें संपूर्ण तेज अपने तेजमें लीन होजातेहैं उनको साक्षात्परब्रह्म ^{परब्रह्म}
 परिपूर्णतम स्वयं कहतेहैं ॥ पूर्णका लक्षण जहां जिनको भिन्न २ देखतेहैं ^{का २}
 भावकरके सो यह परिपूर्णतम साक्षात्स्वयं ब्रह्म हैं ॥ परिपूर्णतम साक्षात् श्रीकृष्ण ^{परिपूर्ण}
 ही हैं दूसरा नहीं, काहेसे कि एक कार्यके लिये आतेहैं कोटि कार्यको करतेहैं यही ^{का ३}
 परिपूर्णतमके लक्षण हैं ।

प्रश्न— हे स्वामी जी ! जहां चतुर्व्यूह देखनेमें आतेहैं सो पूर्णावतार है ऐसा कहा है प्रथम तो इसमें यह संदेह है कि चतुर्व्यूह तो कृष्णावतारमें भी देखतेहैं फिर परिपूर्णतम कैसे भया पूर्ण ही सिद्ध होताहै ॥

उत्तर—हे शिष्य ! इस भेदको पूर्वही नारायण उपासनासिद्धांतमें कहा, कि नारायण अवतार जो कृष्ण होतेहैं उनमें चतुर्व्यूह होतेहैं कुछ गोलोकवासी नहीं हैं, गोलोकवासी तो नित्य युगलकिशोर ही प्रमाण हैं इससे संदेह करना ब्रूया है । हे शिष्य ! ऐसा ही ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णजन्मखण्डके ९ अध्यायमें नारायणके वचन नारदजीसे हैं । यथा—

सूकरो वामनः कल्की बौद्धः कपिलमीनकौ ॥

एते चांशाः कलाश्चान्ये संत्येव कतिधा मुने ॥ १३ ॥

कूर्मो नृसिंहो रामश्च श्वेतद्वीपविराड् विभ्रः ॥

परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुण्ठे गोकुले स्वयम् ॥ १४ ॥

वैकुण्ठे कमलाकान्तो रूपभेदाच्चतुर्भुजः ॥

गोलोके गोकुले राधाकांतोऽयं द्विभुजः स्वयम् ॥ १५ ॥

अर्थ—बाराह, वामन, कल्की, बौद्ध, कपिल, मत्स्य, कच्छप ये सब अंश और कलावतार हैं और भी केतने ही अंश कला हैं। और कूर्म, नरसिंह, राम, श्वेत द्वीपवासी, विराट् प्रभु ये सब पूर्ण हैं और वैकुण्ठ में गोकुल (गोलोक) में परिपूर्णतम स्वयं कृष्ण हैं। वैकुण्ठ में श्रीकृष्ण जी रूपभेदसे लक्ष्मीकांत श्रीमन्नारायण चतुर्भुज हैं और गोकुल में तथा गोलोक में राधाकान्त यह स्वयं द्विभुज कृष्ण हैं। भाव नारायण और कृष्ण दोनों एक ही हैं केवल रूप करके भिन्न २ हैं सो पूर्व ही नारायण उपासनासिद्धान्त में विस्तारसे कहि आये हैं। हे शिष्य ! नारदीय पुराण उत्तरखंडके ५८ अध्याय में भी ऐसे ही कहा है। यथा—

देवि सर्वेऽवतारास्तु ब्रह्मणः कृष्णरूपिणः ॥

अवतारी स्वयं कृष्णः सगुणो निर्गुणः स्वयम् ॥ १६ ॥

स एव रामः कृष्णश्च वस्तुतो गुणतः पृथक् ॥

सर्वे प्राकृतिका लोका गोलोको निर्गुणः स्वयम् ॥ १७ ॥

अर्थ—वसु बोले मोहनीसे कि हे देवि ! भगवतके सब अवतार कृष्णस्वरूप ही हैं और श्रीकृष्णजी स्वयं अवतारी हैं तथा सगुण और निर्गुण स्वयं कृष्ण ही हैं। वही बलराम और कृष्ण दोऊ हैं गुण करके भिन्न हैं और सब लोक प्राकृत हैं याने मायाकृत नाशमान हैं और गोलोक निर्गुण है अर्थात् मायासे रहित है ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी ! गोलोक कहाँ है सो कहिये ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! गोलोक ब्रह्माण्डके ऊपर है ऐसा गर्गाचार्यका सिद्धान्त है। और ब्रह्मवैवर्तपुराण ब्रह्मखण्डके द्वितीयाध्याय में ऐसा कहा है। यथा—

तेषामुपरि गोलोकं नित्यमीश्वरवद्विज ॥

त्रिकोटियोजनायामविस्तीर्णं मण्डलाकृतिम् ॥ १८ ॥

तदधो दक्षिणे सव्ये पंचाशत्कोटियोजनात् ॥

वैकुण्ठं शिवलोकं तु तत्समं सुमनोहरम् ॥ १९ ॥

कोटियोजनविस्तारं वैकुण्ठं मण्डलाकृति ॥

लये शून्यं च सृष्टौ च लक्ष्मीनारायणान्वितम् ॥ २० ॥

चतुर्भुजैः पार्षदैश्च जरामृत्युवादिर्वर्जितम् ॥

सव्ये च शिवलोकं च कोटियोजनविस्तृतम् ॥ २१ ॥

लये शून्यं च सृष्टौ च सपार्षदशिवान्वितम् ॥

गोलोकाभ्यंतरे ज्योतिरतीव सुमनोहरम् ॥ २२ ॥

अर्थ-सौतिजीके वचन शौनकजीसे हैं कि पूर्वकाल प्रलयमें कोटि सूर्यके समान ज्योतिसमूह रहा जिससे कि कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न होतेहैं उसी ज्योतिके भीतर तीन लोक अति सुंदर हैं तिन सबके ऊपर है द्विजवर ! नित्य गोलोक धाम ईश्वरके तुल्य याने सच्चिदानंद स्वरूप विराजतेहैं जो तीन कोटि योजन विस्तारहैं और मण्डलाकार (गोलाकार) है जहां रत्नमय भूमिहै बड़े बड़े योगियोंको देख नहीं परतीहै। केवल वैष्णवोंको देख परतीहै। जहां आधि, व्याधि, जरा, मृत्यु, शोक, भय कुछ नहीं है जहां दिव्य रतनों करके रचित कोटिन दिव्य मंदिर शोभित हैं जहां कोटिन गोप गोपिनके सहित श्रीराधाकृष्ण विराजतेहैं उसी गोलोकके नीचे ५० कोटि योजनपर दक्षिण और बायें ओर वैकुण्ठ और शिवलोक दोनों एकते सुन्दर विराजतेहैं तिनमें वैकुण्ठ एक कोटि योजनका गोलाकार विस्तार है जहां लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज पार्षदोंके सहित विराजतेहैं जहां जरा मरण नहीं है वहींसे संसारका उत्पत्ति, पालन, संहार होता है। सो वैकुण्ठ गोलोकसे दक्षिण है और बायें ओर याने गोलोकके उत्तर ओर शिवलोक है, सो भी एक कोटि योजनका विस्तार है जहां पर पार्वती पार्षदोंके सहित संसारके कर्ता स्वयं योगिराज शिवजी विराजतेहैं उसी गोलोकके भीतर परमानन्दके देने वाली परम सुन्दर ज्योति है उसी ज्योतिको सदा योगीलोग ध्यान करतेहैं उसीको निराकार कहतेहैं वही ज्योतिके भीतर बड़े विलक्षण श्यामसुन्दर कोटि कंदर्पसे लावण्य द्विभुज, मुरलीहस्त, श्रीकृष्णचन्द्रजी आनंद-कन्द भक्तहितकारी विराजतेहैं ऐसा गोलोक है ॥

प्रश्न-हे स्वामी जी ! श्रीभागवतमें गोलोक और विरजा नदीके नाम हैं कि नहीं सो कृपा करके कहिये ? ।

उत्तर-हे शिष्य ! श्रीभागवतमें सबका वर्णन है जो भागवतमें नहीं है सो कहीं भी नहीं है । यथा-३ स्कन्धे १५ अध्याये-

यत्र चाऽऽद्यः पुमानास्ते भगवान्छब्दगोचरः ॥

सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन्वृषः ॥ २३ ॥

अर्थ-जिस वैकुण्ठके सब पुरुष विष्णुस्वरूप हैं सब कोई केवल नारायणका पूजन करतेहैं जिस वैकुण्ठलोकमें आदि पुरुष शब्दमात्रके वक्ता श्रीविष्णुनारायण विराजतेहैं शुद्ध सत्त्वमय स्वरूप धारण किये विरजा नदीके तीरे अपने पार्षदोंको सदा सुख देतेहैं । इति । फिर भी दशमस्कन्धपूर्वार्द्ध २८ अध्यायमें श्रीशुकाचार्यजीके वचन हैं यथा-

गोवर्धने धृते शैले आसाराद्रक्षिते व्रजे ॥

गोलोकादाव्रजत्कृष्णं सुरभिः शक्र एव च ॥ २४ ॥

उपासनात्रयसिद्धान्तमें—

॥ २७ ॥
 (३४)
 गोविन्दो नमो
 भूमा नमो

अर्थ—जब गोवर्धन पर्वत धारण कर महा धोर वर्षासे महाराजने व्रजकी रक्षा करी तब गोविंदाभिषेक करनेके लिए गोलोकसे गौ और राजा इन्द्र आये हैं। इससे भागवतमें भी गोलोक और विरजाके वर्णन है।

अर्थ—हे स्वामी जी ! सर्व तेज कैसे श्रीकृष्ण भगवानमें लीन होते हैं सो कहिये ॥
 उत्तर—हे शिष्य ! गर्गसंहिताके गोलोकखण्डमें ऐसा लिखा है। यथा—

सर्वेषां पश्यतां तेषां वैकुण्ठोऽपि हरिस्ततः ॥

उत्थायाष्टभुजः साक्षाल्लीनोभूत्कृष्णविग्रहे ॥ २५ ॥

तदैव चागतः पूर्णो नृसिंहश्चण्डविक्रमः ॥

कोटिसूर्यप्रतीकाशो लीनोऽभूत्कृष्णतेजसि ॥ २६ ॥

रथे लक्षहये शुभ्रे स्थितश्चागतवांस्ततः ॥

श्वेतदीपाधिपो भूमा सहस्रभुजमंडितः ॥ २७ ॥

श्रिया युक्तः स्वायुधाढ्यः पार्षदैः परिसेवितः ॥

संप्रलीनो बभूवाशु सोपि श्रीकृष्णविग्रहे ॥ २८ ॥

अर्थ—जिस समयमें सब देवता मिलकर गोलोक गये हैं उस समयमें सब देवताओंके देखते हुए वैकुण्ठवासी अष्टभुज हरि भगवान् आये और श्रीकृष्णजीके स्वरूपमें लीन होगये फिर पूर्णावतार बड़े पराक्रमी श्रीनृसिंहभगवान् कोटि सूर्यके समान प्रकाश है जिनका सो भी आकर श्रीकृष्णजीके तेजमें लीन होगये ॥ तिसके उपरांत लक्ष श्वेत घोड़ों करके युक्त दिव्यरथमें बैठकर श्वेतद्वीपके स्वामी भूमाप्रभु सहस्र भुजवाले आये और लक्ष्मीजीके सहित सब पार्षदों करके सेवित श्रीकृष्णजीके स्वरूपमें शीघ्र लीन होगये।

तदैव चागतः साक्षाद्रामो राजीवलोचनः ॥

धनुर्वाणधरः सीताशोभितो भातृभिर्वृतः ॥ २९ ॥

दशकोट्यर्कसंकाशे चामरैर्दोलिते रथे ॥

असंख्यवानरेन्द्राढ्ये लक्षचक्रघनस्वने ॥ ३० ॥

लक्षध्वजे लक्षहये शातकौंभे स्थितस्ततः ॥

श्रीकृष्णविग्रहे पूर्णः संप्रलीनो बभूव ह ॥ ३१ ॥

तदैव चागतः साक्षाद्यज्ञो नारायणो हरिः ॥

प्रस्फुरत्प्रलयाटोपज्वलदग्निशिखोपमः ॥ ३२ ॥

रथे ज्योतिर्मये दृश्यो दक्षिणाढ्यः सुरेश्वरः ॥

सोपि लीनो बभूवाशु श्रीकृष्णे श्यामविग्रहे ॥ ३३ ॥

अर्थ—उसी ही समय साक्षात् श्रीरामजी आये जिनके कमलसे नयन हैं धनुर्वाण धारण किये हैं और श्रीसीताजी भरत लक्ष्मण शत्रुहन करके शोभित हैं । दश कोटि सूर्यके समान जिनकी कान्ति है रथमें चांवर डोल रहा है, असंख्य वानर श्रेष्ठ करके युक्त हैं एक लक्ष जिस रथमें चक्र हैं ॥ लक्ष ध्वजा लक्ष घोड़ों करके युक्त हैं ऐसे दिव्य शतकुंभवाले रथमें बैठे हैं वह पूर्णावतार श्रीरामजी श्रीकृष्णजीके स्वरूपमें लीन होगये तैसेही साक्षात् यज्ञनारायण हरि आये जिनका तेज अग्नि शिखाके तुल्य है बड़े जाज्वल्यरथमें बैठे जिनके दक्षिणकी ओर इन्द्र हैं वह वामन भी शीघ्र श्रीकृष्णजीके श्यामस्वरूपमें लीन होगये ॥

वामन = यज्ञ नारायण ।

तदा चागतवान्साक्षान्नरनारायणः प्रभुः ॥

चतुर्भुजो विशालाक्षो मुनिवेषघनद्युतिः ॥ ३४ ॥

तडित्कोटिजटाजूटः प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलः ॥

मुनीन्द्रमण्डलैर्दिव्यैर्मण्डितोऽखण्डितव्रतः ॥ ३५ ॥

सर्वेषां पश्यतां तेषामाश्चर्यम्मनसा नृप ॥

सोपि लीनो बभूवाशु श्रीकृष्णे श्यामसुंदरे ॥ ३६ ॥

परिपूर्णतमं साक्षाच्छ्रीकृष्णं च स्वयं प्रभुम् ॥

ज्ञात्वा देवाः स्तुतिं चक्रुः परं विस्मयमागताः ॥ ३७ ॥

अर्थ—तब साक्षात् नर और नारायण प्रभु आये चार भुजा हैं विशाल नेत्र मुनिवेष धारण किये हैं मेघकीसी जिनकी कान्ति है । कोटि विद्युतसे जटाजूटको धारण किये हैं चारों ओर प्रकाश कर रहे हैं बड़े २ मुनियों करके युक्त हैं अखण्ड जिनका व्रत है हे राजन् ! सब देवताओंके देखते आश्चर्य पूर्वक सोभी श्रीकृष्णजीके श्यामसुंदर शरीरमें लीन होगये । इस प्रकारके साक्षात्परिपूर्णतम स्वयं श्रीकृष्णभगवान्को जानकर सब देवतालोग आश्चर्य मानकर स्तुति करते भये ॥ हे शिष्य ! ऐसा सिद्धान्तमत गर्गाचार्यका है ऐसा ही ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णजन्मखण्डके ६ अध्यायमें कहा है यथा—

गत्वा नारायणो देवो विलीनः कृष्णविग्रहे ॥

दृष्ट्वा च परमाश्चर्यं ते सर्वे विस्मयं ययुः ॥ ३८ ॥

एतस्मिन्नंतरे तत्र शतकुंभमयाद्रथात् ॥

अवरुह्य स्वयं विष्णुः पाता च जगतां पतिः ॥ ३९ ॥

आजगाम चतुर्बाहुर्वनमालाविभूषितः ॥

पीताम्बरधरः श्रीमान् सस्मितः सुमनोहरः ॥ ४० ॥

सर्वालंकारशोभाढ्यः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥

उत्तस्थुस्ते च तं दृष्ट्वा तुष्टुबुः प्रणता मुने ॥ ४१ ॥

स चापि लीनस्तत्रैव राधिकेशस्य विग्रहे ॥

ते दृष्ट्वा महदाश्चर्यं विस्मयं परमं ययुः ॥ ४२ ॥

अर्थ—नारायण बोले हे मुने ! श्रीनारायणदेव जाकरके श्रीकृष्णजीके स्वरूपमें लीन होगये यह देखकर देवता सब आश्चर्यको प्राप्त होते भये एतने ही अंदरमें तहां शतकुंभमय रथसे उतरके स्वयं विष्णु जगत्के स्वामी आये चार भुजा हैं जिनको और वनमाला करके भूषित हैं । पीतांबर धारण किये हैं ऐश्वर्य कांति युक्त हैं वंदे सुंदर हैंसते हुए । संपूर्ण भूषण करिके शोभा युक्त कोटि सूर्यके समान प्रकाश है जिनका सो कृष्णभगवान्को देखके स्तुतिकर नमस्कार पूर्वक तहां राधिकेश श्रीकृष्णजीके स्वरूपमें लीन होगये यह महा आश्चर्यको देवता सब देखकरके विस्मयको प्राप्त होगये ॥

संविलीने हरेरंगे श्वेतद्वीपनिवासिनः ॥

एतस्मिन्नंतरे तूर्णमाजगाम त्वरान्वितः ॥ ४३ ॥

शुद्धस्फटिकसंकाशो नाम्ना संकर्षणः स्मृतः ॥

सहस्रशीर्षा पुरुषः शतसूर्यसमप्रभः ॥ ४४ ॥

आगतं तुष्टुबुः सर्वे दृष्ट्वा तं विष्णुविग्रहम् ॥

स चागत्य नतस्कंधस्तुष्टाव राधिकेश्वरम् ॥ ४५ ॥

सहस्रमूर्धा भक्त्या च प्रणनाम च नारद ॥

आवां च धर्मपुत्रौ द्वौ नरनारायणाभिधौ ॥ ४६ ॥

लीनोऽहं कृष्णपादाब्जे बभूव फाल्गुनो वरः ॥

अर्थ—श्वेतद्वीपके वासी भी श्रीकृष्णजीके स्वरूपमें लीन होगये इतनेही अंदरमें बहुत शीघ्र शुद्धस्फटिकके समान प्रकाशमान संकर्षण नामवाले जिनके

सहस्र शिर हैं और सौ सूर्यके समान प्रकाश है सो आये तिनको विष्णुस्वरूप जानकर सब देवताओंने स्तुति किया वह संकर्षण भगवान् नीचे शिर कर आये और राधापतिकी स्तुति किया और सहस्र शिरसे भक्तिपूर्वक नमस्कार किया पीछे हम नरनारायण दोनों धर्मके पुत्र श्रीकृष्णजीके चरणकमलमें लीन होगये अर्जुनके सहित ऐसा लिखा है ॥

प्रश्न—हे स्वामीजी ! इहां ब्रह्मवैवर्तपुराणमें व्यासजीने सबको लीन होना लिखा परंतु श्रीरामजीको लीन होना नहीं कहा और गर्गाचार्यजीने श्रीरामजीको भी कृष्णस्वरूपमें लीनहोना कहा सो क्या कारण है कृपा करके कहिये ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! इसका हाल यह है कि वेदव्यासजी निष्पक्ष वक्ता हैं और गंगाचार्यजी उपासक हैं इससे कहा है और श्रीरामजीको कृष्णस्वरूपमें लीन होना कोई शास्त्रपुराणका मत नहीं है केवल गर्गाचार्यहीका मत है ऐसेही नामकरणमें गर्गाचार्यजीने कहा है यथा—

ककारः कमलाकांत ऋकारो राम इत्यपि ॥

पकारः षड्गुणपतिः श्वेतद्वीपनिवासकृत् ॥ ४७ ॥

णकारो नारसिंहोयमकारो ह्यक्षरोऽग्निभुक् ॥

विसर्गौ च तथा ह्येतौ नरनारायणावृषी ॥ ४८ ॥

संप्रलीनाश्च षट्पूर्णा यस्मिञ्छब्दे महामुनौ ॥

परिपूर्णतमे साक्षात्तेन कृष्णः प्रकीर्तितः ॥ ४९ ॥

शुद्धो रक्तस्तथा पीतो वर्णोऽस्यानुयुगं धृतः ॥

द्वापरान्ते कलेरादौ बालोऽयं कृष्णतां गतः ॥ ५० ॥

तस्मात्कृष्ण इति ख्यातो नाम्नाऽयं नन्दनन्दनः ॥

अर्थ—कृष्णशब्दमें ककार जो है सो लक्ष्मीकांत नारायण हैं और ऋकार श्रीरामजी हैं पकार षड्गुणयुक्त श्वेत दीप निवासी भूमा पुरुष हैं ॥ णकार नरसिंह हैं, अकार अक्षर शेषजी हैं, विसर्ग दोऊ नरनारायण ऋषि हैं यह छवो पूर्ण जिस शब्दमें लीन होंवें उस करके पूर्णतम साक्षात्कृष्ण कहतेहैं ॥ शुद्ध रक्त, तथा पीत इनका युगरूपानुसार वर्ण धारण करतेहैं अर्थात् सत्ययुगमें शुद्धरूप, त्रेतामें रक्त रूप, द्वापरमें पीतपल धारण करतेहैं और द्वापरके अन्तमें कलि-युगके आदिमें कृष्णत्वको प्राप्त होजातेहैं तिससे कृष्ण ऐसा प्रसिद्ध नाम इन नन्दनन्दनके है ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी ! कृष्णावतारमें शुक्ल, रक्त, पीत, कृष्ण इनमें क्या सर्वत्र ऐसेही प्रमाण है और रामावतारमें इसका नियम नहीं है सो क्या कारण कहिये ?।

उत्तर—हे शिष्य ! विशेष क्या कहें विशेष कहनेसे पक्षपात, जानेंगे इसमें भेद यही है विष्णु अवतारके यही सिद्धांत है कि शुक्ल, रक्त, पीत, कृष्ण चतुर्युगकी रीतिसे नाम होना और कश्यप अदिति माता : पिता अर्थात् देवकी वसुदेव होना जय, विजय रावण, कुम्भकर्ण शिशुपाल दंतवक्र होना यह सिद्धांत सर्वत्र प्रमाण है चाहै कोई ग्रन्थ देखो दूसरा प्रमाण कुछ नहीं मिलेगा चाहै गोलोकवासी अवतार हों चाहें नारायण अवतार हों दोनों एकही हैं सो प्रमाण पूर्वाही देआयें और भी कृष्णजन्मखण्डमें जब सब देवता मिल कर वैकुण्ठ गये हैं तब विष्णु-भगवान् ने सब देवताओंसे कहा है कि आपसब गोलोक जाइये तहां हम द्विभुज कृष्णरूप हैं ॥ यथा पूर्वार्द्ध ४ अध्याये—

तत्राहं द्विभुजः कृष्णो गोपीभी राधया सह ॥

अत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरावृतः ॥ ५१ ॥

नारायणश्च कृष्णोऽहं श्वेतद्वीपनिवासकृत् ॥

ममैवैताः कलाः सर्वे देवा ब्रह्मादयः स्मृताः ॥ ५२ ॥

अर्थ—तहां गोलोकमें मैं द्विभुज कृष्ण राधिकाजी गोपियोंके सहित हैं और इहां म लक्ष्मा सुनन्दादि पार्षदां करके युक्त हूँ ॥ नारायण और कृष्णश्वेतद्वीपके वासी मैं ही हूँ और यह ब्रह्मादिक देवता सब मेरी कला हैं ऐसा कहा है इससे विष्णुके ही सब रूप हैं तिनमें कृष्णस्वरूप सबसे विलक्षण रूप है और रामजी जो साकेत विहारी हैं सो नारायण और कृष्ण दोनोंसे विलक्षण हैं सो मनु शत रूपामें अवतार लेते हैं जब भानुप्रताप रावण होते हैं यह प्रसंग रामोपासनासिद्धांतमें आगे कहेंगे ॥ पुनः भागवते ॥

आसन्वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः ॥

शुक्लो रक्तस्तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ ५३ ॥

प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवाऽऽत्मजः ॥

वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः संप्रचक्षते ॥ ५४ ॥

बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते ॥

गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ ५५ ॥

अर्थ-गर्गाचार्यजी बोले कि इनके तीन वर्ण हैं जव युगानुसार शरीर धारण करते हैं तव सतयुगमें शुक्लवर्ण, त्रेतामें रक्तवर्ण, द्वापरमें पीतवर्ण इसकाल विषय कृष्णत्व (काले) होगये हैं । इससे कृष्ण नाम है । पूर्वमें कभी आपका पुत्र वसुदेवके घर जन्म धारण किये हैं इससे वासुदेव ऐसा भी स्वस्वरूपके ज्ञाता कहते हैं । आपके पुत्रके नाम, रूप बहुत हैं । गुण कर्म रूप वह हम नहीं जानते हैं दूसरे भी कोई नहीं जानते हैं । हे शिष्य ! श्रीभगवत प्रधान ग्रंथमें भी ऐसाही कहा है इससे चतुर्थ-गानुरूप ही नाम ठीक है ।

प्रश्न-हे स्वामी जी ! कृष्णावतार तो द्वापरांतमें हुआ है फिर कलियुगके आदि कैसे हुआ सो कहिये--

उत्तर-हे शिष्य ! शास्त्रमें लिखा है कि दो सौ वर्ष पूर्वही युगारंभ होजाता है इससे दोसौ वर्ष द्वापरमेंही कलियुग होगया है । इससे कृष्णावतार कलियुगके आदि हीमें माना जाता है इससे संदेह करना वृथा है फिर ब्रह्मवैवर्त पुराणजन्मखंडके १३ अध्याय में कहा है यथा--

नारायणो यो वैकुण्ठे कमलाकांत एव च ॥

श्वेतद्वीपनिवासी यः पिता विष्णुश्च सोप्यजः ॥ ५६ ॥

कपिलोऽन्ये तदंशाश्च नरनायणावृषी ॥

सर्वेषां तेजसां राशिर्मूर्तिमानागतः किमु ॥ ५७ ॥

युगे युगे वर्णभेदो नामभेदोऽस्य बल्लभ ॥

शुक्लः पीतस्तथा रक्त इदानीं कृष्णतां गतः ॥ ५८ ॥

शुक्लवर्णः सत्ययुगे सुतीव्रतेजसावृतः ॥

त्रेतायां रक्तवर्णोऽयं पीतोऽयं द्वापरे विभुः ॥ ५८ ॥

कृष्णवर्णः कलौ श्रीमांस्तेजसां राशिरेव च ॥

परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६० ॥

अर्थ-नारायण जो वैकुण्ठमें लक्ष्मीकांत हैं और श्वेतद्वीपके जो निवासी विष्णु हैं कपिल तिनके अंश नर नारायण जो हैं तिन सबका तेज समूह मिलकर मूर्तिमान् होकर इहां आये हैं । इस बालकका युगयुगमें वर्णभेद और नाम भेद है तिनमें शुक्ल, पीत, रक्त इस काल विषे कृष्णत्वको प्राप्त होगये हैं । शुक्लवर्ण तीक्ष्ण तेज-कर युक्त सत्ययुगमें हैं त्रेतायुगमें यह रक्तवर्ण हैं द्वापर में यह पीतवर्ण हैं । कलि-

युगमें तेज युक्त कृष्णवर्ण हैं । सब तेजं करके युक्त जो होवह परिपूर्णतमब्रह्म श्रीकृष्णहीको कहतेहैं ॥ पुनः ॥

ब्रह्मणो वाचकः कोयमृकारोऽनंतवाचकः ॥

शिवस्य वाचकः पश्च नकारो धर्मवाचकः ॥ ६१ ॥

अकारो विष्णुवचनः श्वेतद्वीपनिवासिनः ॥

नरनारायणार्थस्य विसर्गो वाचकः स्मृतः ॥ ६२ ॥

सर्वेषां तेजसां राशिः सर्वमूर्तिस्वरूपकः ॥

सर्वाधारः सर्वबीजस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६३ ॥

अर्थ—ऋकार ब्रह्माजीका वाचक है, ऋकार अनंतवाचक है, पकार शिवका वाचक है, नकार धर्मवाचक है, अकार विष्णुवाचक है, जो कि क्षीरसागरमें रहतेहैं, विसर्ग नरनारायणके अर्थका वाचक है । सबका तेजसमूह सर्वमूर्तिके स्वरूप सबका आधार सबका बीज जो होवे उसको कृष्ण कहतेहैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! इहां पुराणमें ऋकारका अनंतका अर्थ किया है और गर्गाचार्यने 'ऋकारो राम इत्यपि' ऐसा कहाहै सो क्यों ?

उत्तर—हे शिष्य ! पुराणमें ऐसा कभी न कहेंगे केवल गर्गाचार्यहीका सिद्धांत है । पुनः—

कर्मनिर्मूलवचनः कृषिर्नो दास्यवाचकः ॥

अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६४ ॥

कृषिर्निश्चेष्टवचनो नकारो भक्तिवाचकः ॥

अकारः प्राप्तिवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६५ ॥

कृषिर्निर्वाणवचनो नकारो मोक्षवाचकः ॥

अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६६ ॥

नाम्नां भगवतो नंद कोटीनां स्मरणेन यत् ॥

तत्फलं लभते नृनं कृष्णेति स्मरणे नरः ॥ ६७ ॥

अर्थ—कृषि कर्म निर्मूल वाचक है नकार दासवाचक है और अकार दातृवाचक है, उस करके कृष्ण ऐसा कहतेहैं, भाव कृष्ण कहनेसे कर्म निर्मूल होजाताहै कृषि निश्चेष्टा वाचक है, नकार भक्तिवाचक है और अकार प्राप्तिवाचक है उस करके कृष्ण ऐसा कहतेहैं । भावकृष्ण कहनेसे निष्केवलभक्ति प्राप्ति होती है । कृषि-

निर्वाण (अखंड) वाचक है, नकार मोक्षवाचक है और अकार दातृवाचक है उस करके कृष्ण ऐसा कहते हैं । भाव—कृष्णकहनेसे अखण्ड मोक्ष प्राप्ति होती है । गर्गाचार्यजी कहते हैं, कि हे नंदजी ! भगवत्के कोटि नाम स्मरण करके जौन फल होता है वह फल एकवार कृष्ण ऐसा कहनेसे निश्चय मनुष्यको प्राप्त होता है ॥ पुनरपि तत्रैव ॥

यद्विधं स्मरणात्पुण्यं वचनाच्छ्रवणात्तथा ॥

कोटिजन्माहसो नाशो भवेद्यत्स्मरणादिकात् ॥ ६८ ॥

विष्णोर्नाम्नां च सर्वेषां सारात्सारं परात्परम् ॥

कृष्णेति सुन्दरं नाम मंगलं भक्तिदायकम् ॥ ६९ ॥

ककारोच्चारणाद्भक्तः कैवल्यं मृत्युजन्महम् ॥

ऋकारादास्यमतुलं षकाराद्भक्तिमीप्सिताम् ॥ ७० ॥

नकारात्सहवासं च तत्समं कालमेव च ॥

तत्सारूप्यं विसर्गाच्च लभते नात्र संशयः ॥ ७१ ॥

अर्थ—जिस विधि स्मरणसे वचनसे तथा श्रवणसे पुण्यही होता है और कोटि जन्मोंके पाप जिनके स्मरणादिकसे नाश होते हैं । विष्णुके सकलनामोंके सारस भी परम सार परात्पर कृष्ण ऐसा सुन्दर भक्ति दायक मंगल नाम है । ककार कहनेसे भक्त जन्म मरणको नाश कर कैवल्य (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं ऋकारसे अतुल फलको, षकारसे इच्छित भक्तिको प्राप्त होते हैं । नकारसे सहवासको और उसी समान कालको जीतकर वह नित्य सारूप्यको विसर्गसे प्राप्त होते हैं इहां संदेह नहीं है ॥ पुनः तत्रैव ॥

ककारोच्चारणादेव वेपंते यमकिंकराः ॥

ऋकारोक्तेर्न तिष्ठन्ति षकारात्पातकानि च ॥ ७२ ॥

नकारोच्चारणद्वोगा अकारान्मृत्युरेव च ॥

ध्रुवं सर्वे पलायन्ते नामोच्चारणभीरवः ॥ ७३ ॥

स्मृत्युक्तिश्रवणोद्योगात्कृष्णानाम्नो ब्रजेश्वर ॥

रथं गृहीत्वा धावन्ति गोलोकात्कृष्णकिंकराः ॥ ७४ ॥

अर्थ—ककारको उच्चारण करनेसे यमराजके दूत सब कांपते हैं ऋकार षकार कहे-
से पाप सब नहीं रहते हैं और नकार कहनेसे रोग सब अकार कहनेसे मृत्यु

(काल) सब नाम कहनेसे निश्चय भाग जाते हैं । हे ब्रजेश्वर ! कृष्णनाम कहें वा श्रवणसे गोलोकसे बहुत शीघ्र महाराजके दूत सब रथ लेकरके दौड़ते हैं । ऐसा श्रीकृष्णनामका माहात्म्य है । हे शिष्य ! नारद पंचरात्रमें भी ऐसा ही कहा है ! यथा—

बीजं नानाऽवताराणां सर्वकारणकारणम् ॥

वेदांतवेद्यं वेदबीजं वेदकारणकारणम् ॥ ७५ ॥

शुक्लरक्तपीतश्यामं युगानुक्रमणेन च ॥

शुक्लतेजःस्वरूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणम् ॥ ७६ ॥

त्रेतायां कुंकुमाकारं ज्वलंतं ब्रह्मतेजसा ॥

द्वापरे पीतवर्णं च शोभितं पीतवाससा ॥ ७७ ॥

कृष्णवर्णं कलौ कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम् ॥

अर्थ—नाना अवतारोंके बीज हैं सब कारणके कारण हैं और वेदांतशास्त्र करके जानने योग्य हैं वेदके बीज हैं वेदके कारणके कारण हैं । शुक्ल, रक्त, पीत, कृष्ण ऐसे युगानुसार इनके रूप हैं तिनमें शुक्ल तेजस्वरूप और सत्यस्वरूप सत्य युगमें हैं । और त्रेतामें ब्रह्मतेज करके युक्त कुंकुमाकार रक्त हैं, द्वापरमें पीतांबर वस्त्र युक्त पीत वर्ण शोभित हैं, कलियुगमें परिपूर्णतम प्रभु कृष्ण वर्णको हैं । इससे कृष्ण नाम है ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! कृष्ण शब्दका क्या अर्थ है ? सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! (कृप विलेखने) धातुसे कृष्ण शब्द बनता है इससे शत्रुओंको जो नाश करे उसको कृष्ण कहिये । यहां पर नित्यशत्रु कामक्रोधादिक जानना चाहिये तथा और भी कहा है जन्मखण्डे—

कृपिरुत्कृष्टवचनो णश्च सद्भक्तिवाचकः ॥

अश्वापि दातृवचनः कृष्णं तेन विदुर्बुधाः ॥ १८ ॥

कृपिश्च परमानंदे णश्च तद्दास्यकर्मणि ॥

तयोर्दाता च यो देवस्तेन कृष्णः प्रकीर्तितः ॥ ७९ ॥

कोटिजन्मार्जिते पापे कृपिः क्लेशे च वर्तते ॥

भक्तानां यश्च निर्वाणे तेन कृष्णः प्रकीर्तितः ॥ ८० ॥

नाम्नां सहस्रं दिव्यानां त्रिरावृत्त्या च यत्फलम् ॥

एकावृत्या तु कृष्णस्य तत्फलं लभते नरः ॥ ८१ ॥

कृष्णनाम्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति ॥

सर्वेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वैदिका विदुः ॥ ८२ ॥

अर्थ—कृपि उत्कृष्ट वाचक है, णकार सद्भाक्ति वाचक है और अकार दास वचन है उसको कृष्ण पंडितजन कहते हैं । कृपि परमानन्दमें है और णकार उस दासका कर्म है, तिन दोनोंका देनेवाला जो देवता हो उसको कृष्ण कहते हैं । कोटि जन्मोंका जो अर्जित पाप है और क्लेश सोई तो कृपिमें है भक्तोंको और णकारसे तिन पापोंको क्लेशोंको दूर करके मोक्ष देवे उस करके कृष्ण कहते हैं । दिव्य विष्णुसहस्रनामको तीनवार कहनेसे जो फल होता है वह फल मनुष्यको एक बार कृष्ण कहनेसे प्राप्त होता है । कृष्ण नामके समान परनाम न भया न होनेवाला है सब नामोंसे श्रेष्ठ कृष्णनाम है ऐसा वेद जाननेवालोंने कहा है । यह वचन ब्रह्म-वैवर्तके हैं । तहांपर फिर कहा है ॥

कृष्ण कृष्णेति हे गोपि यं त्वं स्मरसि नित्यशः ॥

जलं भित्त्वा यथा पद्मं नरकादुद्धरेच्च सः ॥ ८३ ॥

कृष्णेति मंगलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते ॥

भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः ॥ ८४ ॥

अश्वमेधसहस्रेभ्यः फलं कृष्णजपस्य च ॥

वरं तेभ्यः पुनर्जन्म नातो भक्तपुनर्भवः ॥ ८५ ॥

सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च ॥

तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि च ॥ ८६ ॥

वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम् ॥

कृष्णनामजपस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥ ८७ ॥

अर्थ—यशोदाजीका वचन है कि, हे गोपी ! 'कृष्ण कृष्ण' ऐसा जो नित्य स्मरण करते हैं उनको नरकसागरसे प्रभु कैसे उद्धार करते हैं जैसे जलको भेदकर कमल निकलते हैं । कृष्ण इति महा मंगल नाम जिनके वचनमें है उनके कोटियों महापाप शीघ्र भस्म होजाते हैं ॥ हजारों अश्वमेध यज्ञकी समान फल कृष्णकृष्ण जपनेका होता है तिनमें अश्वमेध यज्ञ करनेवालेका फिर जन्म भी होता है और कृष्ण नाम जपनेवाले भक्तोंका जन्म नहीं होता है संपूर्ण यज्ञोंका फल और लक्षों व्रतोंका फल,

साढ़े तीन कोटि तीर्थ स्नानके फल, तपकरनेका फल, हजारों वेदपाठके फल, पृथ्वी सौ बार प्रदक्षिणा करनेका फल; तिन सब फल मिला करके कृष्णनाम जपनेका षोडशी कलाको नहीं प्राप्त होसके हैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! केवल कृष्णनाम जपे कि राधाकृष्ण कहै अथवा कृष्णराधा विपरीत नाम जपे ? सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! ब्रह्मवैवर्तपुराणमें ऐसा कहा है यथा—

आदौ राधां समुच्चार्य कृष्णं पश्चाद्भेदं बुधः ॥

व्यतिक्रमे ब्रह्महत्यां लभते नात्र संशयः ॥ ८८ ॥

जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता ॥

गरीयसी त्रिजगतां माता शतगुणैः पितुः ॥ ८९ ॥

राधाकृष्णेति गौरीशेत्येवं शब्दः श्रुतौ श्रुतः ॥

कृष्णराधेशगौरीति लोके न च कदा श्रुतः ॥ ९० ॥

आदौ पुरुषमुच्चार्य पश्चात्प्रकृतिमुच्चरेत् ॥

स भवेन्मातृघाती च वेदातिक्रमणे मुने ॥ ९१ ॥

अर्थ—आदिमें राधा कहे पीछेसे कृष्णको पण्डित कहतेहैं उलटा याने कृष्ण राधा कहनेसे ब्रह्महत्या प्राप्त होतीहै । इसमें संदेह नहीं । काहेसे कि प्रकृति संसारकी माता है और पुरुष पिता है; पितासे माता सौगुणा संसारमें श्रेष्ठ है । इससे राधाकृष्ण, गौरीशंकर ऐसा ही वेदमें सुनतेहैं, कृष्णराधा, शंकरगौरी ऐसा लोकमें कभी नहीं सुना है ॥ इससे आदिमें जो पुरुष कहतेहैं पीछे प्रकृति कहतेहैं; भाव—जो कृष्णराधा, शंकरगौरी, रामसीता, नारायण लक्ष्मी कहतेहैं वह माताको नाश करनेवाले होतेहैं । काहेसे कि वेद मर्यादाको उल्लंघन करना ठीक नहीं है । यह वचन नारायणके नारदसे हैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! कुछ श्रीराधिकाजी की परत्व कृपा करके कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! श्रीराधिकाजीकी परत्व और कृष्णजीके परत्व विशेष करके ब्रह्मपुराणके पातालखण्ड प्रथमाध्यायमें कहा है । यथा—

वैकुण्ठादि तदंशांशं स्वयं वृन्दावनं भुवि ॥

गोलोकैश्वर्यं यत्किंचिद्गोकुले तत्प्रतिष्ठितम् ॥ ९२ ॥

वैकुण्ठवैभवं यद्वै द्वारकायां प्रतिष्ठितम् ॥

नखेन्दुकिरणश्रेणी पूर्णब्रह्मैककारणम् ॥ ९३ ॥

केचिद्वदन्ति तस्यांशं ब्रह्मचिद्रूपमव्ययम् ॥

तदशांशं महाविष्णुं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ९४ ॥

तत्कलाकोटिकोट्यंशा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥

सृष्टिस्थित्यादिना युक्तास्तिष्ठन्ति तस्य वैभवाः ॥ ९५ ॥

तद्रूपकोटिकोट्यंशाः कलाः कंदर्पविग्रहाः ॥

जगन्मोहं प्रकुर्वन्ति तदंशान्तरसंस्थिताः ॥ ९६ ॥

अर्थ—वैकुण्ठादि गोलोकके अंशांश हैं और वृंदावन पृथ्वीमें स्वयं है, गोलोकके जो ऐश्वर्य हैं वह गोकुलमें हैं, वैकुण्ठके विभव द्वारकामें हैं, श्रीकृष्णचन्द्रजीके नखचन्द्रके समूह प्रकाश पूर्णब्रह्मके कारण हैं । कोई २ कहते हैं कि उस पूर्णब्रह्मके अंशांश निर्गुण ब्रह्म आनंद स्वरूप हैं तिनके दशांश महाविष्णुको ऋषिलोक कहते हैं । तिन महाविष्णुके कलाअंशसे कोटिकोटि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव होते हैं। संसारके उत्पत्ति, पालन, संहार करनेके लिये । तिनके वैभव सब ब्रह्माण्डमें स्थित हैं । तिनके स्वरूपके अशकलासे कोटि कोटि कामदेव होते हैं और सब संसारको मोहते हैं ऐसे सर्व ब्रह्मांडमें स्थित हैं ।

तदेहविलसत्कांतिकोटिकोट्यंशको विभुः ॥

तत्प्रकाशस्य कोट्यंशरश्मयो रविविग्रहाः ॥ ९७ ॥

तस्य स्वदेहकिरणैः परानंदरसामृतैः ॥

परमामोदचिद्रूपैर्निर्गुणस्यैककारणैः ॥ ९८ ॥

तदंशकोटिकोट्यंशा जीवन्ति किरणात्मिकाः ॥

तदंघ्रिपंकजद्वंद्वनखचन्द्रमणिप्रभाः ॥ ९९ ॥

आहुः पूर्णब्रह्मणोऽपि कारणं वेददुर्गमम् ॥

तदंशसौरभानंतकोट्यंशो विश्वमोहनः ॥ १०० ॥

तत्प्रिया प्रकृतिस्त्वाद्या राधिका कृष्णवल्लभा ॥

तत्कलाकोटिकोट्यंशा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिकाः ॥ १०१ ॥

तस्या अंगिरजःस्पर्शात्कोटिविष्णुः प्रजायते ॥

अर्थ—तिनके देहकी कांतिये कोटि कोटि अंश विभु समर्थ हैं तिनके प्रकाशके कोटि अंशप्रकाशसे सूर्य हैं । तिनके स्वदेहके प्रकाशरूप आनंदामृतरस सच्चिदानंद

निर्गुण ब्रह्मके कारण हैं । तिन कृष्णभगवान्‌के कोटिअंशके कोटि अंशसे अधिक
आदिक प्रकाश करते हैं तिनके दोनों चरणकमलनखचंद्रमणिप्रभापूर्णब्रह्मके भी
कारण वेद कहते हैं जो कि अत्यंत दुर्गम हैं । उनके अंशसुवासके अंशकोटि
भागसे संसारके मोहन सुगंधादि हैं तिन श्रीकृष्णजीके प्राणमिया आदिप्रकृति
श्रीराधिकाजी हैं तिनके अंश कलासे कोटि कोटि त्रिगुणात्मिका देवी दुर्गा सर-
स्वती होती हैं । तिन राधिकाजीके चरणारजस्पर्शसे कोटिन विष्णु उत्पन्न होते हैं
ऐसा कहा है इससे राधाकृष्णका परत्व भारी है । फिर ऐसा ही श्रीराधिकाजीका
परत्व ब्रह्मवैवर्तपुराणमें कहा है । यथा—

राधावामांशभागेन महालक्ष्मीर्बभूव सा ॥

तस्याधिष्ठातृदेवी सा गृहलक्ष्मीर्बभूव सा ॥ १०२ ॥

चतुर्भुजस्य सा पत्नी देवी वैकुण्ठवासिनी ॥

तदंशा राजलक्ष्मीश्च राजसंप्रतप्रदायिनी ॥ १०३ ॥

तदंशा मर्त्यलक्ष्मीश्च गृहिणां वै गृहे गृहे ॥

दीपाधिष्ठातृदेवी च सा चैव गृहदेवता ॥ १०४ ॥

स्वयं राधा कृष्णपत्नी कृष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥

प्राणाधिष्ठातृदेवी च तस्यैव परमात्मनः ॥ १०५ ॥

अर्थ—श्रीराधिकाजीके वामांश भागकरके महालक्ष्मी हुई हैं तिनके अंश अधि-
ष्ठातृदेवी गृहलक्ष्मी हुई हैं । वह चतुर्भुज भगवान्‌की स्त्री वैकुण्ठवासिनी हैं तिनके
अंश राजलक्ष्मी हैं जो राजसंपत्तिकी देनेवाली हैं । तिनके अंश मनुष्योंके घरकी
लक्ष्मी हैं जो कि सबके घर २ में हैं । वह दीपाधिष्ठातृदेवी सबकी गृहदेवता हैं ।
और स्वयं राधा कृष्णप्यारी हैं सो श्रीकृष्णजीके अंकमें स्थित हैं जो कृष्ण
परमात्माके प्राणकी अधिष्ठातृ हैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! श्रीभागवतमें राधिकाजीके नाम नहीं है सो क्या कारण है ?

उत्तर—हे शिष्य ! भागवतमें भी राधिकाजीके नाम हैं परंतु गुप्त हैं । कहते
कि भगवान्‌के दो स्वरूप हैं एक विहारस्वरूप हैं एक सृष्टिकर्ता हैं तिनमें निश्च
विहारस्वरूप राधाकृष्ण हैं तिनके चरित भागवतमें गुप्त है और नारायणके
चरित्र प्रसिद्ध हैं इसीसे भागवतमें राधिका जीके चरित्र नाम गुप्त है सो दशम
स्कंधमें प्रसिद्ध है जहांपर सब गोपियोंको छोड़कर भगवान्‌ राधिकाजीको लेकर
चले गये हैं । फिर राधिकाजीको भी छोड़कर अंतर्धान होगये हैं । यथा—

अनयाऽऽराधितो नून भगवान् हरिरीश्वरः ॥

यत्रो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रहः ॥

अर्थ—‘तस्याः राधयति आराधयति इति राधेति नाम निरुक्तिमाहुः’ गोपी चोली, कि दुःखहर्ता ईश्वर भगवान् निश्चय करके आराधन करी उनको लेकर गई और भगवान् जिससे हम सबको छोड़कर जिनको प्रीतसे गोविन्द एकांत लेगये और दूसरेको नहीं लेगये । इससे जो भगवान् का आराधन किया उससे राधानाम कहा है काहे से नारदपंचरात्रमें ऐसा ही स्पष्ट कहा है । यथा—

अनयाऽऽराधितः कृष्णो भगवान् हरिरीश्वरः ॥

लीलया रसवाहिन्या तेन राधा प्रकीर्तिता ॥ १०६ ॥

अर्थ—दुःखहर्ता समर्थ कृष्ण भगवान् को प्रेम पूर्वक आराधन कियेते और लीलारसमें परिपूर्ण मग्न हो उस करके राधा कहा है फिर कृष्णयामलमें भी कहा है । यथा—

मम देहस्थितैः सर्वैर्देवैर्ब्रह्मपुरोगमैः ॥

आराधिता यतस्तस्माद्राधेति परिकीर्तिता ॥ १०७ ॥

अर्थ—मेरे देहमें रहे हुए ब्रह्मादि सब देवताओंने आराधना किया तिस कारण राधा ऐसा कहा है । इससे राधानामका ठीक अर्थ एही है इसमें संदेह करना घुया है, दूसरे जहां सब गोपीको छोड़कर कृष्णभगवान् एक गोपीको लेकर चलेगये हैं सो राधिकाही है ऐसा ब्रह्मवैवर्तादि पुराणमें तथा नारद पंचरात्रादिमें प्रसिद्ध है इससे इहां पर श्रीभागवतमें भी राधिकाजीका ही वर्णन है । फिर भी कृष्णयामलमें कहा है कृष्णजीने, कि हम अपने आत्माको दो स्वरूप करेंगे धरा और लक्ष्मी तिनमें धरा गोलोकहैं और लक्ष्मी गोपीरूप राधा हैं । हम गोपरूप धरेंगे गोविन्द नामसे विख्यात होंगे ललितादिक सखी राधिकाजीकी दासी होवेंगी । तहां कृष्णवचन राधासे—

त्वया चाराध्यते यस्मादहं कुञ्जमहोत्सवे ॥

राधेति नाम विख्याता रसलीलाधिनायिका ॥ १०८ ॥

अर्थ—तुमरे करके मैं रासकुंज महोत्सवमें आराधन किया गया हूं । जिससे तुम्हारा राधा ऐसा नाम विख्यात है इससे यथार्थ है ।

मग्न—हे स्वामीजी ! लक्ष्मीजी भी राधा हुई हैं ऐसा कृष्णयामलमें लिखा है फिर राधा स्वयं कैसे हुई ? सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य! इससे तुमको क्या काम है शास्त्रमें अनेक भेद हैं कहीं २ लिखा है कि श्रीरामही जी द्वापरमें श्रीकृष्णजी होतेहैं और ब्रह्माण्ड पुराण उपोद्घातपादके ३७ अध्यायमें लिखा है कि श्रीकृष्णहीजी त्रेतामें रामावतार धारण करतेहैं सो स्वयं श्रीकृष्णहीजीने परशुरामजीसे कहाहै । यथा—

चतुर्विंशे युगे वत्स त्रेतायां रघुवंशजः ॥

रामो नाम भविष्यामि चतुर्व्यूहः सनातनः ॥

कौशल्यानन्दजनको राज्ञो दशरथादहम् ॥

अर्थ—चतुर्विंश २४ वें त्रेतायुगमें हे वत्स ! रघुवंशमें राम नाम वाले मैं होऊंगा । सनातन चतुर्व्यूहोंके सहित कौशल्या और राजा दशरथजीसे मैं जन्मलेकर आपके मानभंग करके पुनः धनुर्वाण लेऊंगा । ऐसा लिखा है इससे शास्त्रमें अनेक भेद हैं फिर भी पद्मपुराणमें लिखा है, कि एक बार इन्द्राणीने विष्णुके अंकमें लक्ष्मीजीको देखकर प्रार्थना किया कि मेरेको भी अंकवासिनी करो तब विष्णु भगवान् बोले, कि हे भद्र ! तुम ६० सहस्रवर्ष तप करो तब कृष्णावतारमें तुम राधा होकर अंकवासिनी हो उगी । सोई राधा हुई। ऐसे ही नारदपंचरात्रमें लिखा है कि सती जो रामजीको देख करके सीतारूप धारण किया है सोई कल्पांतरमें राधा हुई है । हे शिष्य ! ऐसे २ शास्त्रोंमें अनेक कारण हैं इससे क्या काम है गोलोकवासिनी राधा प्रधान हैं उन्हीं की उपासना प्रधान है ।

प्रश्न—हे स्वामी जी! कृष्णावतार कौन द्वापरमें हुआ है? सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! ब्रह्मपुराणके ८८ अध्यायमें लिखा है । यथा—

पुरा गगेण कथितमष्टाविंशतिमे युगे ॥

द्वापरांते हरेर्जन्म यदुवंशे भविष्यति ॥ १०९ ॥

अर्थ—पूर्व गर्गाचार्यकरके कहा २८ युगमें द्वापरके अन्तमें यदुवंशमें भगवान् के जन्म होयेंगे इस वचनसे इसी द्वापरांतमें कृष्णावतार भया है ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! गोलोकवासी कृष्ण द्वारकासे परधाम गये हैं कि वृन्दावनहीसे गयेहैं ।

उत्तर—हे शिष्य ! गोलोकवासी कृष्ण वृन्दावनहीसे गये हैं कोई २ महात्माके सिद्धान्त हैं कि “ वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति ” सो भी ठीक है कहते हैं कि वृन्दावन गोलोक एकही हैं । हे शिष्य ! गौतमसंहितामें कहाहै कि कृष्णभगवान् १२ वर्ष क्रीडा करके वृन्दावन हीसे गोलोकको गये हैं । यथा—

द्वादशवर्षाणि क्रीडित्वा वृन्दावनवनेश्वरः ॥

ततो गच्छति गोलोकं राधिकासहमाधवः ॥ ११० ॥

राधा मायांशसंभूता छाया वृन्दावने वने ॥

छाया च मानुषीरूपा शतवर्षाण्यवर्तत ॥ १११ ॥

श्रीदाम्नश्चैव शापेन वृषभानुसुताऽधुना ॥

शतवर्षाणि शापेन छायारूपा च राधिका ॥ ११२ ॥

तथापि छायालीनेषु गोलोके राधिका स्वयम् ॥

सा गोलोकेश्वरी देवी स गोलोकेश्वरो हरिः ॥ ११३ ॥

अर्थ—द्वादश १२ वर्ष क्रीडा करके वृन्दावनाधिपति कृष्णजी राधिकाजीके सहित गोलोकको चले जाते हैं। तब राधिकाजी मायाके अंशसे उत्पन्न होकर छाया राधिका वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनमें रहती हैं वह छाया मानुषी रूपसे सौ वर्षतक श्री-दामाके शाप पूरा करनेके लिये रहती हैं। श्रीदामाके शाप करके वही इस कालमें वृषभानुकी पुत्री हैं सौ वर्षपर्यंत शाप करके छायारूपा राधिका रहेगी पीछे छाया गोलोकमें लीन होनेसे स्वयं राधा हो जावेगी वही गोलोकेश्वरी राधा देवी हैं वही गोलोकेश्वर हरि हैं। हे शिष्य ! गोलोकमें राधिकाजीको श्रीदामाने शाप दिया है कि आप भारत भूमिमें मानुषी होगी और सौ वर्ष कृष्णजीसे विच्छेद होगा तब कृष्णजीने वरदान दिया कि छायारूपसे विच्छेद होगा स्वयं नहीं सोई कथा इहां है और भी सर्वत्र पुराणोंमें यह कथा प्रसिद्ध है छायारूप राधा रायाण वैश्य की पत्नी हुई है और सौ वर्ष तक रायाण वैश्य कृष्णजीके सखाके साथ वृन्दावनमें रही पीछे गोलोक गई हैं।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! गोलोकवासी कृष्ण कंसादिको मारे हैं कि नहीं ?

उत्तर—हे शिष्य ! कहातो कि गोलोकवासी कृष्ण वृन्दावनहीसे गोलोक चले जाते हैं और नारायण कृष्णरूप होकर कंसादिको मारके द्वारकाजी जाते हैं द्वारकाजीके सब कार्य करके वैकुण्ठको जाते हैं यथा ब्रह्मवैवर्ते जन्मखण्डे—

मम नारायणांशो यस्तस्य यानं च द्वारका ॥

शतवर्षांतरे साध्यमेतदेव सुनिश्चितम् ॥ ११४ ॥

अर्थ—६ अध्यायमें कृष्ण वचन है कि मेरा अंश जो नारायण हैं तिनके यान द्वारका पुरी हैं यह सौ वर्षके अन्तरमें सर्व कार्य साधन करके निश्चय होगा पीछे वैकुण्ठ जायेंगे ॥ पुनस्तत्रैव—

प्रस्थापयित्वा द्वारं च परं नारायणांशकम् ॥
 सर्वं निष्पादनं कृत्वा गोलोकं राधया सह ॥ ११५ ॥
 गमिष्यत्येव गोलोकं नाथोऽयं जगतां पतिः ॥
 नारायणश्च वैकुण्ठं गमिताः स्म त्वया सह ॥
 धर्मगृहं ऋषी द्वौ च विष्णुः क्षीरोदमेव च ॥ ११६ ॥

अर्थ—१३ वें अध्यायमें श्रीकृष्णजीके वचन नंदजीसे हैं कि अमुक २ कार्यको करके परं नारायण अंशको द्वारकामें स्थापित करके सब निष्पादन करके हम राधिकार्जीके सहित गोलोकको जायेंगे और यह जगत्पति नारायण आप सबके सहित वैकुण्ठ जायेंगे और धर्मपुत्र दोनों नरनारायण धर्मगृहको जायेंगे विष्णु क्षीरसागरको जायेंगे ऐसा कहा है इससे कृष्णजी वृन्दावनहीसे गोलोक जाते हैं यह प्रसिद्ध है इसमें सदेह करना बृथा है ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! अब अतिशय श्रीकृष्णजीके माहात्म्य कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! शांडिल्यसंहिताके भक्तिखण्ड अध्याय ४ में गोपालसहस्रनाम-में ऐसा कहा है यथा—

कृषिर्भूवाचको णश्च परमानंदवाचकः ॥
 सदानंदस्ततः कृष्णः प्रोच्यते पुरुषोत्तमः ॥ ११७ ॥
 रविकोटिप्रतीकाशो वायुकोटिमहाबलः ॥
 समुद्रकोटिगंभीरो मेरुकोटिमहाचलः ॥ ११८ ॥
 कल्पद्रुकोटिफलदः कामधुकोटिपूजितः ॥
 कोटिचिंतामणिस्थानश्चन्द्रकोटिसुरंजनः ॥ ११९ ॥
 सुधाकोटिमहानंदः कोटिमन्मथसुन्दरः ॥
 कोटींदिरासेवितांग्रिः कोटिब्रह्माण्डविग्रहः ॥ १२० ॥
 वेदकोटिप्रगीतश्रीयोगकोटिधृताशयः ॥
 भक्तकोटिव्रतः श्रीमान् कोटिधैश्वर्यमंगलः ॥
 अनंतोऽनंतशीर्षेशो नागराजसमर्चितः ॥ १२१ ॥

अर्थ—कृषि भूवाचक है और ण परमानन्दवाचक है सदानन्दस्वरूप हो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम कहते हैं । सो कैसे हैं कि कोटि सूर्यके समान प्रकाशमान हैं, कोटि वायुके समान महाबली हैं, कोटि समुद्र सम गंभीर हैं, कोटि मेरु सम

महा अचल है, कोटि कल्प वृक्षसे कामना देनेवाले हैं, कोटि कामधेनु सम पूजित हैं। कोटि चिंतामणिके समान दुःखहर हैं, कोटि चन्द्रमा सम आनंद देनेवाले हैं, कोटि सुधा (अमृत) समान महा आनंद हैं, कोटि कामसे सुंदर हैं, कोटि लक्ष्मी करके चरणकमल रजसेवित हैं, कोटि ब्रह्माण्डके स्वरूप हैं, कोटि वेदकरके श्रीयश जिनके कथित हैं, कोटि योगके समान चित्त निरोधाशयधारक हैं । कोटिभक्तके तुल्यव्रत श्रीमान् हैं, कोटि ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, मंगल, स्वरूप हैं, कोटि शेष करके पूजित हैं । हे शिष्य ! ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र हैं और राधिकाजी भी तैसी ही हैं । यथा पंचरात्रे—

राधा वामांशसंभूता महालक्ष्मीः प्रकीर्तिता ॥

ऐश्वर्याधिष्ठात्री देवीश्वरस्यैव हि नारद ॥ १२२ ॥

तदंशा सिंधुकन्या च क्षीरोदमथनोद्भवा ॥

मर्त्यलक्ष्मीश्च सा देवी पत्नी क्षीरोदशायिनः ॥ १२३ ॥

तदंशा स्वर्गलक्ष्मीश्च शक्रादीनां गृहे गृहे ॥

स्वयंदेवी महालक्ष्मीः पत्नी वैकुण्ठशायिनः ॥ १२४ ॥

अर्थ—तृतीयरात्रमें शिवजीके वचन नारदजीसे हैं कि राधाजीके वामांशसे महालक्ष्मी उत्पन्न हुई हैं ऐसा कहा है और ऐश्वर्यके अधिष्ठात्री देवी हैं तिनके अंश सिंधुकन्या हैं जो समुद्र मथनेसे उत्पन्न हुई है वह मृत्युलोककी लक्ष्मी हैं मूमा पुरुषकी प्यारी हैं तिनके अंश स्वर्गलक्ष्मी है । जो इन्द्रादिदेवताओंके घरघर में है और स्वयं देवी महालक्ष्मी जो हैं सो वैकुण्ठवासी नारायणकी स्त्री हैं ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! एक बात कृपा करके कहिये कि बालकोंको क्रीटमुकुटादि शृंगार करके जो रासधारी लोग रहस्यलीला करते हैं सो करना चाहिये कि नहीं ? यदि प्रमाण हो तो कृपा करके कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! रहस्यलीला करना शास्त्र प्रमाण है परन्तु भावसहित करना चाहिये ऐसा नहीं कि पैसाके लिये द्वार द्वार घूमना सो तो केवल नरक जानेका तु है । हे शिष्य ! लीलाकरनेको ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृतिखण्डके २७ अध्यायमें प्रसिद्ध यथा प्रमाण—

कार्तिकी पूर्णिमायां च कृत्वा तु रासमण्डलम् ॥

गोपानां शतकं कृत्वा गोपीनां शतकं तथा ॥ १२५ ॥

शिलायां प्रतिमायां वा श्रीकृष्णं राधया सह ॥

भारते पूजयेद्वा चोपचाराणि षोडश ॥ १२६ ॥

अर्थ—कार्तिकी पूर्णमासे दिन रासमंडलकरके तिनमें सैकड़ों गोप सैकड़ों गोपीको बनाके पूजे यदि ऐसा न होसके तो शिलाके राधिकाजीके सहित श्रीकृष्णजीकी मूर्ति बनाके षोडश उपचार देकरके भारतखण्डमें पूजे ऐसा करे तो अवश्य कल्याण हो। ऐसे ही गौतमत्रयमें लिखा है कि रासलीला प्रेमपूर्वक करे। यथा—

सावधानं मनः कृत्वा कारयेद्विधिसंयुतम् ॥

राधाकृष्णादिवेषं च प्रतिष्ठां कारयेद्भुवम् ॥ १२७ ॥

रासस्थलं प्रतिष्ठेऽयं मया कर्तुं नियुज्यते ॥

श्रीकृष्णरमणार्थाय राधया सह तद्रते ॥ १२८ ॥

रासाब्धौ राधिकाकृष्णौ रसरूपौ रसात्मकौ ॥

रासक्रीडाप्रियौ पूर्णौ स्वांगीकारकरौ हि मे ॥ १२९ ॥

कृष्णक्रीडान्वितां लीलां यः करोति नृपोत्तम ॥

स याति परमाख्यानं स्थानं दृष्टानुमोदकः ॥ १३० ॥

अर्थ—सावधान मनको करके विधिपूर्वक करे और ब्राह्मण बालकोंको राधाकृष्णके स्वरूप आदि लेकरके ललिता विशाखा आदिसखियोंके स्वरूप सबको निश्चय करके प्रतिष्ठा करे और जहां रासलीला करे उस स्थानको भी प्रतिष्ठा करे और कहे कि हे प्रभो ! यह कार्य करनेको मैं निर्माण करताहूँ कि श्रीराधिकाजीके सहित कृष्णचंद्रजी रमण करें तथा नाना विधि प्रीति भाव करें। और कहे कि हे रासके सागर युगलकिशोर ! आप दोनों कैसे हैं कि रसरूप हैं रसात्मक हैं रासक्रीडाकरके दोनों परिपूर्ण हैं इससे हमारे मनोरथको दोनों अंगीकार करें। नारदजी बोले कि हे राजन् ! कृष्णक्रीडा करके युक्त जो कोई रासलीलाको करतेहैं वह साक्षात् गोलोक धामको जातेहैं और तहांके ऐश्वर्य देखकरके आनंदको प्राप्त होतेहैं। हे शिष्य ! थोडा कहा उसमें विस्तारसे वर्णन किया है इसमें ब्राह्मणके पुत्र हो सुपात्र ८ वर्षसे १६ वर्षतक स्वरूप बनावे विशेष नहीं और जिस बालकका यज्ञोपवीत न भया हो और विवाह न भया हो उसको स्वरूप न बनावे तथा काने, खोटे, कुवडे, लूले, छअंगुलवाले, रोगी, कुलक्षणवाले, पापबुद्धिवाले, क्षत्रिय, वैश्य इन सबको कभी भी राधाकृष्णके स्वरूप नहीं बनावे यदि बनावे तो दोषभागी हो, इसमें सुंदर श्यामचंचल दृष्टिचित्तवाले, गीतनृत्यमें निपुण ज्ञानी, दयालु, शांतस्वभाववाले, हाव, भाव करके युक्त शुद्धहृदयवाल ऐसेको स्वरूप बनावे और स्वरूपोंको राधाकृष्ण ही साक्षात् जाने दुष्ट भावसे न देखे यदि स्वरूपोंको दुष्टभावसे देखे अथवा मनुष्य जाने मारे पीटे दुःख देखे तो वह दुष्ट

श्रीकृष्णोपासनासिद्धान्त ।

(५३)

पापी जन्म जन्मांतर नरकमें रोवेगा । हे शिष्य ! जो स्वरूपोंको दुःख देता है उसको वार २ धिक्कार है विशेष क्या कहें । हे शिष्य ! आजकालके जेतने रासधारी हैं और रामलीलावाले हैं वह सब दुष्ट नरकगामी हैं काहेसे कि पैसाके लोभ करके द्वार २ मारे २ घूमते हैं और स्वरूपोंको बड़ी २ दुर्दशा करते हैं भावतो दुष्टोंको छु नहीं गया है जिसी स्वरूपोंको रामकृष्ण बनातेहैं उसीको रंडी बनाकरके नचातेहैं उन दुष्टोंको धिक्कार है धिक्कार है वार वार धिक्कार है । हे शिष्य ! विशेषदेखना हो तो (वेदार्थ प्रकाश रामायण) देखो ॥ जिसमें रामलीला करनेकी पूर्ण विधि लिखी है अवश्यही देखने योग्य है ।

के शवाः पुरुषा लोके येषां हृदि न केशवः ॥

केशवार्पितसर्वांगा न शवा न पुनर्भवाः ॥ १३१ ॥

अर्थ-शास्त्र कहता है कि संसारमें के (शव) नाम मुर्दा हैं जिनके हृदयमें केशव भगवान् नहीं हैं । जिनका सर्वांग केशव भगवान्को अर्पित है वह न शव (मुर्दा) हैं न फिर संसारमें जन्म ही लेतेहैं इससे सब छोड़कर श्रीराधाकृष्णमें प्रीतिकरना यही सार है ।

इति श्रीमदयोध्यावासिना वैष्णवश्रीसरयूदासेन विरचिते उपासनात्रयसिद्धान्ते गुरु-
शिष्यसंवादे श्रीराधाकृष्णोपासनासिद्धान्तसारसंग्रहः समाप्तः ॥



श्रीजानकोवल्लभो विजयते सदा ॥

अथ श्रीरामोपासनासिद्धांतप्रारंभः ॥

नमाम्ययोध्यां सरयूं सरिद्धरां नमामि रामं रघुवंशभूषणम् ॥

अजावधिचंद्रं नृपवर्यभूषणं नृपस्य सर्वा महिषीं नमाम्यहम् ॥ १ ॥

नमामि रामं रघुवंशभूषणं नमामि सौमित्रमतीव सुंदरम् ॥

नमामि श्रीमद्भरतं कृपानिधिं नमामि शत्रुघ्नसुदारदर्शनम् ॥ २ ॥

अर्थ—अयोध्यापुरीको, सब नदियोंमें श्रेष्ठ सरयूको, रघुवंशकुलभूषण श्रीरामजीको, अजकुल समुद्रसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान राजाओंमें भूषण श्रीदशरथजी महाराजको तथा कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रादि सब रानियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ रघुवंश (कुल) भूषण श्रीरामजीको, अतिशय सुन्दर श्रीलक्ष्मणजीको, तथा कृपासागर श्रीमान् भरतजीको, उदार दर्शनवाले श्रीशत्रुघ्नजीको नमस्कार करता हूँ ॥

प्रश्न—हे स्वामी जी ! आपके मुखारविंदसे श्रीनारायण उपासना और सर्वोंपर श्रीकृष्णोपासनासिद्धांत में सुना, अब आप दासपर कृपा करके श्रीरामजीका उपासनासिद्धांत कहिये । जैसा कि अयोध्यावासी रामोपासक सब करते हैं ।

उत्तर—हे शिष्य ! श्रीरामोपासक तो बहुत होगये हैं और वर्तमानकालमें हैं भी परन्तु गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजके समान रामोपासक होना दुर्लभ है और न ऐसा कोई विद्वान् ही हुआ है । यह बात भारतखण्डभरेमें प्रसिद्ध है विशेष क्या कहें जिनकी विमलकीर्तिको सब घर २ गारहे हैं । हे शिष्य ! यदि गोस्वामीजी न होते तो हम सब दुष्टोंको श्रीरामजीके सन्मुख को करता और श्रीरामजीको जानते भी नहीं कि कौन राम हैं । और कहां रहते हैं, केवल स्वामीजीकी कृपासे ही सब भया है ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कौन हैं और किनके अवतार हैं ? सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! यह बात भरतखण्डमें विख्यात है कि गोस्वामीजी श्रीमदादिकवि वाल्मीकिजीके अवतार हैं विना वाल्मीकिजीके ऐसा विमल प्रमाणिक श्रीरामयश को वर्णन करसकता है ।

प्रश्न—हे स्वामीजी! महान् कवि वाल्मीकिजी तुलसीदासजी क्यों हुए? सो कहिये।

उत्तर—हे शिष्य ! लक्ष्मणजीके शापसे तुलसीदासजी हुये हैं और विमल भाषामें श्रीरामचरितवर्णन किये हैं यह प्रसंग विस्तारसे ब्रह्मसंहितामें है और वसिष्ठसंहितामें भी कहा है : यथा—

वाल्मीकिस्तुलसीदासः कलौ देवि भविष्यति ॥

रामचन्द्रकथां साध्वीं भाषारूपां करिष्यति ॥ ३ ॥

अर्थ—वशिष्ठजीका वचन है अरुन्धतीजीसे कि हे देवि ! वाल्मीकिजी कलियुगमें तुलसीदासजी होगये और श्रीरामचन्द्रजीकी कथा साध्वी भाषारूप करेंगे ॥ सोई कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भये ऐसा भक्त मालमें भी कहा है इससे सर्वथा निश्चय है कि तुलसीदासजी वाल्मीकिजीके अवतार हैं सो श्रीगोस्वामीजीने अपनी रामायणमें रामावतारके विषयमें चारकल्पकी कथा वर्णन की है तहां प्रथम हेतु जय विजयका रावण कुंभकर्ण होना । यथा—

“द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ । जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥ विप्र शापतें दूनों भाई ॥ तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ कनककसिपु अरु हाटकलोचन । जगत विदित सुरपति मदमोचन ॥ विजई समर वीर विख्याता ॥ धरि वराहवपु एक निपाता ॥ होइ नरहरि दूसर पुनि मारा ॥ जन प्रह्लाद सुजस विस्तारा ॥ भये निशाचर जाइ ते, महावीर वलवान ॥ कुंभकरन रावन सुभट, सुर विजई जग-जान ॥ सुक्त न भए हते भगवाना ॥ तीनि जनम द्विज वचन प्रमाना ॥ एक वार तिन्हके हित लागी ॥ धरेउ सरীর भगत अनुरागी ॥ कस्यप अदिति तहां पितुमाता ॥ दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ एक कल्प एहि विधि अवतारा ॥ चरित पवित्र किये संसारा ” सो यह कथा भागवतमें प्रसिद्ध है पूर्वही कहिआयें हैं । हे शिष्य ! इसी जय विजयके लिये नारायण रामावतारको धारण करते हैं यह कथा शिव संहितामें प्रसिद्ध है । यथा प्रमाण—

यदा स्वपार्षदौ जातौ राक्षसप्रवरौ प्रिये ॥

तदा नारायणः साक्षाद्रामरूपेण जायते ॥ ४ ॥

अर्थ—शिवजी बोले, कि हे प्रिये ! जब अपना दूनों पार्षद जय विजय रावण कुंभकर्ण हुये तब साक्षात् श्रीमन्नारायण रामरूप होकर अवतार लिये दूसरा कारण यथा “एक कल्प सुर देखि दुखारे ॥ समर जलंधरसन सब हारे ॥ संभु कीन्ह संग्राम अपारा ॥ दनुज महाबल मरे न मारा ॥ छल करि टारेउ तामु व्रत, प्रभु सुरकारज कीन्ह ॥ जब तेहि जानेउ मरम तब, शाप कोप कर दन्हि ॥

तासु शाप हरि कीन्ह प्रमाना ॥ कौतुकानधि कृपाल भगवाना ॥ तहां जलंधर रावन भयऊ ॥ रन हति राम परम पद दयऊ ॥ एक जनमकर कारन एहा ॥ जेहि लगि राम धरी नरदेहा ” सो यह कथा कार्तिक माहात्म्यके १६ अध्यायमें प्रसिद्ध है । हे शिष्य ! इसमें विष्णु रामावतार हुये हैं तीसरा कारण नारदजीके शापसे रुद्रगण रावण कुंभकर्ण हुए हैं । यथा “ नारद शाप दीन्ह एकवारा ॥ कल्प एक तेहि लगि अवतारा ॥ ” सो कथा दुर्वासा पुराणमें तथा शिवसंहितादिमें प्रसिद्ध है । हे शिष्य ! इसमें क्षीरसागरवासी अष्टभुजवाले “भूमा” पुरुष रामावतार हुए हैं । चौथा कारण कैकयदेशके राजा सत्यकेतुके पुत्र प्रतापभानु और अरिमर्दन रावण कुंभकर्ण भये हैं तब सर्वोपरि साकेतविहारी श्रीरामजी अवतार धारण किये हैं जिस रूपको देखकर सतीजीको मोह हुआ है यथा “ अपर हेतु सुनु सैलकुमारी ॥ कहौ विचित्र कथा विस्तारी ॥ जेहि कारन बज अगुन अरूपा ॥ ब्रह्म मयेउ कोसलपुरभूषा ॥ जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा ॥ बंधु समेत घरे मुनिवेपा ॥ जासु चरित अवलोकि भवानी ॥ सती शरी रहिउ वौरानी ॥ ” ऐसा शिवजीने कहा है एही राम शिवजीके इष्ट हैं इन्हींके नामवलसे प्रंचकोशी काशीजीमें सब चराचरको परमपद देते हैं । हे शिष्य ! जब प्रतापभानु रावण होता है तब साकेतवासी श्रीरामजी आते हैं । यथा शिव संहितायाम् -

प्रतापी राघवसखा भ्रात्रा वै सह रावणः ॥

राघवेण तदा साक्षात्साकेतादवतीर्यते ॥ ५ ॥

अर्थ-प्रतापी रामजीके सखा जब भाईके सहित निश्चय रावण कुंभकर्ण होतें तब राघव होकर साक्षात् साकेतसे आकर अवतार लेते हैं । हे शिष्य ! यह प्रतापी श्रीरामजीके परमप्रिय सखा हैं सो एकदिन कंबुक (गेंद) खेलनेमें प्रसन्न होकर रामजीने बरदिया कि तुम जाकर भारतखण्डमें रावण हो और ७२ चौकड़ी राज करो पीछे हम आकर तुम्हारे संग घोर युद्ध करेंगे । सोई प्रतापी रावण भया है इनके लिये अनादि राम अवतार धारण करते हैं यथा “ सबकर परम प्रकाशक जोई ॥ राम अनादि अवधपति सोई ॥ ” इत्यादि गोस्वामीजीका भी सिद्धांत है यह अवतार सर्वोपरि है । हे शिष्य ! पूर्वोक्तनारायणसे और कृष्णसे रामजी परे है ऐसा नारदपंचरात्रके आनंदसंहितामें कहा है । यथा-

द्विभुजाद्राघवो नित्यं सर्वमेतत्प्रवर्तते ॥

परान्नारायणाच्चैव कृष्णात्परतरादपि ॥ ६ ॥

उभयपरात्मनः श्रीमान् रामो दाशरथिः स्वराट् ॥

अर्थ-द्विभुजसे श्रीराघवजी नित्य हैं सर्वोपरि हैं नारायणसे और श्रीकृष्णसे भी परे हैं दोनोंके परमात्मा श्रीरामजी हैं रामजीसे परे कोईभी नहीं हैं ऐसा निश्चय जानो इनमें पक्षपात समझना भूल है । हे शिष्य ! इस साकेत विहारी श्रीरामजीके माता पिता स्वयंभू मनु अरु शतरूपा होतेहैं । सो विस्तारसे गोस्वामीजीने वर्णन किया है और शिवसंहितामें, लोमशसंहितामें, मनुसंहितामें भी वर्णन है ।

प्रश्न-हे स्वामीजी ! गोस्वामीजीने तो रामायणमें वासुदेव मंत्र लिखा है और कहाहै कि “ वासुदेवपदंपकरुह दंपति मन अति लाग । ” सो इहांपर कौन वासुदेव हैं वसुदेवके पुत्र कृष्ण वासुदेव हैं कि दूसरा कोई वासुदेव हैं सो कहिये क्यों कि मेरेको बहुत संदेह है ।

उत्तर-हे शिष्य ! वासुदेव कृष्णका भी नाम है और नारायणके भी नाम हैं और रामजीके भी नाम हैं काहेते कि भगवान् तत्त्व करके एकही हैं केवल रूप करके भिन्न हैं और वासुदेव नामके वस निवासे धातुसे सर्व व्यापी अर्थ होताहै और सर्व व्यापी नारायण, राम कृष्ण सब हैं यानि भगवान्के सब स्वरूप सर्व व्यापी हैं इसमें संदेह नहीं है परन्तु इहांपर साकेत विहारी रामजीके अर्थ मुख्य है काहेसे कि मनुजीके सामने रामरूपहीसे प्रगट हुए यदि नारायण कृष्णके अर्थ होता है तो उसी रूपसे प्रगट होते सो है नहीं फिर दूसरा अर्थ करना पक्षपात है और वासुदेव नामका अर्थ शंकरजीने ऐसा कहा है श्रीभागवतके चौथे स्कंध ३ अध्यायमें । यथा शिव उवाच ॥

सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं यदीर्यते तत्र पुमान्पावृतः ॥

सत्त्वे च तस्मिन् भगवान्वासुदेवो ह्यधोऽक्षजो मे नमसाविधीयते ॥

अर्थ-विशुद्ध सत्त्व अंतःकरण वसुदेव शब्दसे कहा है, तहां आवरण रहित पुरुष वासुदेव प्रकाश है इससे सब जीवमात्रके शुद्ध सत्त्वमें भगवान् वासुदेव विराजमान हैं इससे ऐसे अन्तःकरणमें भगवान् वासुदेव जो कि इंद्रियोंसे अगोचर हैं मैं उनकी प्रणामद्वाग सेवा करताहूं ॥ ऐसा कहाहै इससे इहांपर वासुदेव परब्रह्म श्रीरामजी हैं जिनके अंशसे कोटि २ ब्रह्मा विष्णु शिव होतेहैं ऐसा गोस्वामीजीका सिद्धांत है यथा “ शंभु विंचि विष्णु भगवाना ॥ उपजहिं जासु अंशते नाना ॥ ” फिर तहें पर जानकीजीके विषयमें कहेहैं कि “ वामभाग सोभति अनुकूल ॥ आदि शक्ति छवि निधि जगमूला ॥ जासु अंश उपजहिं गुन खानी ॥ अगनितलक्षिमा उमा ब्रह्मानी । ” इस प्रकारसे कहेहैं इससे रामजी सर्वोपरि हैं ।

(५८)

उपासनात्रयसिद्धान्तमें—

प्रश्न—हे स्वामी जी ! मनुजीने जो साकेत-विहारी रामजीके लिये तप किया सो कहा प्रमाण है कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! पद्मपुराण उत्तरखण्डके २४२ अध्यायमें ऐसा कहा है यथा—

स्वायंभुवो मनुः पूर्वं द्वादशार्णं महामनुम् ॥

जजाप गोमतीतीरे नैमिषे विमले शुभे ॥ ८ ॥

तेन वर्षसहस्रेण पूजितः कमलापतिः ॥

मत्तो वरं वृणीष्वेति तं प्राह भगवान् हरिः ॥ ९ ॥

ततः प्रोवाच हर्षेण मनुः स्वायम्भुवो हरिम् ॥

पुत्रस्त्वं भव देवेश त्रीणि जन्मानि चाच्युत ॥ १० ॥

त्वां पुत्रलालसत्वेन भजामि पुरुषोत्तमम् ॥

भविष्यति नृपश्रेष्ठ यत्ते मनसि कांक्षितम् ॥ ११ ॥

ममैव च महत्प्रीतिस्तव पुत्रत्वहेतवे ॥

स्थितिप्रयोजने काले तत्र तत्र नृपोत्तम ॥ १२ ॥

त्वयि जाते त्वहमपि जातोस्मि तव सुव्रत ॥

अर्थ—स्वायंभू मनुजी पूर्व कल्पमें शुभ विमल गोमती गंगाकेतीरे नैमिषारण्यमें द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्रको जपे एक सहस्रवर्ष । उसीसे कमलापतिका पूजन किया तब भगवान् प्रसन्न होकर बोले, कि मेरेसे वर कहो यह सुनकर स्वायंभू मनु बड़े प्रसन्न होकर भगवान्से बोले, कि हे देवेश ! अच्युत भगवान् आप तीन जन्म तक मेरे पुत्र होइये ॥ काहेसे कि आपको पुत्रलालसा करके मैं भजता हूँ । भगवान् बोले, कि हे नृपश्रेष्ठ ! आपके मनमें जो कुछ है वह अवश्य होयगा मेरी भी बहुत प्रीति है इससे आपके पुत्रत्व हेतु प्रयोजन काल पाकरके जहां २ आप जन्म लेंगे तहां २ हम भी पुत्र होंगे आपको यह बात निश्चय है ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि तवानघ ॥ १३ ॥

एवं दत्त्वा वरं तस्मै तत्रैवांतर्दधे हरिः ॥

अस्याभूत्प्रथमं जन्म मनोः स्वायंभुवस्य च ॥ १४ ॥

रघूणामन्वये पूर्वं राजा दशरथो ह्यभूत् ॥

द्वितीयो वसुदेवोऽभूद्वृष्णीनामन्वये विभुः ॥ १५ ॥

कलेर्दिव्यसहस्राब्दप्रमाणस्यांत्यपादयोः ॥

शंभलग्रामकं प्राप्य ब्राह्मणः संजनिष्यति ॥ १६ ॥

अर्थ—साधुओंकी रक्षार्थ और दुष्टोंके विनाशार्थ धर्मसंस्थापनार्थ आपके यहां उत्पन्न होऊंगा ऐसा वर देकर तहांपर भगवान् अंतर्धान हो गये, पीछे इस स्वायंभू मनुका प्रथम जन्म रघुकुलमें राजा दशरथ हुये, दूसरे जन्ममें वसुदेव हुये, तीसरे जन्ममें कलियुगके अंतपादमें शंभलग्राममें हरिव्रत ब्राह्मण होयेंगे ।

कौशल्या समभूत्पत्नी राज्ञो दशरथस्य हि ॥

यदोर्वशस्य सेवार्थं देवकी नाम विश्रुता ॥ १७ ॥

हरिव्रतस्य विप्रस्य भार्या देवप्रभा पुनः ॥

एवं मातृत्वमापन्ना त्रीणि जन्मानि शार्ङ्गिणः ॥ १८ ॥

कैकेय्यां भरतो जज्ञे पांचजन्यांशचोदितः ॥

सुमित्रा जनयामास लक्ष्मणं शुभलक्षणम् ॥ १९ ॥

शत्रुघ्नं च महाभागा देवशत्रुप्रतापनम् ॥

अनन्तांशेन संभूतो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ २० ॥

सुदर्शनांशाच्छत्रुघ्नः संजज्ञेऽमितविक्रमः ॥

अर्थ—शतरूपा रानी राजा दशरथकी रानी कौशल्या हुई फिर वहीं यदुवंशकी सेवार्थ देवकी नामसे विख्यात हुई । फिर हरिव्रत ब्राह्मणकी स्त्री देवप्रभा हुई । ऐसा तीन जन्मपर्यंत भगवान्की मातृत्वको प्राप्त होतीभई ॥ कैकेयीमें पांचजन्यशंखके अंशसे भरतजी हुये और सुमित्राजी शुभलक्षण करके युक्त लक्ष्मणजीको उत्पन्न करती भई ॥ और देवशत्रुओंको दुःख देनेवाले शत्रुघ्नको भी पैदा किया तिनमें शेषके अंशकरके शत्रुओंके नाशकर्ता लक्ष्मणजी हुए और सुदर्शनके अंशसे बड़े पराक्रमी शत्रुघ्न हुये ऐसा लिखा है ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! इहां पञ्चोत्तरखण्डमें तो नारायणका अवतार कहा है फिर मनु शतरूपामें साकेतविहारी राम कैसे हुये ? सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! इहां बहुत गुप्त भेद कहा है जैसे पूर्वमें गोलोकवासी कृष्णके और नारायणके माता पिता कश्यप अदिति कहि आयेहैं सोई भेद इहां पर है ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! वह भेद कौन है ? सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! वेदसारोपनिषद्में लिखा है कि ।

जनको ह वैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसृत्य पप्रच्छ को ह वै महान्पुरुषो यं ज्ञात्वेह विमुक्तो भवतीति स होवाच । कौशल्येयो रघुनाथ एव महापुरुषः तस्य नामरूपधामलीलामनोवचनाद्यविषयाः स पुनरुवाचेदृशं कथमहं शक्नुयां विज्ञातुं ज्ञापकाज्ञानादिति स पुनः प्रतिवक्ति अथैते श्लोका भवन्ति ॥२१॥

अर्थ—जनक विदेहजी याज्ञवल्क्यजीके समीप जाकर बोले, कि निश्चयकर महान् पुरुष को है । जिनको जानकर इस संसारसे विमुक्त होतेहैं ॥ यह सुनकर योगी याज्ञवल्क्यजी बोले, कौशल्यानंदन रघुनाथ ही महान्पुरुष हैं । तिनके नाम, रूप, धाम, लीला चारो मन वचनसे अविषय (अगोचर) हैं ॥ यह सुनके फिर जनकजी बोले कि यह कैसा है मैं जानना चाहता हों, कि जानकार ज्ञानसे कैसे जाने? सो कहिये॥ यह सुनकर वह बोले, सो इन सबका श्लोकसे विधिपूर्वक उत्तर देतेहैं सावधान होकर सुनो, काहेसे कि सूक्ष्म सिद्धांत हैं । यथा—

विरजायाः परे पारे लोको वैकुण्ठसंज्ञितः ॥

तन्मध्ये राजतेऽयोध्यासच्चिदानंदरूपिणी ॥ २२ ॥

तत्र लोके चतुर्बाहू रामनारायणः प्रभुः ॥

अयोध्यायां यदा चास्य ह्यवतारो भवेदिह ॥ २३ ॥

तदास्ति रामनामेदमवतारविधौ विभोः ॥

तन्नाम्नो नामरहितस्याम्नातं नाम तस्य हि ॥ २४ ॥

अर्थ—विरजा नदीके परे पारमें वैकुण्ठ लोक है उसके मध्यमें सच्चिदानन्दरूप श्रीअयोध्यापुरी शोभा देती है । उस लोकमें चतुर्बाहू राम नारायण प्रभु हैं सो जब अयोध्यापुरीमें रामावतार लेते हैं तब रामनारायण प्रभुके यह रामनामको धारण करते हैं क्यों धारण करतेहैं कि साकेतविहारी रामजीके नाम नामरहित है भाव—मन वचनसे परे है उस नामको कथन करनेके लिये भाव—सबको सूचित करनेके लिये रामनामको धारण करतेहैं । हे शिष्य ! इहांपर यह सिद्धांत है कि रामनारायण प्रभु जो हैं सो साकेतविहारी रामजीके चरित्रके आचार्य हैं सोई अयोध्याजीमें रामावतारको धारणकर मन वचनसे परे जो नाम, रूप लीला, धाम है उसको विदित करतेहैं सोई फिर कहतेहैं ॥

दशकंठवधाद्यादिलीला विष्णोः प्रकीर्तिता ॥

स कदाचित्तु कल्पेऽस्मिन् लोके साकेतसंज्ञिते ॥ २५ ॥

पुष्पयुद्धं रघूत्तंसः करोति सखिभिः सह ॥

कस्मिन्कल्पे तु रामोऽसौ बाणजन्येच्छया विभुः ॥ २६ ॥

तैरेव सखिभिः सार्द्धमाविर्भूय रघूद्रहः ॥

रावणादिवधे लीलां यथा विष्णुः करोति सः ॥

तथाऽयमपि तत्रैव करोति विविधाः क्रियाः ॥ २७ ॥

क्रियाश्च वर्णयित्वाथ विष्णुलीला विधानतः ॥ ^{साकेत लीला} ^{कल्प लीला}

लीलानिर्वचनीयत्वं ततो भवति सूचितम् ॥ २८ ॥ ^{इति लीला विधानं}

अर्थ—रावणादिकका वध करना विष्णुलीला कहा है सो कभी इस कल्पमें साकेत लोकमें रघूत्तम सखियोंके सहित पुष्प युद्धको करते हैं । भाव—पुष्पसे क्रीड़ा करते हैं वही साकेत विहारी यह राम बाण विद्याकी इच्छा करके सखा सखियोंके सहित रघूद्रह अवतार धारण करते हैं और रावणादि वध लीला जैसा विष्णु करते हैं तैसेही वह सब लीला विधान किया यह रामजी भी तहें अयोध्याजामिं नाना विधि करते हैं । विष्णुलीलाके विधानसे साकेतविहारी श्रीरामजीने अपनी क्रिया याने साकेतके विभवलीला वर्णन करके अनिर्वचनीयत्वलीला याने जो मन वचन से परे हैं वह सूचित हैं ॥

किं चाऽऽयोध्यापुरीनाम साकेत इति चोच्यते ॥

इमामयोध्वामाख्याय साऽऽयोध्या वर्ण्यते पुनः ॥ २९ ॥

अनिर्वाच्यत्वमेतस्याऽव्यक्तमेवानुभूयते ॥

रामावतारमाधत्ते विष्णुः साकेतसंज्ञिते ॥ ३० ॥

तद्रूपं वर्णयित्वा निर्वचनीयं प्रभोः पुनः ॥

रूपमाख्यायते विद्भिर्महतः पुरुषस्य हि ॥ ३१ ॥

इत्यथर्वणवेदे वेदसारोपनिषदि प्रथमखण्डे ॥

अर्थ—किं तु जो अयोध्यापुरी नाम है वहीको साकेत ऐसा कहते हैं इस-
अयोध्यापुरीको विख्यात होनेके लिये वह अयोध्यावर्णन करते हैं भाव भूमण्डल-
वाली अयोध्यासे अनिर्वचनीय अयोध्या सूचित होती हैं और साकेतमें जो विष्णु

रामनारायण प्रभु हैं सो रामावतारको धारण करके उस मन वचनसे परे प्रभु श्रीरामजीके रूपको वर्णन करके सूचित करतेहैं जिसमें साकेतविहारी रामरूपको सब कोई जाने ऐसा अथर्वण वेदोक्तवेदसारोनिपट्के प्रथमखण्डमें कहाहै । हे शिष्य ! इस सिद्धान्तको खूब ध्यान देकर विचार करो कि कैसा सिद्धान्त है इसी सिद्धान्तके अनुकूल पद्मोत्तरखंडका वचन है इससे साकेतविहारी रामजीका चरित्र नारायणचरित्रसे मिलाहुआ है इस भेदको केवल रसिकजन जानतेहैं ऐसे ही स्कंदपुराणके निर्वाणखण्डरामगीतामें शंकरजीका वचन है—

भार्गवोऽयं पुरा भूत्वा स्वीचक्रे नाम ते विधिः

विष्णुर्दाशरथिर्भूत्वा स्वीकरोत्यधुना पुनः॥ ३२ ॥

संकर्षणस्ततश्चाहं स्वीकरिष्यामि शाश्वतम् ॥

एकमेव त्रिधा जातं सृष्टिस्थित्यंतहेतवे ॥ ३३ ॥

अर्थ—शंकरजी बोले, श्रीरामजी कि ये जो ब्रह्माजी हैं सो पूर्वकाल भार्गव (परशुराम) होकरके आपके रामनामको ग्रहण करतेभये फिर विष्णु दाशरथि राम होकर आपका रामनाम इस कालमें ग्रहण करतेहैं । और मैं संकर्षण (वलराम) होकर आपका रामनाम ग्रहण करताहूं सर्वदा भाव—कल्प २ में तीना होकर रामनामको धारण करता हूं । एक ही तीन रूप होवेंहैं सृष्टि पालन संहारके लिये इससे विष्णुनामधारी राम हैं स्वयं नहीं । हे शिष्य ! महर्षि वाल्मीकिजीके भी एही सिद्धान्त है ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! वाल्मीकिजी कौन अवतारकी कथा वर्णन कियेहैं सो कृपाकरके कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! वाल्मीकिजी साकेतही वासी रामजीके चरित्र वर्णन कियेहैं, जो कहें कि कैसे जाने जावें तो इसमें गुप्तभेद यह है कि वाल्मीकिजीने नारदजीसे प्रश्न किया कि इस काल इस लोकमें गुणवान् १ वीर्यवान् २ धर्मज्ञ ३ कृतज्ञ ४ सत्यवाक्यवाले ५ दृढव्रतवाले ६ सुंदरचरित्र करके युक्त ७ सर्व जीवके हितकरनेवाले ८ विद्वान् ९ समर्थ १० प्रियदर्शनवाले ११ आत्मवान् १२ क्रोधको जीतनेवाले १३ कांतिमान् १४ दोषरहित गुण १५ देवता और दैत्य क्रोधयुक्त किसके युद्धमें भयको प्राप्त होते हैं यह १६ गुण करके युक्त कौन नर हैं सो कहिये ? यह सुन पूर्णअधिकारी जानकर नारदजी बोले कि आपके कहेभये गुणां करके युक्त पुरुष बहुत दुर्लभ है तो भी विचारकर कहताहूं तीनों लोकोंके जाननेवाले नारदजीने तीनों लोकोंमें विचारा तो कोई नहीं ठहरा पीछे बोल कि जैसा आपने गुण कहे हैं तैसे ही गुणांकरके युक्त नर कहताहूं, सुनो तब नारदजीने

६४ गुण करके युक्त इक्ष्वाकुवंशमें प्रगट श्रीरामहीको बताया । हे शिष्य ! इहांपर महर्षिजीके प्रश्नोत्तरमें केवल नर शब्द कहा है और विचार करनेसे नर रामहीके अर्थ हैं काहेसे कि परमात्माके यथार्थरूप नराकार ही कहा है । यथा—महाभारते ॥ “नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः ॥ नृणाति प्रापयति आनन्दमिति नरः” नरति व्याप्नोतीति नरः” अर्थात् सर्व चराचरमें व्याप्त हो उसको नर सनातन परमात्मा जानना चाहिये । ऐसा आनन्दसहितमें भी कहा है । यथा—

आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूर्तश्चामूर्त एव च ॥

अमूर्तस्याश्रयो मूर्तः परमात्मा नराकृतिः ॥ ३४ ॥

स्थूलमष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजम् ॥

परं तु द्विभुजं रूपं तस्मादेतच्चराचरम् ॥ ३५ ॥

अर्थ—आनन्द दो प्रकारका कहा है एक मूर्त (सगुण) एक अमूर्त (निर्गुण) तिनमें निर्गुणके आश्रय सगुण हैं परमात्मा नराकार हैं । अष्टभुजवाले भूमापुरुष स्थूल हैं और चतुर्भुजवाले नारायण सूक्ष्म हैं । भाव—अष्टभुजवाले सगुण हैं चतुर्भुजवाले निर्गुण हैं और नराकार परमात्मा द्विभुज राम हैं तिन्हीसे चराचर व्याप्त है ।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! नराकार नारायण नहीं हैं क्या रामजी हैं ।

उत्तर—हे शिष्य ! नराकार यथार्थ राम ही हैं काहेसे कि द्विभुज स्वरूप हैं और नारायणादिकरूप चतुर्भुज हैं इससे नराकार सिद्ध नहीं होता है । ऐसे तो नरशब्दसे परमात्माका बोध होता है सो सब स्वरूप हैं परन्तु वाल्मीकिजीके कथनसे रामरूपहीका बोध होता है सो गुप्त है काहेसे कि, महर्षिजीने सर्वत्र रघुनाथजीको मनुष्य ही करके वर्णन किया है और श्रीरामजीने भी ब्रह्माजीसे अपनेको मनुष्य ही आत्मा कहा सो बात युद्धकांडमें प्रसिद्ध है जब ब्रह्माजीने रामजीसे कहा कि आप संसारके कर्ता हैं रुद्रांमिं आठवें रुद्र आप ही हैं, चन्द्र सूर्य आपके नेत्र हैं लोकोंके आदि अंतमें आपही देख पड़ते हैं आप मनुष्य सरीखे जानकीजीको कैसे त्यागते हैं । यह सुनकर रामजी बोले कि—

आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् ॥

योऽहं यस्य यतश्चाहं भगवांस्तद्वीतु मे ॥ ३६ ॥

अर्थ—हम आत्माको मानुष मानते हैं यदि कहो कि मनुष्यमें कौन आत्मा है राम यदि फिर भी कहो कि तीन रामोंमें कौन राम तो दशरथात्मज राम यह सुन ब्रह्माजी चुप हो गये तब रामजी बोले, कि जो मैं हूं जहांसे जिस लिये आया हूं वह आप कहिये

तव ब्रह्माजी बोले कि “ भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधो विभुः ” ऐसा कहा काहेसे कि ब्रह्माजी तो नारायण ही स्वरूपतक पहुँचे हैं और नारायण श्रीरामजीके अंश हैं । यथा भारद्वाजसंहितायां—

नारायणोपि रामांशः शंखचक्रगदाब्जधृक् ॥

चतुर्भुजस्वरूपेण वैकुण्ठे च प्रकाशते ॥ ३७ ॥

अवतारा बहवः सति कलाश्चांशविभूतयः ॥

राम एव परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमव्ययम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—नारायण भी रामजीके अंश हैं और शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुर्भुजस्वरूपसे वैकुण्ठमें प्रकाश करते हैं । कला अंश विभूति आदि भेदकरके बहुत अवतार हैं और रामजी जो हैं सो ही परमब्रह्म हैं सच्चिदानन्द मायासे रहित इससे नररूप नित्य राम ही परब्रह्म हैं यथा ॥ वसिष्ठसंहितायां ६ अध्याये भरद्वाज प्रति वसिष्ठवाक्यम्—

पश्चिमे चोत्तरे भागे पूर्वे पुर्याः सरित्तटा ॥

वहति श्रीमती नित्या सरयूलोकपावनी ॥ ३९ ॥

चिंतामणिमयी नित्या चतुर्विंशतियोजना ॥

परितो भात्ययोध्याया भूमिः सच्चिन्मयी मृदुः ॥ ४० ॥

यत्र वृक्षलतागुल्मपत्रपुष्पफलादिकम् ॥

यत्किंचित्पक्षिभृंगादि तत्सर्वं भाति चिन्मयम् ॥ ४१ ॥

नित्या इक्ष्वाकवः सर्वे नित्या रघुकुलोद्भवाः ॥

नित्योऽहं मुनयो नित्या नित्याः सर्वे च मंत्रिणः ॥ ४२ ॥

अयोध्यावासिनो नित्या ब्राह्मणप्रमुखास्तथा ॥

नित्या भृत्याश्च दास्यश्च श्रीराजकुलसेवकाः ॥ ४३ ॥

अर्थ—पश्चिम और उत्तरभागमें तथा पूर्वमें सरित्तट लोकपावनी श्रीमती नित्य सरयूजी वहती हैं । चिंतामणिमयी नित्या सत्यस्वरूपा २४ योजन ९६ कोश चौड़ी गोलाकार सच्चिदानन्दमयी अति कोमलभूमिकरके अयोध्यापुरी शोभित है । जहां वृक्ष, लता, गुल्म, पत्र, पुष्प, फलादिक सब जो कुछ पक्षी भृंगादि हैं वह सब सच्चिदानन्दमय शोभित हैं । इक्ष्वाकु नित्य हैं सब नित्य रघुवंशी

हैं वशिष्ठजी कहते हैं कि मैं भी नित्य हूं सब मुनि लोग नित्य हैं आठों मंत्री नित्य हैं । अयोध्यावासी सब नित्य हैं ब्राह्मण सब नित्य हैं नौकर चाकर जितने राज-कुलके सेवक हैं सो सब नित्य हैं ॥

कौशल्या श्रीमती नित्या नित्यो दशरथो नृपः ॥

कैकेयी च सुमित्राद्या नित्या श्रीराजयोषितः ॥ ४४ ॥

श्रीरामो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नो भरतस्तथा ॥

नित्या रघुकुलोद्भूता नित्यास्सर्वे कुमारकाः ॥ ४५ ॥

नित्यं दशरथस्यांके स्थितस्य परमात्मनः ॥

तावद्ब्रह्ममहेशाद्याः सेन्द्रा ब्रह्माण्डकोटयः ॥ ४६ ॥

कटाक्षाद्रामचन्द्रस्य लयं यावद्भवन्ति च ॥

रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम् ॥

एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥ ४७ ॥

नित्य राम
लीला

अर्थ—श्रीमती कौशल्या नित्य हैं राजा दशरथजी नित्य हैं और कैकेयी सुमित्रा आदिले सब राजस्त्री नित्य हैं । श्रीरामजी लक्ष्मणजी शत्रुघ्नजी तथा भरतजी नित्य रघुकुलमें सब राजकुमार हैं नित्य दशरथजी के गोदमें परमात्मा श्रीरामजी स्थित हैं । तबतक ब्रह्मा महेशादिक देव सब इन्द्र सहित कोटि २ ब्रह्माण्ड श्रीरामचन्द्रजीके कटाक्षसे नाश और उत्पन्न होते हैं ॥ श्रीरामजीके नाम रूप लीलाधाम परेसे परे यह चारो नित्य सच्चिदानन्दके स्वरूप हैं । हे शिष्य ! इन सब प्रमाणोंसे नित्य दशरथात्मज नराकार परब्रह्म हैं सोई सिद्धांत महर्षि वाल्मीकिजीका है काहेसे कि रावणका मृत्यु नरहीके हाथसे है सोई गोस्वामीजीका मत है यथा—“इच्छामय नखेप सँवारे ॥ होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥” यह वचन मनुजीसे रामजीका है फिर “नरके कर आपन वध वांची ॥” ऐसा कहा है इससे नररूप सनातन परमात्मा राम ही हैं दूसरा नहीं यह निश्चय है इसीसे वाल्मीकिजीने रामायणमें रावण कुम्भकर्णके पूर्वजन्मके वृत्तान्त नहीं लिखे हैं कि जय विजय हैं कि जलंधर है कि रुद्रगण है कि प्रतापभानु रावण है सो कुछ नहीं कहा और न दशरथही जीके वृत्तान्त कहा कि कश्यप अदिति हैं कि मनु शतरूपा हैं काहेसे कि इन सबके नाम कहनेसे प्रसिद्ध होजायगा और महर्षिजीका गुप्त सिद्धांत है दूसरे माधुर्य्य पक्ष है काहेसे कि श्रीरामजी अनन्तमाधुर्य्यस्वरूप ही हैं यथा महेश्वरतंत्रे—

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्यानां गुह्यमुत्तमम् ॥
ब्रह्मनारदसंवादं महापातकनाशनम् ॥ ४८ ॥

ब्रह्मोवाच नारदं प्रति ॥

नारायणमुखोद्गीर्णं प्रोच्यते यच्छ्रुतं मया ॥
ततः किञ्चित्प्रवक्ष्यामि शृणु ब्रह्मन् महाऋषे ॥ ४९ ॥
चिन्मयानन्दसारात्माऽनन्तमाधुर्य्यविग्रहः ॥
परिपूर्णतम ब्रह्म स्वयं रामः सनातनः ॥ ५० ॥

अर्थ-शिवजी बोले हे देवि ! सुनो मैं गुप्तसे भी उत्तम गुप्त कहता हूँ ब्रह्मा और नारदका संवाद जो कि महापापका नाश करने वाला है। ब्रह्माजी बोले हे महाऋषे! सुनो वैकुण्ठमें नारायणके मुखसे जो कुछ मैंने सुना है उससे कुछ कहता हूँ। सच्चिदानन्द सारके सार अनन्त माधुर्य्यके स्वरूप परिपूर्णतम स्वयं सनातन ब्रह्म रामजी हैं। इसीसे महर्षिजीने सर्वत्र माधुर्य्यही रूप वर्णन किया है इसी कारणसे महर्षिजीको लक्ष्मणजीने शाप दिया है सो ब्रह्मसंहितामें प्रसिद्ध है।

प्रश्न-हे स्वामीजी यह कथा कैसी है सो कहिये।

उत्तर-हे शिष्य ! यह कथा ऐसी है कि एक दिन वाल्मीकिजी साकेतलोक गये श्रीरामजीने हाथजोड़ प्रणाम किया महर्षिजीने आशीर्वाद दिया कि हे राजकुमार चिरंजीव रहो यह सुनके लक्ष्मणजीको क्रोध हुआ और बोले कि आपने रामायणमें तो सर्वत्र राजकुमार ही करके रामजीको वर्णन किया है सोई दृष्टि इहां भी है इससे आप फिर राजकुमारके ऐश्वर्य्ययुक्त चरित्र भाषामें वर्णन करो सोई तुलसीदास होकर चारोंकल्पके कथा दर्शयके रामयशवर्णन किया है और श्रीरामजीका स्वभाव यह है कि जो कोई ऐश्वर्य्ययुक्त बड़ाई करते हैं तो सकुचाय जाते हैं सो विनयमें कहा है "सहज सरूप कथा सुनिवरनत रहत सकुचि सिरनाई ॥ केवटमीत कहे सुख मानत वानरबंधु बड़ाई ॥" ऐसा कहा है इससे बड़ेका एही स्वभाव है कि प्रशंसा करनेसे सकुचि जाते हैं इसीसे रामजीने अपनेको स्वयं ब्रह्म कहीं नहीं कहा है एही बड़ेका स्वभाव है।

प्रश्न-हे स्वामी जी जब दूसरे जन्ममें मनु शतरूपा वसुदेव देवकी हुए तो रामजी कृष्णावतार धारण किये कि नहीं सो कहिये।

उत्तर-हे शिष्य ! भुसुण्डिरामायणमें ऐसा लिखा है कि ॥

हर्षिता राधिका तत्र जानक्यंशसमुद्भवा ॥

रामस्यांशांशसंभूतः कृष्णो भवति द्वापरे ॥ ५१ ॥

सीतायाश्च त्रयोप्यंशाः श्रीभूलीलादिभेदतः ॥

श्रीभवेदुक्किमणी भूः स्यात्सत्यभामा दृढव्रता ॥ ५२ ॥

लीला स्याद्वाधिका देवी सर्वलोकैकपूजिता ॥

तत्तत्कांचनगौरांगी शक्तीनां शक्तिदायनी ॥

कोटिलक्ष्मीसखीवृन्दसीमतोत्तंशमैथिली ॥ ५३ ॥

अर्थ—तहां आनंदपूर्वक श्रीराधिकाजी श्रीजानकीजीके अंशसे उत्पन्न होती हैं श्री और श्रीरामजीके अंशांशसे द्वापरमें श्रीकृष्णजी होते हैं। श्रीसीताजीके अंशसे श्रीदेवी भूदेवी लीलादेवी तीनों हैं तिनमें श्रीलक्ष्मी रुक्मिणी हैं, भूदेवी दृढव्रतवाली सत्यभामा हैं और लीलादेवी सबलोकों करके पूजित श्रीराधिकाजी हैं ॥ तत्तत् सुवर्णसे गौरांगी सब देवी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती आदिशक्तियोंको भी शक्ति देने वाली कोटि लक्ष्मी और सखिवृंदसे सेवित हैं श्रीसीताजी और ये सब अंशसे भी होती हैं ऐसा कहा है इससे कृष्णजी भी रामजीके अंश हैं इसमें संदेह करना बुरा है फिर भी सामवेदसुदर्शनसंहितामें है ॥

मत्स्यश्च रामहृदयं योगरूपी जनार्दनः ॥

कूर्मश्चाधारशक्तिश्च वाराहो भुजयोर्वलम् ॥ ५४ ॥

नारसिंहो महाकोपो वामनः कटिमेखला ॥

भार्गवो जंघयोर्जातो बलरामश्च पृष्ठतः ॥ ५५ ॥

बौद्धश्च करुणा साक्षात्कल्किश्चित्तस्य हर्षतः ॥

कृष्णः शृंगाररूपश्च वृंदावनविभूषणः ॥

एते चांशकलाः सर्वे रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—मत्स्यावतार श्रीरामके हृदयसे योगरूप जनार्दन भगवान् हैं और कूर्मावतार रामजीके आधार शक्ति हैं वाराहभगवान् दोनों भुजाके बल हैं नरसिंह रामजीके महाक्रोध हैं और वामनजी कटिसे परशुरामजी दोनों जंघाओंसे हुये हैं बलरामजी रामजीके पीठसे हैं और बौद्धभगवान् गयाजीवाले रामजीके साक्षात् करुणा हैं और कल्कि चित्तके हर्षसे हुये हैं श्रीकृष्णभगवान् वृंदावनके विभूषण श्रीरामजीके शृंगाररूप हैं । भाव—दंडकवनवासी ऋषियोंके लिये शृंगार अवतार वारणकरके सब गोपियोंको सुख दिया यह कथा विस्तारपूर्वक महारामायणमें

और आदि रामायणमें वर्णन की है ये सब अंशकला अवतार हैं और रामजी तो स्वयं भगवान् हैं। फिर भी शिवसंहिताके पंचम पटल २: अध्यायमें ऐसा कहा है कि-

अयोध्यापतिरेव स्यात्पतीनां पतिरीश्वरः ॥

अन्येषां मथुरादीनां रामांशाः पतयो यतः ॥ ५७ ॥

अवतारास्तु बहवः कला अंशा विभूतयः ॥

रामो धनुर्धरः साक्षात्सर्वेशो भगवान् स्वयम् ॥ ५८ ॥

भोगस्थानपराऽयोध्या लीलास्थानं त्विदं भुवि ॥

भोगलीलापती रामो निरंकुशविभूतिकः ॥ ५९ ॥

भोगस्थानानि यावन्ति लीलास्थानानि यानि च ॥

तानि सर्वाणि तस्यैव पुरो व्याप्यानि सर्वशः ॥ ६० ॥

स बाह्याभ्यन्तरं कृत्स्न आनन्दरसस्यन्दितः ॥

मधूदधिरिवापारो राम एव परः पुमान् ॥ ६१ ॥

अर्थ-शिवजीके वचन हैं पार्वतीसे कि अयोध्यापति रामही हैं पतियोंका पति ईश्वर दूसरा मथुरादिके पति, कृष्णादिक स्वरूप सब रामजीके अंश हैं। अवतार तो बहुत हैं कला अंश विभूतिवाले और श्रीरामजी धनुर्धर साक्षात् सर्वके ईश्वर स्वयं भगवान् हैं ॥ भोगस्थानमें परा अयोध्यापुरी है और लीलास्थान भूमण्डलमें यह अयोध्यापुरी है श्रीरामजी भोग और लीला दोनों अयोध्यापुरीके पति हैं और दोनों अयोध्याके ऐश्वर्य अखण्ड हैं। भोगस्थानोंमें जितने विभव हैं लीलास्थानोंमें भी जौन ही है वही सब ऐश्वर्य: तिनके ही पुरीमें सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। सर्वानन्दरसरूपकरके अयोध्या पूरित है मधुसागरके समान अपार है तिनमें पर पुरुष एक राम ही हैं दूसरा नहीं फिर भी उसी शिवसंहितामें लिखा है। यथा-

द्विभुजो जानकीजानिः सदा सर्वत्र शोभते ॥

भक्तेच्छातो भवेदेष वैकुण्ठे तु चतुर्भुजः ॥

कल्पितं चापरं रूपं नित्यं द्विभुजमेव तत् ॥

परमं रससंपन्नं ध्येयं योगविदां वरैः ॥

अर्थ-जानकीजीवन श्रीरामजी सदा द्विभुजस्वरूपसे शोभा देते हैं और भक्तोंकी इच्छाकरके वह चतुर्भुज नारायण वैकुण्ठवासी हुये हैं ॥ और स्वरूप केवल भक्तोंके

लिये प्रभुने कल्पना किया है यथा “उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना” इस श्रुतिके अनुसार और द्विभुजस्वरूप नित्य है वह परम रसमय है सब योगियों करके ध्यान किये जाते हैं। फिर भी अगस्त्यसंहितामें लिखा है कि २४ चौबीसों अवतार श्रीरामजीके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं जहां जिसको रामजीकी आज्ञा होती है सो अवतार लेकर संपूर्ण कार्य करके फिर साकेतलोकमें रामजीके सामने पहुंच जाते हैं यह सिद्धांत अगस्त्यजीने सुतीक्ष्णजीसे कहा है सो थोड़ा लिखते हैं एक समय सब ऋषि मुनि लोग रामनवमाके दिन अयोध्याजीमें आये और सरयूमें स्नान कर संध्यापासनादि नित्यकर्म करके सब ऋषियोंने नारदजीसे प्रश्न किया कि श्रीरामपरब्रह्मका यथार्थ स्वरूप क्या है सो कहिये ? तब परमतत्त्वके ज्ञाता श्रीनारदजी बोले । यथा—

श्रीकौशलस्वरूपं च श्रोतव्यं भावसंयुतम् ॥

येऽवताराः समाख्यातास्तस्मिंस्तस्मिंयुगे युगे ॥ ६२ ॥

साकेतवासीपुरुषात्तथा तज्जातिभेदतः ॥

संभवन्ति सदा ते वै ह्यवतारा न संशयः ॥ ६३ ॥

सावधानेन तत्सर्वं शृणुध्वं ब्राह्मणा शुभम् ॥

साकेताहं सतोत्पन्नो हंसो ज्ञानेन सागरः ॥ ६४ ॥

कुमारं बोधयामास विज्ञानार्थं सुनिश्चितम् ॥

श्रीसाकेतनिवासिनां कुमारेभ्यः सदा मुने ॥ ६५ ॥

सनकाद्याः समुद्भूता वेदवेदांगपारगाः ॥

श्रीसाकेतस्थविप्रेण वामनेन सहस्रशः ॥ ६६ ॥

वामनाख्याऽवतारास्तु संभवंति युगे युगे ॥

विमला नरसिंहाभ्यां नृसिंहो जायते सदा ॥ ६७ ॥

स्वभक्तारक्षणार्थाय कल्पे कल्पे न संशयः ॥

श्रीकृष्णाद्यावताराणां संख्या कर्तुं न शक्यते ॥

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवन्ति युगे युगे ॥ ६८ ॥

अर्थ—नारदजी वाले कि श्रीरामजीके परस्वरूप भाव संयुक्त सुनो काहेसे कि सुनवे योग्य है जितने अवतार विरूपात हैं और जिस २ युगमें होतेहैं वह सब साकेतवासी पुरुषोंके अंशसे तथा जितने जाति भेदसे निश्चय करके सर्वदा सब

अवतार उत्पन्न होतेहैं इसमें संदेह नहीं । नारदजी बोले कि हे ब्राह्मणों ! आप सब सावधान होकर सुनो । साकेतसे मैं और हंसावतार ज्ञानके सागर उत्पन्न हुये और कुमारको ज्ञानबोध करते भये निश्चय करके । श्रीसाकेतनिवासी कुमारोंसे सर्वदा सनकादि चारोंभाई वेदेवेदांगके जाननेवाले उत्पन्न हुये हैं । श्रीसाकेतके बांसी हजारों वामनसे वामनावतार युग २ में होतेहैं तैसे ही हजारों नृसिंहेसे नृसिंह अवतार अपने भक्तक्षार्थ कल्प २ में होतेहैं । कृष्णादि अवतारोंकी गिनती कर नहीं सकतेहैं सर्व धर्मसंस्थापनार्थ युग २ में उत्पन्न होतेहैं । हे शिष्य ! इसके आगे और भी विस्तारसे वर्णन किया है । कि साकेतलोकेमें हजारों परसुराम हैं, हजारों विष्णुनारायणके अवतार राम हैं हजारों भक्त्यावतार हैं, कूर्मावतार हैं, बौद्धावतार हैं, वाराहअवतार हैं, कल्कीअवतार हैं, हजारों नारायण हैं, विष्णु हैं, ब्रह्माजी हैं, शिवजी हैं, महा विष्णु हैं, महा शंभु हैं याने कुछ संख्या नहीं है सब श्रीरामजीके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं । हे शिष्य ! यही सिद्धांत प्रह्लादजीके अवतार कैवीरजीके हैं कि ॥

सब अवतार जासु महिमंडल अनंतखंडो कर जोरे ॥
अद्भुत अगम अथाह रचोहै ई सब सोभा तोरे ॥

जहां सतगुरु खल ऋतु वसंत । तहं परम पुरुष सब साधु संत ॥ वह तीनलोक ते भिन्न राज ॥ तहं अनहद ध्यान चहुं पास बाज ॥ दीपक बरे जहं निराधार ॥ विरला जन कोई पाव पार ॥ जहं कोटि कृष्ण जोरे दुहाय ॥ जहं कोटि विष्णु नावें सुमाय ॥ जहं कोटि ब्रह्मा पढ़ें पुराण ॥ जहं कोटि महादेव धरें ध्यान ॥ जहं कोटि सरस्वती करै गान ॥ जहं कोटि इन्द्र गावने लाग ॥ जहं गणगन्धर्व सुनिगानि जाहि ॥ सो तहंवा प्रगट आपु आहि ॥ तहं चोवा चन्दन अरु अवीर ॥ तहं पुहुप वास भरि अति गंभीर ॥ जहं सुरति सुरंग सुगन्ध लीन ॥ सब वही लोकमें वास कीन ॥ मैं अजरदीप पंडुचो सुजाइ ॥ तहं अमर पुरुषके दरश पाइ ॥ सो कह कवीर हृदया लगाइ ॥ यह नरक उधारन नाम जाइ ॥ ऐसा कहा है और गोस्वामीजीके रामायणमें भी यही सिद्धांत है । यथा—“ राम काम शत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥ शक्र कोटि शत सरिस विलासा ॥ नभ शत कोटि अमित अवकासा ॥ मरुत कोटि शत विपुल वल, रविशत कोटि प्रकाश ॥ शशि शत कोटि सुशीतल, शमन सकल भवत्रास ॥ काल कोटि शत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुर्गत ॥ धूम केतु शत कोटि सम, दुराधर्प भगवन्त ॥ प्रभु अगाध शत कोटि पताला ॥ शमन कोटि शत सरिस कराला ॥ तीरथ अमित कोटि शत पावन ॥ नाम अखिल अघ पूग नशावन ॥ हिमगिरि कोटि

अचल रघुवीरा ॥ सिन्धु कोटि शत सम गंभीरा ॥ कामधेनु शत कोटि समाना
 सकल काम दायक भगवाना ॥ शारद कोटि अमित चतुराई ॥ विधि शत कोटि सृष्टि
 निष्ठुनाई ॥ विष्णु कोटि शत पालन कर्ता ॥ रुद्र कोटि शत सम संहर्ता ॥ धनद कोटि
 शत सम धनवाना ॥ माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ भारधरन शतकोटि अहीशा ॥
 निरवाधि निरुपम प्रभु जगदीशा ॥ निरुपम न उपमा आन रामसमान राम निगम
 कहै । जिमि कोटि शत खद्योत सम रावि कहत अति लघुता लहै ॥' ऐसा कहा है
 इससे रामजीके समान राम ही हैं ऐसा वेद कहता है दूसरी उपमा नहीं है यदि
 सूर्यतासे रामजीके समान दूसरेको कहै तो लघुता है जैसे असंख्य कोटि जुगनूके
 समान सूर्यको कहना तुच्छ है सोई जानना चाहिए फिर भी कहा है यथा—
 “राका रजनी भगति तव, रामनाम सोइ सोम ॥ अपर नाम उडगन विमल,
 वसहु भगत उर व्योम ॥ ” ऐसा कहा है इससे गोस्वामीजीका भी सिद्धान्त
 वही है जोकि पूर्व ही कहिआयेहैं सोई फिर सदा शिवसंहितामें शेषजीने वेदसे
 कहा है । यथा—

भानुकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिप्रमोदकम् ॥

इन्द्रकोटिसदामोदं वसुकोटिवसुप्रदम् ॥ ६९ ॥

विष्णुकोटिप्रतिपालं ब्रह्मकोटिविसर्जनम् ॥

रुद्रकोटिप्रमर्दं वै मातृकोटिविनाशनम् ॥ ७० ॥

भैरवकोटिसंहारं मृत्युकोटिविभीषणम् ॥

यमकोटिदुराधर्षं कालकोटिप्रधावकम् ॥ ७१ ॥

गंधर्वकोटिसंगीतं गणकोटिगणेश्वरम् ॥

कामकोटिकलानाथं दुर्गाकोटिविमोहनम् ॥ ७२ ॥

सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वानन्दैकदायकम् ॥

कौशल्यानंदनं रामं केवलं भवखण्डनम् ॥ ७३ ॥

अर्थ—कोटि सूर्यके समान प्रकाश हैं, कोटि चन्द्रके समान आनन्द (शीतल) हैं, राम के
 कोटि इन्द्रके समान सदा आनंद हैं, कोटि वसुके समान द्रव्यको देनेवाले हैं, ५७
 कोटि विष्णुके समान पालन कर्ता हैं, कोटि ब्रह्माके समान सृष्टिकर्ता हैं, कोटि शिवके
 समान संहारकर्ता हैं कोटि मातृके समान नाशकर्ता हैं, कोटि भैरवके समान
 संहारकर्ता हैं, कोटि मृत्युके समान सबको भक्षण करनेवाले हैं कोटि यमके समान
 महा कठिन हैं, कोटि कालके समान दौड़नेवाले हैं कोटि गंधर्वके समान गानविद्याम

निपुण हैं, कोटि गणके समान गणेश्वर (गणेश) हैं, कोटि कामके समान कलानाथ हैं, कोटि दुर्गाके समान विमोहकरनेवाले हैं, सर्व सौभाग्यके स्थान सर्वआनन्दके देनेवाले हैं, कौशल्यानन्दन श्रीरामजी केवल संसारके जन्म मरण नाश करने वाले हैं । हे शिष्य ! शिवसंहितामें लिखा है कि विष्णु नारायण कृष्णादि सब अवतार रामनामको जपते हैं और हाथजोड़े सामने खड़े हैं यथा—शिवसंहितायां पंचमपटले द्वितीयाध्याये श्रीशिव उवाच पार्वतीं प्रति—

आसीनं तमयोध्यायां सहस्रस्तंभमण्डिते ॥

मण्डपे रत्नसंज्ञे च जानक्या सह राघवम् ॥ ७४ ॥

मत्स्यकूर्मकिर्य्यनेको नारासिंहोऽप्यनेकधा ॥

वैकुण्ठोऽपि हयग्रीवो हरिः केशववामनौ ॥ ७५ ॥

यज्ञो नारायणो धर्मपुत्रो नरवरोऽपि च ॥

देवकीनन्दनः कृष्णो वासुदेवो बलोऽपि च ॥ ७६ ॥

पृथ्निगर्भो मधुन्मार्थी गोविंदो माधवोऽपि च ॥

वासुदेवो परोऽनन्तः संकर्षण इरापतिः ॥ ७७ ॥

प्रद्युम्नोऽप्यनिरुद्धश्च व्यूहास्सर्वेऽपि सर्वदा ॥

रामं सदोपतिष्ठन्ते रामादेशे व्यवस्थिताः ॥ ७८ ॥

एतैरन्यैश्च संसेव्यो रामो नाम महेश्वरः ॥

तेषामैश्वर्यदातृत्वात्तन्मूलत्वान्निरीश्वरः ॥ ७९ ॥

अर्थ—हजारों खंभकर शोभित रत्नमण्डपमें श्री अयोध्याजीमें जानकीजीके सहित रामजीको बैठे हुए सामने मत्स्य कूर्म, वाराह, नरसिंह अनेकन वैकुण्ठ भगवान्भी, हयग्रीव, हरि, केशव, वामन, यज्ञ नारायण धर्म पुत्र नरश्रेष्ठ भी और देवकी पुत्र कृष्णजी, वासुदेव, बलदेव भी और पृथ्निगर्भ, मधुसूदन, गोविंद, माधव भी और वासुदेव पर प्रभु अनन्त, संकर्षण, लक्ष्मीपति, प्रद्युम्न भी, अनिरुद्ध चतुर्व्यूह सब सर्वदा श्रीरामजीके सामने खड़े हैं आज्ञामें स्थित हैं जिनको जो रामाज्ञा होती है सो सब करते हैं इतना जो कहि आये हैं और अन्य सब श्रीराम नाम महा ईश्वर सेवते हैं भाव—सबकोई रामनाम जपते हैं तिन सबको ऐश्वर्य देनेसे रामजी पर ब्रह्म सबके मूल हैं और रामजीके ईश्वर कोई नहीं हैं भाव रामजी प्रथम कहेहुये सबके ईश्वर हैं इससे रामजीसे परे कुछ नहीं है फिर भी शिवजी बोले यथा—

इन्द्रनामा स इन्द्राणां पतिस्साक्षी गतिः प्रभुः ॥
 विष्णुस्स्वयं स विष्णूनां पतिर्वेदांतकृद्भिः ॥ ८० ॥
 ब्रह्मा स ब्रह्मणां कर्त्ता प्रजापतिपतिर्गतिः ॥
 रुद्राणां स पती रुद्रो रुद्रकोटिनियामकः ॥ ८१ ॥
 चन्द्रादित्यसहस्राणि रुद्रकोटिशतानि च ॥
 अवतारसहस्राणि शक्तिकोटिशतानि च ॥ ८२ ॥
 इन्द्रकोटिसहस्राणि विष्णुकोटिशतानि च ॥
 ब्रह्मकोटिसहस्राणि दुर्गाकोटिशतानि च ॥ ८३ ॥
 महाभैरवकल्याणी कोट्यर्बुदशतानि च ॥
 गंधर्वाणां सहस्राणि देवकोटिशतानि च ॥ ८४ ॥

अर्थ—सोई रामजी इन्द्रनामसे सब इन्द्रोंके पति हैं, साक्षी हैं, गति हैं प्रभु हैं, फिर वही रामजी स्वयं विष्णु हैं और सब विष्णुके पति हैं, वेदांतशास्त्रके कर्त्ता समर्थ हैं । वही रामजी स्वयं ब्रह्मा हैं और सब ब्रह्माके कर्त्ता हैं । प्रजापतियोंके पति, गति हैं फिर वही रामजी रुद्र हैं सब रुद्रोंके पति हैं कोटि रुद्रोंके नियामक हैं । हजारों चन्द्र सूर्य सैकड़ों कोटि शिवके समान रामजी हैं, हजारों कोटि अवतारके समान हैं, सौ कोटि शक्तिके समान हैं । हजारों कोटि इन्द्रके समान हैं, सौ कोटि विष्णुके समान हैं, हजारों कोटि ब्रह्माके समान हैं, सौ कोटि दुर्गाके समान हैं ॥ शिवजी बोले हे कल्याणि ! सौ कोटि अर्बुद महा भैरवके समान रामजी हैं । हजारों गंधर्व सौ कोटि देवताओंके समान हैं । हे शिष्य ! यह रामजीके आश्चर्य ऐश्वर्य वर्णन हैं पुनः ॥

वेदाः पुराणशास्त्राणि तीर्थकोटिशतानि च ॥
 देवब्रह्ममहर्षीणां कोटिकोटिशतानि च ॥ ८५ ॥
 निर्मत्सरैश्च विद्वद्भिर्मन्त्रार्थप्रयतैरपि ॥
 प्रोच्यन्ते यानि तान्येव रामांशाद्ब्रह्मवादिभिः ॥ ८६ ॥
 यं वेदांतविदो ब्रह्म वदन्ति ब्रह्मवादिभिः ॥
 परमात्मेति योगीन्द्रा भक्तास्तु भगवानिति ॥
 सभां यस्य निपेवंते स श्रीराम इतीरितः ॥ ८७ ॥

अर्थ—वेद ४ पुराण १८ शास्त्र ६ सौ कोटि तीर्थके समान पवित्र रामनाम
 देवर्षि ब्रह्मर्षि महर्षियोंके सैकड़ों कोटिके समान मंत्रार्थ प्रतिपादन करनेमें रामजी
 विद्वान् हैं और निर्मत्सर हैं पूर्वोक्त जो सब कहे हैं वही सब रामजीके अंशसे
 ऐसा ब्रह्मवादी सब कहते हैं। जिनको वेदांत ज्ञाता ब्रह्मवादी लोग परब्रह्म कहते हैं
 उन्हींको योगी लोग परमात्मा कहते हैं और भक्त सब भगवान् ऐसा कहते हैं जिनको
 नारायण विष्णु कृष्णादिक अवतार सब सेवा करते हैं वह श्रीराम ऐसा कहते हैं
 श्रीरामजीके समान परत्व किसीका नहीं है यह निश्चय है इसमें पक्षपात समझना
 अथवा संदेह करना बृथा है ऐसा ही महाशंभु संहितामें, अगस्त्यसंहितामें, शेष
 संहितामें, भरद्वाज संहितामें, वसिष्ठसंहितामें, सुन्दरी तंत्रादिमें वर्णन है केवल ग्रंथ-
 विस्तार होनेके भयसे नहीं लिखते हैं थोड़ेहीमें जानलो।

प्रश्न—हे स्वामी जी ! अब आप कृपाकरके श्रीसाकेतलोकका वर्णन कीजिये
 कहाँ है कैसा है। सो विस्तारसे कहिये मेरेको सुननेकी बहुत इच्छा है

उत्तर—हे शिष्य ! एक दिन वेदको संदेह हुआ कि सबसे परे रूप लीला धाम
 नाम कौन है इस बातको निर्णय करनेके लिये सब जीवोंके आचार्य जो शेषजी
 हैं उनसे वृद्धा है तब अनन्त शेषजीने उत्तर दिया। यथा—सदाशिवसंहिताम्—

महलोकः क्षितेरूर्ध्वमेककोटिप्रमाणतः ॥ ८८ ॥

कोटिद्वयेन विख्यातो जनलोको व्यवस्थितः ॥

चतुष्कोटिप्रमाणस्तु तपोलोको विराजितः ॥ ८९ ॥

उपरिष्ठात्ततः सत्यमष्टकोटिप्रमाणतः ॥

आपः प्रव्याप्तकौमारः कोटिषोडशसंभवः ॥ ९० ॥

तदूर्ध्वं परिसंख्यातो ह्युमालोकस्सुनिष्ठितः ॥

शिवलोकस्तदूर्ध्वं तु प्रकृत्या च समागतः ॥ ९१ ॥

विश्वस्य पुरतो वृत्तिः शिवस्य पुरतो बहिः ॥

एतस्माद्बहिरावृत्तिः सप्तावरणसंज्ञकः ॥ ९२ ॥

अर्थ—पृथिवीसे ऊपर महलोक एक कोटि कोश प्रमाण है और जनलोक दो
 कोटि कोश विख्यात है, तपोलोक चारकोटि कोश प्रमाण है, उससे ऊपर ब्रह्मा-
 जीके स्थान सत्यलोक आठ कोटि प्रमाणसे है। जलकाके व्याप्त तहांसे कुमार-
 लोक ऊपर षोडश कोटि कोश पर शोभित है, उससे ऊपर पूर्वोक्त संख्या करके
 युक्त उमालोक है, उससे ऊपर शिवलोक है, प्रकृतिसे मिला हुआ है संसारके

भीतर याने प्रकृतिके भीतर और शिवलोकसे बाहर इससे भीतर सप्तावरण कहातहि भाव-शिव लोक और उमालोक दोनोंके मध्य सामान्य सप्तावरण है इसासे ऊपर सप्तावरण कहा तक है सो कहते हैं । यथा-

तदूर्ध्व कोटिपंचाशत्क्रमादशगुणात्परम् ॥

भूमिरापोऽनलो वायुः खमहं च त्रिधापरम् ॥ ९३ ॥

महामूलेन प्रकृतेः सप्तावरणसंज्ञकः ॥

तदूर्ध्व सर्वसत्त्वानां कार्यकारणमानिनाम् ॥ ९४ ॥

निलयं परमं दिव्यं महावैष्णवसंज्ञकम् ॥

शुद्धस्फटिकसंकाशं नित्यस्वच्छमहोदयम् ॥ ९५ ॥

निरामयं निराधारं निरंबुधिसमाकुलम् ॥

भासमानं स्ववपुषा वयस्यैश्च विजृम्भितम् ॥ ९६ ॥

मणिस्तम्भसहस्रैस्तु निर्मितं भवनोत्तमम् ॥

वज्रवैदूर्यमाणिक्यैश्च रत्नदीपकम् ॥ ९७ ॥

हेमप्रासादमावृत्य तरवः कामजातयः ॥

वर्थ-तिसके ऊपर पचाश कोटि योजन क्रमसे दशगुण एकसे एक परे पृथिवी, ^{शिवलोक} जल, अग्नि, वायु, आकाश, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ^{से भी} त्रिधाहंकार है, महामाया ^{ऊपर} मूलप्रकृति पर्यंत सप्तावरण है, ब्रह्माण्डके प्रमाण इहैतक है इसके ऊपर सब जीवोंके ^{सप्तावरण} आदिकारण जहासे कि सब कार्य होता है, वह परम दिव्य महा वैकुण्ठ लोक है ^{हैं ५ गुण} जो शुद्धस्फटिकके तुल्य प्रकाश नित्य स्वच्छ महाकांतियुक्त मायासे रहित ^{प्रकृतिक} निराधार केवल शून्याकारमें विराजमान चारोंओर जल प्रवाहकरके युक्त अपने ^{सप्तावरण} शरीरके तेजकरके प्रकाशमान ऐसा वैकुण्ठ है जिनमें हजारों मणिखचित स्वप्नसे ^{के ली} निर्मित उत्तम भवन हैं जिनकी अलौकिक शोभा है जहां वज्रमणि वैदूर्य (मृंगा) ^{शुद्धस्फटिक} हीरालाल करके रचित दीपक है स्वर्णके चारोंतरफ कोट है और बड़े २ महलकरके ^{के समान} शोभित है जहां चारोंओर कल्प वृक्ष शोभित है । ^{मणिमय}

रत्नकुण्डैरसंख्यातपुरुषैर्मलयवासिभिः ॥ ९८ ॥

स्त्रीरत्नैः परमाह्लादैः संगीतध्वनिमोदितैः ॥

स्तुतं च सेवितं रम्यं रत्नतोरणमण्डितम् ॥ ९९ ॥

कारुण्यरूपं तन्नीरं गंगा यस्माद्विनिःसृता ॥

अनन्तयोजनोच्छ्रायमनन्तयोजनायतम् ॥ १०० ॥

यत्र शेते महाविष्णुर्भगवाञ्जगदीश्वरः ॥

सहस्रमूर्द्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ १०१ ॥

यन्निमेषाज्जगत्सर्वं लयीभूतं व्यवस्थितम् ॥

इन्द्रकोटिसहस्राणां ब्रह्मणां च सहस्रशः ॥ १०२ ॥

उद्भवन्ति विनश्यन्ति कालज्ञानविडम्बनैः ॥

यदंशेन समुद्भूता ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ १०३ ॥

कार्यकारणसंपन्ना गुणत्रयविभावकाः ॥

यत्र आवर्तते विश्वं यत्रैव च प्रलीयते ॥ १०४ ॥

तद्वेदापरमं धाम मदीयं पूर्वसूचितम् ॥

एतद्वह्यं समाख्यातं ददातु वाञ्छितं हि नः ॥ १०५ ॥

अर्थ-असंख्य रत्नकुण्ड हैं पुरुष सब जहां मलयसुगन्धकरके युक्त हैं जहां हजारों स्त्रीरत्नकरके परमानन्द होरहा है सबके गीतध्वनिसे चारों ओर परिपूरित आनन्द उमडरहा है स्तुति और सेवासे युक्त अतिसुन्दर तोरणकरके शोभित होरहा है जिन सबके करुणा करके जल प्रवाहसे जिससे कि गंगाजी निकली हैं । वह गंगाजी अनन्त योजन ऊंची अनन्त योजन चौड़ी हैं, जहां संपूर्ण संसारके ईश्वर महाविष्णु भगवान् सोते हैं, जिनको हजारों शिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों चरण हैं, सब संसार जिनकी आत्मा है, जिनके निमेषमात्रसे संपूर्ण संसार नाश होते हैं और उत्पन्न होते हैं, हजारों इन्द्र हजारों ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं, कालज्ञान पाकर जिनके अंशसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सब होते हैं । कार्य कारणकरके युक्त तीनों गुणोंके विभाग करनेवाले हैं, जहांसे संसार होते हैं और जहांपर फिर लय होजाते हैं । हे वेद ! वही परमधाम मैंने पूर्व सूचित किया है यह गुप्त भेदका प्रसिद्धकरना मैं वाञ्छित फलको देवै है इससे कहा है ॥

तदूर्ध्वं तु परं दिव्यं सत्यमन्यद्व्यवस्थितम् ॥

न्यासिनां योगिनां स्थानं भगवद्भावनात्मनाम् ॥ १०६ ॥

महाशंभुमोदतेऽत्र सर्वशक्तिसमन्वितः ॥

तदूर्ध्वं तु परं कांतं महावैकुण्ठसंज्ञकम् ॥ १०७ ॥

वासुदेवादयस्तत्र विहरन्ति स्वमायया ॥

राघवस्य गुणो दिव्यो महाविष्णुस्वरूपवान् ॥ १०८ ॥

वासुदेवो घनीभूतस्तनुतेजो महाशिवः ॥

तदूर्ध्वं तु स्वयं भातो गोलोकः प्रकृतेः परः ॥ १०९ ॥

वामनो गोचरातीतो ज्योतीरूपः सनातनः ॥

अर्थ—तिसके ऊपर परमदिव्य ज्योतिरूप निराधार सत्यलोक स्थित है जहां सन्यासियोंके योगियोंके हरि भक्तोंके स्थान हैं इहां महाशिव सर्वशक्तियोंसे युक्त आनन्द करतेहैं तिसके उपर परमदिव्य कांतियुक्त महावैकुण्ठ लोक है तहां वासुदेवादि चतुर्व्यूह अपनी माया करके विहार करते हैं पूर्वोक्त महाविष्णुजी रामजीके दिव्य गुण हैं वासुदेव भगवान् रामजी घनी ऐश्वर्य हैं और शरीरके तेज महाशिव हैं । तिसके ऊपर ९०० कोटि योजन मायासे परे गोलोक धाम है जो कि स्वयं प्रकाश मान है और वचनसे मनसे इंद्रियोंसे परे है ज्योतिरूप सनातन है ॥

तस्य मध्ये पुरं दिव्यं साकेतमिति संज्ञकम् ॥

योषिद्रत्नमणिस्तंभप्रमदागणसेवितम् ॥ ११० ॥

तन्मध्ये परमोदारः कल्पवृक्षो वरप्रदः ॥

तस्याधः परमं दिव्यं रत्नमण्डपमुत्तमम् ॥ १११ ॥

तन्मध्ये वेदिका रम्या स्वर्णरत्नविनिर्मिता ॥

तन्मध्ये च परं शुभ्रं रत्नसिंहासनं शुभम् ॥ ११२ ॥

सहस्रारं महापद्मं कर्णिकारैस्समुत्तमम् ॥

तन्मध्ये मुद्रिकाभिन्नं मुद्राद्वाभ्यां विभिन्नकम् ॥ ११३ ॥

वह्नीन्दुमण्डलेनापि वेष्टितं बिंदुभूषितम् ॥

चन्द्रकोटिप्रतीकाशं छत्रकं च सचामरम् ॥ ११४ ॥

सदाऽमृतघनसावि मुक्तादामवितानकम् ॥

अर्थ—उस गोलोकके मध्यमें परमदिव्य साकेतपुरी है जो कि मणियोंसे रचित है और स्त्रीरत्नोंसे सेवित है, उसके बीचमें परम उदार (श्रेष्ठ) वरका देनेवाला कल्पवृक्ष है उस कल्पवृक्षके नीचे परम दिव्यरत्नोंसे बनी हुई उत्तम मण्डप है, उस मण्डपके बीचमें स्वर्ण रत्नोंसे रचित अति सुन्दर एक वेदिका है, उस वेदिकाके बीचमें अत्यन्त उज्ज्वल मंगलदायक रत्नसिंहासन है, उस पर हजारदलवाला

महाकमल है, वह उत्तम कर्णिका करके युक्त है उसके बीचमें एक मुद्रिका भिन्न है गोलाकार उसके नीचे भागमें दो मुद्रा भिन्न हैं, वह अग्रिमण्डल और चन्द्रमण्डल करके वेष्टित है और विंदुकरके विभूषित है। कोटि चन्द्रमाके समान छत्र और चामर शोभित है जिससे अमृत समान मेघ वर्षते हैं और मुक्ताके शालसे युक्त वितान (चांदनी) लगी है जिसकी शोभा अपार है।

तन्मध्ये जानकी देवी सर्वशक्तिनमस्कृता ॥
 तत्रास्ते भगवान् रामः सर्वदेवशिरोमणिः ॥ ११५ ॥
 तत्रादौ चितयेत्तेजो वह्निरूपं सशक्तिकम् ॥
 तेजसा महता श्लिष्टमानन्दैकाग्रमंदिरम् ॥ ११६ ॥
 एकाग्रमनसा पश्येत्तत्र देवं सुविग्रहम् ॥
 स्निग्धमिन्दीवरश्यामं कोटीन्दुललितद्युतिम् ॥ ११७ ॥
 चिद्रूपं परमोदारं वीरभद्रं रघूद्वहम् ॥
 द्विभुजं मधुरं शांतं जानकीप्रेमविह्वलम् ॥ ११८ ॥
 दोर्दण्डचण्डकोदण्डं शरच्चन्द्रमहाभुजम् ॥
 सीतालिंगितवामांगं कामरूपं रसोत्सुकम् ॥ ११९ ॥
 तरुणारुणसंकाशं विकचांबुजपादकम् ॥
 पदद्वंद्वं नखश्चन्द्रः प्रियतेजस्समावृतम् ॥ १२० ॥
 कूर्मपृष्ठपदाभासं रणन्मंजीरपादकम् ॥
 कटिसूत्रांकितश्रीशं यज्ञसूत्रैरलंकृतम् ॥ १२१ ॥
 रत्नकंकणकेयूरशोभिताग्रभुजद्वयम् ॥
 चन्द्रकोटिप्रतीकाशं कौस्तुभेन विराजितम् ॥ १२२ ॥

अर्थ—उस सिंहासनके बीचमें सर्वशक्तियों करक नमस्कृत श्रीजानकी देवी हैं, तहाँ पर सर्व देवताओंके शिरोमणि भगवान् श्रीगणजी हैं। तहाँ प्रथममें अग्रिरूप सुंदर शक्तिको तेज चितवनकरै महान् तेजसे युक्त आनंदरूप एकाग्र हो मंदिरको एकाग्र मनसे सुंदर स्वरूपको देखे कैसे हैं स्निग्ध (चिक्कन) कोमल श्याम कमलसे रूप, कोटि चन्द्रसे सुंदर प्रिय कांतियुक्त चिद्रूप परम उदार वीरभद्र रघुकुलशिरोमणि रामजी द्विभुज मधुरशांतस्वरूप हैं श्रीजानकीजीके प्रेममें विह्वल

हैं दोऊ भुजदंडमें प्रचण्ड धनुर्बाण हैं शरदचंद्रसे महाभुज जिनके वायें अंगमें सीता शोभित हैं कामरूपरसको चाहनेवाले हैं लाल कमलसे कांतियुक्त दोनों चरण हैं दोनों चरणोंके नख चंद्रके प्रिय प्रकाशसे चारों ओर प्रकाशित हो रहे हैं वह दोऊ चरण कूर्म पृष्ठपर कांतियुक्त मंजीरके शब्दसे प्रेरित शोभा दे रहे हैं । कटिसूत्रसे शोभित और यज्ञोपवीत करके अलंकृत रत्नके कंगन हैं हाथमें और केयूर (बाजू) से दोनों भुजा शोभित हैं और कोटि चन्द्रमातुल्य प्रकाशमान कंठमें कौस्तुभमणि शोभित हैं ।

दिव्यरत्नसमायुक्तं मुद्रिकाभिरलंकृतम् ॥

नासांशैकसमायुक्तं मुक्ताफलस्फुरन्मुखम् ॥ १२३ ॥

सूर्यकोटिप्रतीकाशं चंद्रकोटिप्रमोदकम् ॥

विद्युत्कोटिचलच्छुभ्रं कुण्डलादिश्रुतिद्वयम् ॥ १२४ ॥

प्रवृत्तारुणसंकाशं किरीटेन विराजितम् ॥

गोविंदं गोविदां श्रेष्ठं चिन्मयानंदविग्रहम् ॥ १२५ ॥

दिव्यायुधसुसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम् ॥

अक्षरं केवलं ब्रह्म पीतकौशेयवाससम् ॥ १२६ ॥

शंखचक्रगदापद्मचर्मासिहलमूशलैः ॥

तद्रूपविविधाकारैः सेव्यमानं परात्परम् ॥ १२७ ॥

वशिष्ठवामदेवादिमुनिभिः परिसेवितम् ॥

लक्ष्मणं पश्चिमे भागे धृतच्छत्रं सुचामरम् ॥ १२८ ॥

उभौ भरतशत्रुघ्नौ तालवृतकराम्बुजौ ॥

अग्रे व्यग्रं हनूमंतं वाचयंतं सुपुस्तकम् ॥ १२९ ॥

अर्थ—दिव्यरत्नकी मुद्रिका धारण किये हैं और नासिकामें मुक्ताफल (नाशामणि) है, हास्ययुक्त मुख है, कोटिसूर्यके समान प्रकाशमान, कोटिचन्द्रमाके समान आनंदरूप कोटिं दामिनीके समान चंचल उज्ज्वल दोनों कानमें कुण्डल हैं तप्त कांचनसे लाल शिरपर किरीट शोभित है सर्व इंद्रियोंमें व्याप्त गोविंद इंद्रियोंसे परे साक्षिदानंदके स्वरूप दिव्य आयुध करके युक्त दिव्य भूषणोंके धारण किये केवल अक्षर ब्रह्म पीताम्बर धारण किये और शंख, चक्र, गदा, पद्म, चर्मा (डाल) आसि (खड्ग), हल, मूसल धारण किये ऐसे बहुत प्रकारके स्वरूपसे सेवित हैं

राजकी
शत्रु
नाशिकी का
साम.

भाव-हजारों विष्णु नारायणादि चतुर्भुज अष्टभुजवालेसे रामजी परात्पर ब्रह्म सेवित हैं और वसिष्ठ वामदेवादि मुनियों करके सेवित हैं पश्चिम भागमें लक्ष्मणजी छत्र चामरलिये खड़े हैं और भरत शत्रुघ्न दोनों तालके पंखा हस्तकमलमें लिये दक्षिण बायीं ओरको और सामने रामजीके हनुमानजी सुन्दर पुस्तक वांचते हुए ऐसे चारों भाइयोंके ध्यान करे । हे शिष्य ! ये साकेतवासीके ध्यान वर्णन किया है।

प्रश्न-हे स्वामीजी ! श्रीजानकीजीके परत्व कुछ कहिये मेरेको सुननेकी बहुत ही इच्छा है ।

उत्तर-हे शिष्य ! श्रीजानकीजीके परत्व महारामायणों शंकरजीने पार्वतीजीसे ऐसा कहा है यथा-प्रमाण-

संप्रवक्ष्यामि याश्शक्तीर्जानक्यंशास्त्रिंशकाः ॥

निकटे संस्थिता नित्यं सर्वाभरणभूषिताः ॥ १३० ॥

श्रीर्भूलीला तथोत्कृष्टा क्रियायोगोन्नती तथा ॥

ज्ञाना पार्वी तथा सत्या कथिता चाप्यनुग्रहा ॥ १३१ ॥

ईशाना चैव कीर्तिश्च विद्येला क्रांतिलंबनी ॥

चन्द्रिकापि तथाक्रूरा कान्ता वै भीषणी तथा ॥ १३२ ॥

क्षांता च नन्दनी शोका शांता च विमला तथा ॥

शुभदा शोभना पुण्या कला चाप्यथ मालिनी ॥ १३३ ॥

महोदया ह्लादिनी शक्तय एकादशत्रिकाः ॥

भृकुटीं दर्शयंतीमा जानक्या नित्यमेव च ॥ १३४ ॥

अर्थ-शिवजी बोले कि श्रीजानकीजीके अंश जे ३३ शक्ति हैं उन्हें कहता हूँ सुनो, जानकीजीके सामनेमें नित्य रहती हैं । श्री १, भू देवी २, लीला देवी ३, तथा उत्कृष्टा ४, क्रिया ५, योगा ६, उन्नती ७, ज्ञाना ८, पार्वी ९, तथा सत्या १०, अनुग्रहा ११, ईशाना १२, कीर्ति १३, विद्या १४, इला, १५, क्रांति १६, लंबनी १७, चंद्रिका १८, तथा क्रूरा १९, कान्ता २०, भीषणी २१, क्षांता २२, नन्दनी २३, शोका २४, शांता २५ और विमला २६, शुभदा २७, शोभना २८, पुण्या २९, कला ३०, और मालिनी ३१, महोदया ३२, आह्लादिनी ३३, यह तैत्तिरीय शक्ति श्रीजानकीजीकी भृकुटी देखती रहती हैं और भृकुटीके देखनेसे सब कोई अपने २ कार्यको करती हैं सो कहते हैं ॥

श्रीश्च श्रीः प्रेरका ज्ञेया भूरण्डाधार उच्यते ॥
 लीला बहुविधा लीला उत्कृष्टोत्कर्षप्रेरका ॥ १३५ ॥
 क्रिया समक्रिया सम्यग्योगा योगान्विता गतिः ॥
 उन्नती महती वृद्धिर्ज्ञाना विज्ञानप्रेरका ॥ १३६ ॥
 करोति प्रेरणं सम्यक् पर्वी जयपराजयौ ॥
 सत्यस्य प्रेरका सत्याऽनुग्रहार्था दयागुणाः ॥
 ये च सर्वे जगन्मध्ये भेदा अपि सुदुस्तराः ॥ १३७ ॥
 ईशाना प्रेरका तेषां वर्तते नात्र संशयः ॥
 यशोऽधिकारिणी कीर्तिर्विद्या विद्याधिकारिणी ॥ १३८ ॥
 सद्वाणी प्रेरकेला स्यात्क्रांता क्रांतिविवर्द्धिनी ॥
 यानि धामानि सर्वाणि श्रीरामस्याद्भुतानि च ॥ १३९ ॥
 गुणाश्चानंतरूपाणि प्रेरकैषां विलंबिनी ॥
 शीतप्रकाशयोस्सम्यक् प्रेरका चंद्रिकापि च ॥ १४० ॥
 क्रूरत्वं प्रेरका क्रूरा मनोवाक्कायकर्मभिः ॥
 प्रेरका वर्तते कान्ता रागमोहौ शुभाशुभौ ॥ १४१ ॥
 प्रेरका भीषणी तेषां च सर्वे भयादयः ॥
 वर्तते प्रेरका क्षान्ता क्षमा गुणविशेषतः ॥ १४२ ॥
 नंदनी च तथा शक्तिः सर्वानंदप्रकाशिनी ॥

अर्थ—संपूर्ण ब्रह्माण्डमें श्रुति प्रेरणा करनेवाली श्रीदेवी शक्ति है १। ब्रह्माण्डके आधारभूदेवीशक्ति है २। संपूर्ण लीलाकी प्रेरका लीला देवी है ३। सब उत्कर्षके प्रेरक उत्कृष्टा शक्ति है ४। सम्पूर्ण क्रियाकी प्रेरकक्रिया शक्ति है ५। अष्टांग योगादिकी प्रेरक योगाशक्ति है ६। सकल वृद्धिकी प्रेरक उन्नति शक्ति है ७। ज्ञान विज्ञान वैराग्यादिकी प्रेरक ज्ञाना शक्ति है ८। जय पराजयकी प्रेरक पर्वी शक्ति है ९। सत्यकी प्रेरक सत्या शक्ति है १०। दयादिक गुणकी प्रेरक अनुग्रहा शक्ति है ११। संपूर्ण दुस्तर भेदोंकी प्रेरक ईशाना शक्ति है १२। सुयशकी प्रेरक कीर्ति शक्ति है १३। सम्पूर्ण विद्याकी प्रेरक विद्या शक्ति है १४। सद्वाणीकी प्रेरक इला शक्ति है १५। सब क्रांतिकी प्रेरक क्रांता शक्ति है १६। और तीन लोक चौदहों भुवन और १०८ वैकुण्ठ हैं सो सब श्रीरामजीके धाम हैं और भगवान्के असंख्यगुण जो हैं और

जितने रूप धारण करते हैं अंश कला विभूति आवेशादि सो सब विलंबिनी शक्ति करके १७। शीत प्रकाशकी प्रेरक चंद्रिका शक्ति है १८। क्रूरा है अक्रूर परन्तु संपूर्ण क्रूरताकी प्रेरक है सो क्रूरा शक्ति है १९। सब राग मोह शुभाशुभकी प्रेरक कान्ता शक्ति है २०। सकल भयकी प्रेरक भीषणी शक्ति है २१। क्षमागुणकी प्रेरक क्षमा शक्ति है २२। आनन्दकी प्रेरक नन्दिनी शक्ति है २३॥

शोका स्वयं विशोका च लोकानां शोकप्रेरका ॥
 शांतिप्रदायिनी शांता विमला विमलान् गुणान् ॥ १४३ ॥
 शुभदा सद्गुण शोभां प्रेरयंती च शोभना ॥
 पुण्या पुण्यगुणोपेता कला बहुकलावती ॥ १४४ ॥
 मालिनी व्यापकान्सर्वान्प्रेरयंती महोदयान् ॥
 विभवं प्रकृतिर्भक्तिर्भक्तिं वर्द्धयते सदा ॥ १४५ ॥
 आह्लादिनी महाऽऽह्लादं संवर्द्धयति सर्वदा ॥
 स्वे स्वे कार्ये रतास्सर्वाश्शक्तयश्चैव तास्सदा ॥ १४६ ॥
 यस्मिन्काले भवेदाज्ञा सीतारामानुशासनम् ॥
 तस्मिन्काले प्रकुर्वीत सर्वं कार्य्यमशेषतः ॥ १४७ ॥
 एकैकानां सहस्राणि वर्तते चोपशक्तयः ॥
 व्यापकास्सर्वलोकेषु सर्वतो गगनं यथा ॥ १४८ ॥
 जानक्यंशादिसंभूताऽनेकब्रह्माण्डकारिणी ॥
 सा मूलप्रकृतिर्ज्ञेया महामायास्वरूपिणी ॥ १४९ ॥

अर्थ—शोका शक्ति है अशोक परन्तु संपूर्ण ब्रह्माण्ड भरेमें शोक प्रेरणा करती है २४। शांतिकी प्रेरक शांता शक्ति है २५। विमलगुणकी प्रेरक विमला शक्ति है २६। सद्गुणकी प्रेरक शुभदा शक्ति है २७। सुन्दरताकी प्रेरक शोभना शक्ति है २८। पुण्यकी प्रेरक पुण्या शक्ति है २९। सकलगुण और ६४ कलाकी प्रेरक कलावती शक्ति है ३०। सर्वत्र व्यापकताकी प्रेरक मालिनी शक्ति है ३१। और संपूर्ण विभव प्रकृति गुणके और भक्तिकी प्रेरक भक्ति शक्ति है ॥ ३२ ॥ परम आह्लाद जो ब्रह्मानन्द है तेहिका प्रेरक अह्लादिनी शक्ति है ३३। ये सब शक्ति अपने २ कार्यमें रत रहती हैं जिस कालमें श्रीसीतारामजीकी आज्ञा होती है उसी कालमें सर्व शक्ति सर्व कार्यको विशेष पूर्वक

करती हैं इन सब शक्तियोंको हजारों २ उपशक्ति याने आज्ञा करनेवाली दासी हैं सो सब लोकमें व्याप्त होरही हैं । आकाशके समान और जानकीजीके अंशसे जो उत्पन्न हुई हैं कोटि २ ब्रह्माण्डको रचनेवाली वही मूल प्रकृति महामायाके स्वरूप जानना । हे शिष्य ! ऐसा श्रीजानकीजीका परत्व कहा है इससे श्रीजानकीजीके समान दूसरेको कहना मूर्खता है ।

प्रश्न—हे स्वामीजी ! वाल्मीकिजीने रामायणमें कौन लोक लिखा है ? सो कहिये ॥

उत्तर—हे शिष्य ! महर्षिजीने सांतानिकलोक रामायणमें लिखा है यथा— सान्तानिक
लोक

तच्छ्रुत्वा विष्णुवचनं ब्रह्मा लोकगुरुः प्रभुः ॥

लोकान्सांतानिकान्नाम यास्यंती मे समागताः ॥१५०॥

यच्च तिर्यग्गतं किञ्चित्त्वामेवमनुचितयन् ॥

प्राणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या वै तत्संताने विवत्स्यति ॥१५१॥

सर्वैर्ब्रह्मगुणैर्युक्ते ब्रह्मलोकादनंतरे ॥

अर्थ—विष्णु भगवानके वचन सुनकर लोकपिता ब्रह्माजी बोले कि यह सब आपके भक्त सांतानिक नाम वाले लोकोंमें जायंगे । ये तो आपके साथही आये हैं परन्तु जो कोई कीट पतंग भी आपका नाम लेकर शरीर त्यागन करेंगे वे सब सान्तानिक लोकोंमें जायंगे । यह सान्तानिक लोक ब्रह्म गुणसे युक्त ब्रह्मलोकासे मिलाहुआ है यह ब्रह्मलोक साकेतही है । ऐसा ही महाभारतमें कहा है । यथा प्रमाण—

लोकान्सान्तानिकान्नाम भविष्यत्यस्य भारत ॥

यतिधर्ममवाप्तोऽसौ नैव शोच्यः परंतप ॥ १५२ ॥

अर्थ—जिस समयमें विदुरजीका देहांत हो गयाहै तब युधिष्ठिरजी दग्धकरनेके लिए चले हैं उस समयमें आकाशवाणी हुईहै कि हे भारत ! इनको तो योगियोंके दुर्लभ सर्वोपरि सांतानिकलोक होगा काहेसे कि सन्यास धर्म प्राप्त रहा इससे दग्ध मत करो यतिको दग्ध करना दोष है और तुम शोच भी नहीं करो । ऐसाहै इससे सान्तानिक सर्वोपरि है ऐसा प्रधान वेदके तुल्य दोनों ग्रंथ रामायण और महाभारतमें लिखा है । इससे परे लोक कोई भी नहीं है ॥

प्रश्न—हे स्वामीजी ! साकेत लोक और सांतानिक लोक एक है कि दो हैं सो कहिये ? मेरेको बहुत ही संदेह है ।

(८४)

उपासनात्रयसिद्धान्तमें—

उत्तर—हे शिष्य ! जहां सांतानिक लताके वन हों उसको सांतानिक लोक कहते हैं, सो सांतानिक वन साकेत लोकहीमें हैं । ऐसा सदाशिवसंहितामें कहा है । यथा—

साकेतदक्षिणद्वारे हनुमान् रामवत्सलः ॥

यत्र सांतानिकन्नाम वनं दिव्यं हरेः प्रियम् ॥ १५३ ॥

अथ—साकेतपुरीके दक्षिणद्वारमें भक्तवत्सल श्रीहनुमानजी रहते हैं जहां भगवानको प्रिय अति दिव्य सांतानिक वन है ऐसा कहा है, फिर उसी सांतानिक वनको गोस्वामीजीने सीतल अमराई कहा है यथा—हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई ॥ गये जहां सीतल अँवराई ॥ ये वचन शिवजीने (प्रजासहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम) इसके उत्तरमें कहे हैं, इससे दूसरा अर्थ करना विरुद्ध है इहां निश्चय सांतानिक वनका अर्थ है, इससे साकेत लोक ही गोस्वामीजीका सिद्धान्त है, एही सिद्धान्त श्रीप्रह्लादजीके अवतार कवीरजीका सिद्धान्त है । यथा—“छोडि नास्त मलूक जब रुज लाहूत हाहूत वाजी ॥ और साहूत राहूत इहां डारि दे कूदि आहूत जाहूत जाजी ॥ जाय जाहूतमें खुद खाविन्द जहँ वही मक्काम साकेत साजी ॥ कहे कव्वीर ह्रां भिस्त दोजख थके वेद किताव कातूत काजी ॥ ऐसा अवीम, नौ मोकामके ऊपर साकेत कहा है फिर कवीरजीने झूलना छंद पिंगलमें विस्तारसे नौ मोकामके ऊपर सत्यलोक कहा है कि (भये आनन्दसे फन्द सब छोडिया पहाँचिया जहां सतलोक मेरा) ऐसा कहा है इससे सबके सिद्धान्त एकही हैं ।

(प्रश्न) हे स्वामीजी ! सत्यलोक साकेत हीका नाम है कि दूसरा सत्यलोक है ।

(उत्तर) हे शिष्य ! सत्यलोक ब्रह्मलोकको भी कहते हैं, परन्तु सिद्धान्तग्रन्थमें साकेतहीके नाम जानना चाहिये, काहेसे कि शिवसंहिता पंचमपटलके २० अध्यायमें कहा है । यथा—

अयोध्या नंदनी सत्यनामा साकेत इत्यपि ॥

कोशला राजधानी च ब्रह्मपुराऽपराजिता ॥ १५४ ॥

अष्टचक्रा नवद्वारा नगरी धर्मसंपदाम् ॥

द्वैव ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ॥ १५५ ॥

अर्थ—अयोध्या, नन्दनी, सत्या, साकेत, कोशला, ब्रह्मपुर, अपराजिता इतने नाम अयोध्याजीके हैं । आठ चक्र नौ द्वारवाली नगरी धर्मसम्पत्ति कर्त्त युक्त है ऐसा ज्ञाननेत्रसे देखकर ध्यान करना तैसीही दिव्य श्रीसरयूजी हैं ॥

(प्रश्न) हे स्वामीजी ! श्रीअयोध्याजीके और श्रीसरयूजीके माहात्म्य भारी है कुछ और भी कहिये ।

(उत्तर) हे शिष्य ! अयोध्या सरयूकी प्रशंसा क्या करें ग्रन्थ विस्तार हो जायगा इस भयसे नहीं कहते हैं, जो कुछ है सो अयोध्याही है ।

रासस्थानमयोध्यैव धर्मस्थानं सनातनम् ॥

मुक्तिस्थानमयोध्यैव भक्तिस्थानं च शाश्वतम् ॥ १५६ ॥

धर्मस्थानमयोध्याऽख्यं रंगमुक्तिपदं स्मृतम् ॥

द्वारिकाभक्तिकृत्स्थानं रसस्थानं तु माथुरम् ॥ १५७ ॥

सर्वमेतदयोध्यैव सूक्ष्मदृष्टिसमर्पणे ॥

तत्राशोकवनं रम्यं रसस्थानं हि केवलम् ॥ १५८ ॥

तन्मध्ये जानकीरामौ नित्यं लीलारतौ स्थितौ ॥

सहितौ वनितायूथैः शतैरपि मनोहरैः ॥ १५९ ॥

अर्थ—शिवसंहिताके २० अध्यायमें शिव वचन है कि रासस्थान अयोध्या ही है, धर्मस्थान सनातन है, मुक्तिस्थान अयोध्या ही है भक्तिस्थान सर्वदा अयोध्याही है, धर्मस्थान अयोध्या ही है, रंगनाथजी मुक्तिके देनेवाले कहे हैं द्वारकापुरी भक्ति कृत्य स्थान है और माथुराजी रासस्थान है, यह सब अयोध्याहीसे हैं, यदि ज्ञानदृष्टि देकर देखें तो अज्ञानसे नहीं जहाँ अतिरम्य अशोक वन है केवलरसस्थान है उसके बीचमें श्रीसीतारामजी दोनों नित्य लीला प्रीतिकरके स्थित हैं, हजारों स्त्री यूथकरके दोनों विराजमान हैं, ऐसा कहा है, हे शिष्य ! अयोध्याजीके और सरयूजीके माहात्म्य वशिष्ठसंहितामें विस्तारसे वर्णन किये हैं तहाँ अन्तमें दो श्लोक ऐसे कहे हैं । यथा वशिष्ठ उवाच भरद्वाजं प्रति ८७ अध्याय—

अयोध्यानगरी नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी ॥

यस्यांशांशेन वैकुण्ठा गोलोकादिप्रतिष्ठिताः ॥ १६० ॥

यत्र श्रीसरयू नित्या प्रेमवारिप्रवाहिनी ॥

यस्यांशांशेन संभूता विरजादिसरिद्धराः ॥ १६१ ॥

पूर्णः पूर्णतमः श्रीमान्सच्चिदानन्दविग्रहः

अयोध्यां कापि संत्यज्य स क्वचिन्नैव गच्छति ॥ १६२ ॥

अर्थ—अयोध्या नगरी नित्य है सच्चिदानन्दका स्वरूप है जिनके अंशांशकरके सर्व वैकुण्ठ गोलोकादि प्रतिष्ठित हैं ॥ जहाँ श्रीसरयूजी नित्य प्रेमरूपा जलकरके पूर्ण बहती हैं जिनके अंशांशकरके विरजादि नादियां हैं । पूर्ण पूर्णतम श्रीमान् सच्चिदानन्दके स्वरूप श्रीरामजी श्रीअयोध्याजीको छोड़कर कभी नहीं जाते हैं ।

याऽयोध्यापुरी सा सर्ववैकुण्ठानामेव मूलाधरा मूलप्रकृतेः
 परातत्सद्ब्रह्ममया विरजोत्तरा, दिव्यरत्नकोशाढ्यायां तस्यां
 नित्यमेव सीतारामयोर्विहारस्थलमस्तीत्यथर्वणे श्रुतिः ॥
 देवानां पुरर्चयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोषः स्वर्गलोको ज्योति-
 पावृता यो वैतां ब्रह्मणे वेदामृतेन वृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा
 च आयुः कीर्तिप्रजां ददुरितिसामवेदे तैत्तिरीयश्रुतिः ॥

ऐसे ही हनुमत्संहितामें तथा अगस्त्यसंहितादिमें अयोध्या सरयूके माहात्म्य बहुत हैं कोटि २ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नारायण, महाशंभु, महाविष्णु, कोटि २ कृष्णादिक चौबीशों अवतार अयोध्याजीके रजमें तथा सरयूजीके वालुकामें लोटते हैं और हाथ जोड़े खड़े हैं । हे शिष्य ! कहांतक प्रमाण दें जो कोई विष्णु नारायणके तथा कृष्णजीके उपासक हैं उनको भला यह सिद्धांत क्यों कर भावेगा कृष्णउपासक केवल गर्गसंहिताके भरोसे वाद-विवाद करते हैं और यह नहीं जानते हैं कि एक संहिता को कहै सैकड़ों संहिता रामजीकी प्रतिपादन करती हैं विशेष देखना होतो आदिपुराण देखो जहां स्वयं कृष्णजीने अर्जुनको क्या सिद्धान्त कहा है नहीं तो वेदार्थप्रकाश रामायण देखो और महारामायणमें परम दयालु अनन्य रामोपासक श्रीशंकरजीने रामजीके ४२ चरण चिह्नोंसे सब अवतार वर्णन किये हैं फिर कालतन्त्रमें काल और मायाके संवादमें सर्व सिद्धान्त विषयमें ऐसा कहा है कि क्या कहें ग्रन्थ विस्तार होनेका भय है नहीं तो कुछ कहते फिर रुद्रयामल ब्रह्म यामल देखो जहां शिवजीने रकारही मकारसे सब वर्णन किया है फिर पुलस्त्य-संहिता देखो जहां रामनामहर्षिसे सब कुछ वर्णन किया है विशेष क्या कहें "यह प्रसंग जाने कोउ कोउ "

प्रश्न—हे स्वामीजी ! आपने प्रहादजीके अवतार कवीरजीको कहा सो कहा लिखा है ।

उत्तर—हे शिष्य ! यह कथा अगस्त्यसंहिता भविष्यखण्डके १३१ अध्यायके १३५ अध्याय तक वर्णन है । तहां स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, बालि, सुकदेव, यमराज यह द्वादश वैष्णवोंके सहित और लक्ष्मीजीके सहित रामजी अवतार धारण किये हैं तिनमें प्रथम श्रीरामजी प्रयाग-राजमें पुण्य सदन कान्यकुब्ज ब्राह्मणके घर सुशीला नाम स्त्रीमें जन्म धारण किया और श्रीरामानंदस्वामी करके विख्यात हुये तिनके प्रथम शिष्य ब्रह्मजीके अवतार अनन्तानंदजी दूसरे शिष्य नारदजीके अवतार सुरेश्वरानंदजी हुये तीसरे

शिष्य शंकरजीके अवतार सुखानंदजी हुये चौथे शिष्य सनत्कुमारके अवतार नरहरि या नंदजी हुये । पांचवें शिष्य कपिलजीके अवतार योगानंदजी हुये । छठे शिष्य मनुजीके अवतार पीपाजी राजा हुये ७ वें शिष्य प्रह्लादजीके अवतार कबीरजी हुये ८ वें शिष्य जनकजीके अवतार भावानंदजी हुये ९ वें शिष्य भीष्मजीके अवतार सेना भक्त हुये १० वें शिष्य बलिजीके अवतार धनाभक्त हुये ११ वें शिष्य शुकदेवजीके अवतार गालवानंद योगिराज हुए । १२ वें शिष्य यमराजजीके अवतार रमादास याने रैदासभक्त हुए १३ वें चेली लक्ष्मीजीके अंशसे पद्मावतीजी हुई । यह सब ४४ सौ वर्षकलियुग बीतेपर हुये हैं, और जो जहां जिसकुलमें जिसदिन मास पक्ष तिथि नक्षत्रादिमें जन्म लिये हैं सो विस्तारसे अगस्त्यजीने सुतीक्ष्णजीसे कहा है । हे शिष्य ! ये सब राममंत्र षडक्षरके आचार्य हुये हैं और सर्वत्र विजय करके राममंत्रका प्रचार किये हैं । जिन संप्रदायमें तुलसीदासजी अद्वितीय महात्मा हुये हैं और भी चारो धाममें साधुसमाज प्रसिद्ध हैं विशेष क्या कहें ।

प्रश्न—हे स्वामीजी ! वाल्मीकीय रामायणमें सर्वोपरि गोलोक धामके नाम हैं कि नहीं ? सो कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकाण्डके ३० सर्गमें रामजीका वचन जानकीजीसे है । यथा—

देवगंधर्वगोलोकान्ब्रह्मलोकांस्तथापरान् ॥

प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥ १६३ ॥

अर्थ—मातापिताकी सेवाकरनेवाले महात्माओंको गंधर्वलोक देवलोक ब्रह्मलोक तथा गोलोकपर्यंत प्राप्त होजाता है । ऐसा कहा है इससे गोलोकके भी नाम महर्षिजीने कहे हैं ।

प्रश्न—हे स्वामीजी ! कृष्णोपासक लोग गोलोकमें स्वयं कृष्णजीको वर्णन करतेहैं सोई आपने भी कृष्णोपासनासिद्धान्तमें कहा है और फिर आपके मुखसे सुना कि गोलोकमें सर्वोपर साकेतलोक है सो यह कैसा कृपाकरके कहिये ।

उत्तर—हे शिष्य ! इसमें यह भेद है कि गोलोकके मध्यमें साकेतपुरी है और साकेतके पश्चिमद्वार वृन्दावन है उत्तरद्वार जनकपुर है, पूर्वद्वार आनंदवन है, दक्षिण द्वार चित्रकूट ऐसा विस्तारसे सदाशिव संहितामें वर्णन है, और सर्वोपरि शुकसंहितामें विस्तारसे वर्णन है । वही तुमको सुनातेहैं काहेसे कि और संहिताके प्रमाण देनेसे अन्य उपासक लोग पक्षपात समझेंगे इससे शुकदेवसंहिता हीसे कहना ठीक है जो कि स्वयं गोलोकहीमें राजा परीक्षितजीसे शुकाचार्यजीने वर्णन किया है सो प्रथमाध्यायके द्वितीय पादमें राजा जनकजीके वचन हैं । यथा—

कथं ब्रह्मविदां मध्ये संवादोऽयमजायत ॥

कथं वा विष्णुराताय त्वया पूर्वं प्रबोधितम् ॥ १६४ ॥

गोलोकाख्यं च किं स्थानं यत्र संप्रति तिष्ठम् ॥

एतन्मे भगवन्ब्रूहि शुक कारुणिकोत्तम ॥ १६५ ॥

अर्थ—जनकजी बोले कि ब्रह्मवादियोंके मध्यमें यह वाद कैसे भया और विष्णुरात (परीक्षित) जीके लिये आपने कैसे पूर्वमें बोध किया और गोलोकवाम करके परमस्थान क्या है ? जहां परीक्षित जी हैं यह सब मेरेको हे भगवन् ! करुणास्थान शुकदेवजी ! कहिये यह वचन बहुलाश्व राजाके सुनकर शुकाचार्य स्वामीजी बोले ॥

पुराहं ब्रह्मणो लोके उषित्वा शाश्वतीः समाः ॥

ब्रह्मवादे जायमाने सिद्धांते ब्रह्मवादिनाम् ॥ १६६ ॥

रामः सर्वं हरिः सर्वमित्यश्रौषं मुहुर्मुहुः ॥

ततः श्वेतद्वीपपतेरनिरुद्धस्य संसदि ॥ १६७ ॥

ब्रह्मप्रसंगवार्तासु राम एव विधिः श्रुतः ॥

राम एव सदा ध्येयो ज्ञेयः सेव्यश्च साधुभिः ॥ १६८ ॥

इत्यश्रौषमहं राजन् सिद्धांतेषु मुहुर्मुहुः ॥

ततोऽनंतस्य शेषस्य साक्षान्नारायणात्मनः ॥ १६९ ॥

सदा सुसंगतोऽश्रौषं राममेव कथाविधिम् ॥

नातः परतरं वेद्यं रामत्रैलोक्यनायकात् ॥ १७० ॥

एक एव परं ब्रह्म रामो वेदेषु गीयते ॥

इति श्रुत्वा विनिश्चित्य श्रीरामचरितं मया ॥ १७१ ॥

निर्मथ्य सर्वशास्त्रेषु संचितं पठितं स्मृतम् ॥

स्थापितं हृदये नित्यं सर्वस्वं प्राणजीवनम् ॥ १७२ ॥

अर्थ—शुकाचार्यजी बोले कि पूर्वकाल में ब्रह्मलोकमें ब्रह्मवादियोंके मध्यमें ब्रह्मवाद विषय सर्वदा एही सुना कि श्रीराम ही सर्वके दुःख हर्ता हरि भगवन् हैं ऐसा सबके मुखसे बार बार सुना फिर तिसके पोछे श्वेतद्वीपाधिपति अनिरुद्धके पासमें ब्रह्मप्रसंगकी वार्तामें सुना कि राम ही परब्रह्म सबके ध्यान करने योग्य हैं और साधुओं करके राम ही सेव्य हैं । हे राजन् ! ऐसा सिद्धान्त

बार बार सुना है फिर तिसके बाद साक्षात् नारायण भगवान्‌के आत्मा शेषजीके मुखसे सत्संगद्वारा रामहीकी कथा विधि सुना, कि राम परब्रह्म सबसे परे हैं रामजीसे परे कुछ नहीं है, एक परब्रह्म रामहीहैं ऐसा वेदमें कहा है ऐसा मैंने निश्चय पूर्वक राम चरित्र सुनकर और स्वयं सर्व शास्त्रमें मथकर एकत्र किया और पद सुनकर नित्य हृदयमें स्थापित किया है । सर्वस्व प्राण जीवन राम ही हैं ।

कदाचिद्गोलोकमध्ये जातोऽहं स्वेच्छया नृप ॥

जाता गावः कामदुधाः शाखिनः कल्पशाखिनः ॥ १७३ ॥

यत्र वृन्दावनं नाम साक्षात्कृष्णवनं महत् ॥

यत्र गोवर्द्धनगिरिर्मणिधातुविचित्रितः ॥ १७४ ॥

यत्र कल्लोककलिता कालिन्दी सरितां वरा ॥

तस्यास्तीरेषु पुष्पाढ्यं कदंबद्रुमकानने ॥ १७५ ॥

यत्र रासरसाऽवेशमत्ताः श्रीगोकुलांगनाः ॥

यत्र क्रीडति कैशोरवेषः श्रीकृष्णचंद्रमाः ॥ १७६ ॥

मुरलीवादनपरो रूपमाधुर्य्यवारिधिः ॥

लीलाधिदेवता तस्य यत्र श्रीवृषभानुजा ॥ १७७ ॥

सुंदरी राधिका नाम रतिकोटिविचित्ररा ॥

यत्र लीलारसांभोधौ ब्रह्मानंदसुधाकणः ॥ १७८ ॥

न ज्ञायते कविकल्पैर्भक्तिसारैकवेदिभिः ॥

गोपेन्द्रो यत्र नंदारख्यस्तस्य घोषाः सभादयः ॥ १७९ ॥

दिवानिशं प्रवर्द्धिष्णुर्महामंगलमंडितः ॥

कृष्णवात्सल्यरसभूर्य्यशोदा यस्य गेहिनी ॥ १८० ॥ ॥

महाभाग्या महोदारा यत्र गोपा मुदान्विताः ॥

न यत्र भ्रियते कश्चित्कालमायातिगेऽद्भुते ॥ १८१ ॥

अर्थ—शुक्राचार्यजी बोले कि हे नृप ! कभी गोलोकके मध्यमें अपनी इच्छासे मैं गया तो देखा कि जहां हजारों कामधेनु गौ जहां तहां घूम रही हैं सबही वृक्ष कल्प वृक्षके समान हैं । जहां साक्षात्कृष्णचन्द्रके महान् वन वृन्दावन शोभित हैं जहां गोवर्द्धन पर्वत मणि धातुओं करके विचित्रित है जहां नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीयमुनाजी सुन्दर कल्लोल कर रही हैं उसके तीरमें पुष्पांसे युक्त सुन्दर कदम्ब वन हैं ।

(९०)

उपासनात्रयसिद्धान्तम्—

जहां रासके रसमें उन्मत्त हजारों ब्रजस्त्रीगण हैं जहां किशोर श्रीकृष्णचन्द्रम
क्रीडा करतेहैं । मुरली बजानेमें तत्पर रूप माधुर्य्यताके सागर हैं, जहां लीलाको
स्वामिनी श्री वृषभानुकी पुत्री अतिसुन्दरी कोटि रतिको चकित करनेवाली श्रीरा-
विका नामवाली हैं । जहां लीलारसके सागरमेंसे ब्रह्मानन्दसुख सुधाकण है
इसको बड़े २ कवि ज्ञानी लोग नहीं जान सकते हैं केवल एक भक्तिसारहीसे
जानतेहैं भक्ति विना जानना कठिन है जहां सब गोपोंमें श्रेष्ठ श्रीनन्द हैं तिनके
सभामण्डली करके शब्द होरहा है । दिनरात्रि महा मंगल शोभासे वृद्धि होरही है
और श्रीकृष्णजीके वात्सल्यरसमें नन्दजीकी स्त्री श्रीयशोदाजी मग्न हैं महाभाग्य-
वाले परम उदार जहां गोपलोग आनन्द करके युक्त हैं जहां कोई नहीं मरतेहैं काल
और मायासे रहित हैं किसीका गम नहीं है बड़ा अद्भुत है ॥

अलौकिको यत्र रविर्बोधयत्यंजुजाकरम् ॥

तथा विलक्षणश्चन्द्रो भुंक्ते कैरविणीर्निशि ॥ १८२ ॥

नित्योत्साहो नित्यसुखं नित्यकेलिरसोदयः ॥

नित्यनव्यतरं रूपं नवीनं यत्र मंगलम् ॥ १८३ ॥

तत्र गत्वा समाश्रित्य दिव्यश्रीयमुनाजले ॥

वशीवटतरोर्मूले नटंतं श्यामसुन्दरम् ॥ १८४ ॥

ददर्श गोपिकावृन्दैः सह रंजितकाननम् ॥

तत्र ब्रह्मादयो देवाः कोटिजन्मार्जितैः शुभैः ॥ १८५ ॥

गोपिकाभावमासाद्य रमणं रमयन्ति ह ॥

ऋपयः श्रुतयश्चैव गोपिकाभावभाविताः ॥ १८६ ॥

क्रीडन्ति प्रभुणा साकं महासौभाग्यमंडिताः ॥

तत्र गत्वा रसावेशादुच्चैर्गानकलस्वरैः ॥ १८७ ॥

अतीव रंजयामास गोपीमाधवयोर्मनः ॥

दृष्टो मया च तत्रैव पाण्डवेयो महामनाः ॥ १८८ ॥

परीक्षित्राम नृपतिः श्रुत्वा भागवतं पुरा ॥

श्रीभागवतवक्तारं वंदे मां पुरातनम् ॥ १८९ ॥

अर्थ—जहां अलौकिक सूर्य कमलोंको प्रफुलित कर रहेहैं तैसे ही विलक्षण चन्द्रमा
भी कुमुदिनाके रस ले रहे हैं । जहां नित्य उत्साह नित्य सुख नित्य रसक्रीडादि

उदय होतेहैं नित्य नवीन रूप नित्य नवीन मंगल हैं । तहां जाकरके दिव्य श्रीयमु-
नाजीके जलमें स्नानादि कर वंशिवटवृक्षके मूलमें नृत्य करते हुये श्यामसुन्दरको
और गोपियोंके समूह चारों ओर वनको प्रकाश करतेहुए सबको देखा तहां
ब्रह्मादिक देवता सब कोटि जन्मोंके संचित पुण्य करके गोपिकाभावमें प्राप्त होकर
सुन्दर विहार कर रहे हैं और दण्डकवनवासी ऋषिलाग, श्रुति सब गोपिकाभावमें
भावित हो रहे हैं सब मिलकर प्रभुके साथ महासौभाग्य करके शोभित क्रीडाकरतेहैं
तहां जाकर रससे परिपूर्ण हो खूब ऊंचे स्वरसे गान करतेभये गोपीके मन और
माधवके मन आनंदको प्राप्त होगया तहींपर महाप्रनवाले पाण्डवेयको मैंने
देखा । तब परीक्षित राजा मेरेसे पूर्वकालविषय श्रीभागवत सुना रहा सो
श्रीभागवतके पुरातन वक्ता जान मेरेको नमस्कार किया और हाथजोड प्रेमसे
बोला । राजोवाच ॥

भगवंस्त्वत्प्रसादेन श्रुतं भागवतं मया ॥

नित्य लीलालयो वासो लब्धो गोलोकसंज्ञकः ॥ १९० ॥

कृतार्थीकृत एवाहं भवता करुणात्मना ॥

एष मे प्रश्रविषयो वर्तते मुनिसत्तम ॥ १९१ ॥

कदाचिदिह खेलंतं कृष्णं वृंदावने वने ॥

आगतः पुरुषः कोऽपि स्निग्धश्यामलविग्रहः ॥ १९२ ॥

समानरूपमाधुर्यः समवीर्यवयोगुणः ॥

चापेषुधिधरो वीरो वामे च प्रिययान्वितः ॥ १९३ ॥

तं दृष्ट्वा प्रियया साकं ववन्दे नन्दनंदनः ॥

रामाय नम इत्युक्त्वा कृष्णस्तत्राविशत्स्वयम् ॥ १९४ ॥

तं दृष्ट्वा चकिता आसन्देवीदेवगणा अपि ॥

आगतुकः सपुरुषो वनमालाधरो विभुः ॥ १९५ ॥

मुरलीभूषितो भूत्वा विरेजे रासमण्डले ॥

गोपीमण्डलमध्यस्थो ननर्त्त च तथा पुरा ॥ १९६ ॥

एतच्च चरितं दृष्ट्वा विस्मिता अभवन्सुराः ॥

एतत्ते ब्रह्मराताय पृच्छामि च मुहुर्मुहुः ॥ १९७ ॥

किमेतद्भगवन्नासीत्कृष्णस्य पुरुषस्य च ॥

किमर्थं भगवान्कृष्णः पुरुषं प्रविवेश ह ॥ १९८ ॥

एतन्मे वद योगीन्द्र शुक्र कारुणिकोत्तम ॥

तदाहं विष्णुराताय प्रावोचं मधुरं वचः ॥ १९९ ॥

इति श्रीशुकसंहितायां प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

अर्थ—राजा बोले, हे भगवन् ! आपकी कृपाकरके पूर्वकालविषय मैंने श्रीभागवत सुना और उसीके प्रभावसे नित्य दिव्यलीलाके स्थान सर्वोपरि गोलोकका वाता प्राप्त हुआ । हे करुणाके स्वरूप ! मैं कृतार्थ होगया आपने कृतार्थ कर दिया हे मुनिसत्तम ! यह एक प्रश्न मेरे हृदयमें है कि कभी यह कृष्णचन्द्रजीको वृंदावनमें क्रीडा करतेहुये बड़े कोमल स्निग्ध श्यामलस्वरूपवाले कोई एक पुरुष आये सो स्वरूप माधुर्यवीर्य अवस्था सब गुण करके बराबर याने श्रीकृष्णहीके समान और हाथमें धनुर्वाण धारण किये बायें ओर परम प्रिया करके युक्त उनको देख कर प्रियाके सहित नन्दनन्दन श्रीकृष्णजीने नमस्कार किया 'रामाय नमः' ऐसा कहिके और उसी स्वरूपमें दोनों प्रिया प्रियतम प्रवेश करगये तिनको देख करके सब देवी देवतागण भी चकित होगये सो वह कौन पुरुष समर्थ वनमाला ! धारण कियेहुये आये मुरली धारण करके रासमण्डलमें प्रकाश करने लगे और जैसे प्रथम गोपियोंके बीचमें श्रीकृष्णचन्द्रजी नृत्य करतेरहे तैसे ही नृत्य करने लगे । यह चरित्र देखकर देवता सब आश्चर्यको प्राप्त होगये सो हे भगवन् ! बार २ मैं पृच्छता हूं कि यह को हैं ? कृष्ण और पुरुष और किस लिये कृष्णभगवान् पुरुषके स्वरूपमें प्रवेश किये ॥ सो हे करुणाके स्थान योगीराज श्रीशुकाचार्य स्वामी ! यह मेरेको कहिये तब वह परीक्षितजीके बोधके लिये मधुर वचन बोला । यथा— श्रीशुक्र उवाच ॥

शृणु राजन्निदं तत्त्वं विष्णुरात रहस्यकम् ॥

रामस्य देवदेवस्य परमैश्वर्य्यसूचकम् ॥ २०० ॥

न वै स पुरुषः कश्चिन्न वै स पुरुषोत्तमः ॥

श्रीरामसंज्ञितं धाम परं ब्रह्म सनातनम् ॥ २०१ ॥

कदाचिच्चित्रकूटादौ क्रीडंतं पुरुषोत्तमम् ॥

मृगयाऽभिरतं वीरं रामं प्रोवाच जानकी ॥ २०२ ॥

अर्थ—हे राजन् ! विष्णुरात यह परम तत्त्व रहस्यको सुनो कैसा है कि श्रीराम देवका परम ऐश्वर्य्यके सूचित करनेवाला है । न वह निश्चय करके कोई पुरुष ही

और न वह पुरुषोत्तम ही हैं वह तो श्रीरामधाम (साकेत) वासी परब्रह्म सनातन हैं । कभी चित्रकूटपर्वतमें क्रीडा करतेहुए पुरुषोत्तम भगवान्को मृगोंके शिकारमें रत वीरभद्र श्रीरामजाको श्रीजानकीजी बोलीं ॥ श्रीसीतोवाच ॥

अतः परं प्रिय भवान् मृगयातो निवर्त्तताम् ॥

प्रस्वेदकणिकाभिस्ते सुखचन्द्रो विभूषितः ॥ २०३ ॥

सूर्योऽपि चान्द्रिमाक्रांतस्तपस्तेपे महातपाः ॥

किंचित्कुंजं समालंब्य स्थीयतामधुना प्रिय ॥ २०४ ॥

इत्युक्तः प्रियया रामो माधुरीकुंजमुत्तमम् ॥

प्राविशच्चित्रकूटाद्रिं कंदरांतरशोभितम् ॥ २०५ ॥

नवमल्लिवनामोदप्रमोदमधुर्भिवृतम् ॥

नवचूतांकुरास्वादमंजुलीलोपकोकिलम् ॥ २०६ ॥

चन्दनानिलसौरभ्यसुवासितदिगंतरम् ॥

लवंगलतिकापाकसमुद्धररजःकणम् ॥ २०७ ॥

सर्वतु शोभया जुष्टं विशालसरसान्वितम् ॥

फुल्लकहारकमल कदंबैकसुगंधिना ॥ २०८ ॥

तत्र गत्वा दंपती तौ सीतारामौ मनोहरौ ॥

प्रसूनशय्यां मृदुलामध्यासतुरनुत्तमाम् ॥ २०९ ॥

दर्शनस्पर्शनालापप्रियसंगसुनिर्वृतौ ॥

तत्र सुस्थं प्रियं रामं सीता प्रोवाच सस्मितम् ॥ २१० ॥

अर्थ—जानकीजी बोलीं हे प्रिय ! अब आप मृगके शिकारसे निवृत्त होइये काहेसे कि प्रस्वेद (पसीना) के बिंदुओंसे आपका सुखचन्द्र विभूषित होरहाहै, सूर्य भी अत्यन्त करके तप रहेहैं इससे हे प्रिय ! इस काल थोरासा कुंजलताके अवलंबमें बैठिये ऐसा कह प्रिया प्रियतम दोनों श्रीसीता रामजी दिव्य माधुरी कुंजमें प्रवेश कर गये जो कि, चित्रकूट (कामंद) गिरिके कंदरान्तर शोभित है । कैसा है कि नवीन मल्लिका अशोक वन पुष्पों करके युक्त आनन्द देनेवाले भौरों करके शोभित है नवीन आम्र फल सुस्वाद वाले और भी अनेक फल फूलादि करके शोभित है भौरा गुंज रहे हैं कोकिला बोल रहेहैं सुन्दर मलयवासयुक्त शीतल सुगन्ध मन्द वायु वह रहे हैं उससे दशदिशा सुगंधित होरही हैं और लवंग लतासे रजःकण

उड रहे हैं । सब ऋतुओंमें शोभासे युक्त है मध्यमें एक विशाल सर (पोखरा) नि-
चित्र मणियोंसे निर्मित शोभित है । जिसमें चारों प्रकारके कमल खिल रहे हैं और
चारों ओर कदम्बके सुगंधित सुगंधित होरहा है तहां दोनों श्रीप्रिया प्रियतम श्रीसीता
रामजी जाकरके सुन्दर पुष्प शय्यापर जो कि अति सुन्दर कोमल है उसपर
दर्शन स्पर्शन आलाप प्रियसंग करके दोनों तहां सावधान होकर बैठे तब प्रिय
श्रीरामजीको श्रीजानकीजी हंसकर बोलीं ॥ श्रीसीतोवाच ॥

आवां प्रियनिकुंजेऽत्र सर्वतुसुखशोभितम् ॥

कच्चिन्न विहरिष्यावो राधाकृष्णाविव ब्रजे ॥ २११ ॥

श्रीराम उवाच ॥

त्वदंशा एव राधा सा प्रिये वृन्दावनेश्वरी ॥

मदंश एव नियतः कृष्णो गोपेन्द्रनन्दनः ॥ २१२ ॥

इत्युक्त्वा दर्शयामास तत्र वृन्दावनं महत् ॥

यमुनाजलकल्लोलशीतलीकृतमारुतम् ॥ २१३ ॥

नित्यं गोवर्द्धनगिरिच्छायाहरितकाननम् ॥

विस्तीर्णद्वादशवनं रमणीयसुरोचितम् ॥ २१४ ॥

द्वादशोपवनारामो वैकुण्ठालयसौख्यदम् ॥

नन्दगोकुलमानन्दं हंसाकलितगोधनम् ॥ २१५ ॥

नृत्तकीमण्डलायुक्तं वत्सवर्द्धितशोभितम् ॥

उदारनन्दगृहिणी यशोदाभाग्यभूषितम् ॥ २१६ ॥

कृष्णरासरसोन्मत्तगायद्रोपीकदंबकम् ॥

कृष्णं च राधिकायुक्तं दर्शयामास राघवः ॥ २१७ ॥

श्रीमद्युगलनाट्येन नटंतं प्रेयसीयुतम् ॥

दर्शयित्वा प्रियां प्राह रामस्त्रैलोक्यसुन्दरः ॥ २१८ ॥

अर्थ—हे प्रिय ! सर्व ऋतु करके शोभित यहां माधुरी कुंजमें आप हम दोनों कम-
नहीं राधाकृष्णसे विहार किया इससे दोनों विहार करें तब रामजी बोले कि हे
प्रिये ! तुम्हारा ही अंश वह वृन्दावनेश्वरी राधाजी हैं और मेरे ही अंश गोपेन्द्रनन्द-
नन्दन श्रीकृष्णजी हैं ऐसा कहकर तहां महान् वृन्दावन देखाते भये जहां यमुना-
जल कल्लोलते हैं और शीतल सुगन्ध मन्द वायु बहते हैं । नित्य गोवर्धन पर्व

है जिसकी छायामें हरित वन है वह सुन्दर देवताओं करके भावित विस्तार द्वादश वन करके युक्त है और द्वादश उपवन हैं ॥ वह वैकुण्ठस्थानके तुल्य सुखप्रद है । नन्दजीके गोकुल हंसके तुल्य गोधन करके युक्त है; भिन्न २ नृत्यस्थान हैं सो नृत्यकरनेवाले मण्डल करके युक्त है । जहां छोटे २ वछडों करके परिपूरित शोभित है, और बड़ी उदार नन्दस्त्री श्रीयशोदाजी भाग्य करके भूषित हैं और श्रीकृष्ण रासरसकरके उन्मत्त गान करते हुए सब गोपोंको और राधिकाजीके सहित श्रीकृष्णचन्द्रजीको श्रीराववजी देखाते भये । श्रीमान् युगल स्वरूपके नृत्य करते हुये प्रेम युक्त देखा करके प्रिया श्रीसीताजीसे त्रिलोक सुन्दर श्रीरामजी बोले । यथा—श्रीराम उवाच ॥

प्रिये तव ममासौ च द्वाविमौ सह दंपती ॥

माधुर्यलीलाकलिकाललितौ विश्ववल्लभौ ॥ २१९ ॥

ततस्तद्युगलं श्रीमद्राधाकृष्णात्मकं महत् ॥

सीतारामात्मकं युगमं प्राविशन्नतिपूर्वकम् ॥ २२० ॥

ततः प्रवृत्ते रामश्च सीतारामप्रधानकः ॥

गोपीजनकरोद्भूतमृदंगाऽऽनककाहलः ॥ १२१ ॥

मिथः सहचरीवृन्दकरतालविराजितः ॥

झर्झरः शंखभेर्यादिवादित्रविततध्वनिः ॥ २२२ ॥

युगलाऽनुनयानंदी युगलो वयदीपितः ॥

मिथो युगलनाटयैक्यतुष्टाऽखिलसखीजनाः ॥ २२३ ॥

श्रीराममुरलीनादवर्द्धितानि सकौतुकः ॥

सीता कलस्वरालापमुह्यत्सहचरीगणः ॥ २२४ ॥

कामोत्साहप्रदालापचुंबनालिंगनादिभिः ॥

नर्मस्पर्शनर्महासैर्भावैश्च बहुरूपकैः ॥ २२५ ॥

अनेकैर्मधुरालापैर्भूषितश्च महोत्सवः ॥

शश्वद्युगलनाटयेन सीतारामौ विरेजतुः ॥

कदाचिद्गोपिकातुल्यसख्या केनात्मना विभुः ॥ २२६ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले, हे प्रिये ! आपका और मेरा स्वरूप यह दोनों प्रिया प्रियतम श्रीराधाकृष्ण कैसे हैं कि माधुर्य लीलाकरके युक्त और संपूण

रासे नृत्यन्सुरैर्दृष्टो रामस्त्रैलोक्यसुन्दरः ॥

कदाचिद्गोपिकायुग्ममध्यवर्तीकिशोरकः ॥ २२७ ॥

रासे नृत्यन्वभौ रामो नीलमेघमनोहरः ॥

रत्नप्रतप्तसौवर्णकिरीटशिखिपिच्छकः ॥ २२८ ॥

गुंजाहारधरः श्रीमान्प्रोल्लसज्जघनाम्बरः ॥

नृत्यतालकरोद्भावमणिरत्नांगुलीयकः ॥ २२९ ॥

सुरलीनादमधुरः कोटिकंदर्पसुन्दरः ॥

एवं नंदात्मजः कृष्णस्वावतारसमापनम् ॥ २३० ॥

रामं प्रविशति श्यामं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥

सोऽद्यापि क्रीडति गिरौ चित्रकूटे मनोहरे ॥ २३१ ॥

नित्यं वृन्दावने एव माधुरीकुंजमध्यगे ॥

आगामिनि द्वापरांते कंसादिभिरुपद्रुते ॥ २३२ ॥

लोके धर्मस्य रक्षार्थं वसुदेवस्य वेश्मनि ॥

प्रादुर्भूय ब्रजेन्द्रस्य गोकुले विहरिष्यति ॥ २३३ ॥

एवं कृष्णोऽविशद्रामे पूर्णे स्वानन्दविग्रहे ॥

दृष्टो रामः परं तत्त्वं यत्र चापि न गोचरः ॥ २३४ ॥

इति श्रीशुकसंहितायां प्रथमाध्याये तृतीयपादः ॥ ३ ॥

अर्थ—कभी दो गोपीके मध्यमें नित्य किशोर हो जातेहैं ऐसे रासमण्डलमें नृत्य करतेहुये नीलमेघके समान मनोहर होगये और रत्नजडित प्रतप्तसुवर्णके शिरपर किरीट मोरपंख (मोरमुकुट) करके शोभित गलेमें गुंजाके हार (माला) धारण कियेहैं श्रीमान् कांतियुक्त तडितसे पीताम्बर शोभित है नृत्यमें भावयुक्त ऊर्ध्वहाथ अरुण है तिसमें मणिरत्ननिर्मित मुद्रिका (अंगूठी) शोभित है और मुरलीकी नाद बहुत्र मधुर है कोटि कामसे सुंदर हैं ऐसा नंदात्मज श्रीकृष्णजी स्वयं अपने अवतारके कारण श्रीरामजीके श्यामसच्चिदानंदके स्वरूपमें प्रवेश करतेहैं वही आज भी सुंदर चित्रकूट पर्वतमें क्रीडा करतेहैं जो कि वृंदावन नित्य है उसी ही वृंदावन माथुरी कुंजके मध्यमें विहार करतेहैं वही कृष्ण आगे द्वापरान्तमें कंसादिके उपद्रवसे लोकमें धर्मरक्षार्थ वसुदेवके घरमें उत्पन्न होकर ब्रजेन्द्र नंदजीके गोकुलमें विहार करेंगे ॥ ऐसा श्रीकृष्णजी अपने पूर्णानन्दस्वरूप श्रीरामजिमें प्रवेश करतेहैं सो रामजीके परतत्त्व आपने अगोचर गोलोकमें देखा जहां भी विषयसे रहितहैं फिर भी श्रीशुकाचार्यस्वामी बोले । यथा—

तत्र रासे प्रादुरासीद्रत्नाणी ब्रह्मकोटयः ॥

वैष्णवी विष्णुकोटयश्च रुद्राणी रुद्रकोटयः ॥ २३५ ॥

सर्वाश्च देवतास्तत्र गोपिकाभावभाविताः ॥

रासमण्डलमध्यस्था ननृतुः स्वामिना सह ॥ २३६ ॥

तथा षष्टिसहस्राणि दण्डकारण्यगोगिनाम् ॥

गोपीभावं समासाद्य रेजुः श्रीरासमण्डले ॥ २३७ ॥

श्रुतयश्चैव कालश्च रासमण्डलमध्यगाः ॥

गोपीरूपधरा रेजुर्महासौभाग्यभूषिताः ॥ २३८ ॥

कालश्च तत्र नियतं पूर्णिमाशारदी हि सा ॥

वातश्च तत्र सततं सुरभिश्चंदनद्रुमैः ॥ २३९ ॥

भूमिश्च रत्नमाणिक्यप्रतप्तकनकोऽज्ज्वला ॥

जलं यमस्वसा साक्षात्पीयूषाधिकसुंदरम् ॥ २४० ॥

उज्ज्वलांशुचयो यत्र मध्यरात्रगतः शशी ॥

राकापि या प्रभोर्लीला सा नित्यैव न संशयः ॥ २४१ ॥

सीता च सुंदरी यत्र सर्वलीलाधिदेवता ॥

चित्रकूटाद्रिके रम्ये यद्वृंदावनमद्भुतम् ॥ २४२ ॥

गोलोकोऽयं स एवात्र दृश्यते पुरतस्तव ॥

सीताऽऽभिलाषसंभूत्यै श्रीरामेण विनिर्मितः ॥ २४३ ॥

अर्थ—जहां रामजीके रासमें कोटि ब्रह्मा कोटि ब्रह्माणी कोटि लक्ष्मी कोटि विष्णु और कोटि शिव कोटि पार्वती उत्पन्न हुये । तहां सब देवता लोग गोपिका भावको प्राप्त होगये और अपनी स्वामिनीके सहित रासमण्डलमें नृत्य करनेलगे तैसे ही ६० हजार दण्डक वनवासी सब ऋषि लोग भी गोपिका भावको प्राप्त होकर श्रीरासमण्डलमें प्रकाश करने लगे और श्रुति सब तथा काल ये सब भी रासमण्डलमें गोपीरूप धरके महासौभाग्यसे भूषित होकर प्रकाश करनेलगे और काल तहां नेमपूर्वक ६ मासकी सरदपूर्णिमाकी रात्रि होगई और वायु तहां सर्वदा मलयवास युक्त वहनेलगा पृथिवी सर्वत्र माणिक्यरत्न मय तप्त कनकसे होगई जल सर्वदा साक्षात् अमृतसे भी अधिक सुन्दर होगया और जहां मध्य रात्रिकी प्राप्ति होनेसे उज्ज्वल पवित्र चन्द्रमा होगया तथा पूर्णिमाकी रात्रि भी महाराजके रासलीला करके प्रभायुक्त होगई और जहां श्रीजानकीजी सुन्दरी सब लीलाकी अधि देवता हैं वह सुन्दर वृन्दावन चित्रकूट पर्वतमें है जो आश्चर्य मय है वही यह गोलोक सर्वोपरि इहां आपके आगे देख परता है सो श्रीसीताजीके अभिलाषसे श्रीरामजीने निर्माण किया है यह सुनकर राजा बोले । यथा—विष्णुरात्र उवाच ॥

कथं सीताऽभिलाषेण गोलोक निर्ममे प्रभुः ॥

एतन्मम समाचक्ष्व मुनीन्द्र परिपृच्छतः ॥ २४४ ॥

श्रीशुक उवाच ॥

कल्पादौ भगवान् रामः स्वेच्छामात्रेण चोदितः

त्रैलोक्यं कृतवाञ्छांगादाविर्भावं प्रदर्शयन् ॥ २४५ ॥

अमोघमुत्तवान्बीजमंशुं सप्तार्णवेषु सः ॥
 हिरण्यगर्भसंकाशः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥ २४६ ॥
 ततश्चराचरस्यादौ तत्त्वसृष्टिं विनिर्ममे ॥
 तेषु चैतन्यमाधाय ब्रह्माण्डं संजघाट सः ॥ २४७ ॥
 उच्चावचानि भूतानि रचयामास विश्वकृत ॥
 महीं रचितवान्देवः सप्तसागरसंवृताम् ॥ २४८ ॥
 पर्वतान् विविधात्रम्यान्देवगंधर्वभोगवान् ॥
 सरांसि रम्यरूपाणि राजहंसाश्रयाणि च ॥ २४९ ॥
 उत्फुल्लकमलामोदवारीणि रुचिराणि च ॥
 मेरुं रचितवांस्तत्र स्थानानि त्रिदिवौकसाम् ॥ २५० ॥
 एवं कृत्वा जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् ॥
 देवानामसुराणां च मनुष्याणां च सौख्यदम् ॥ २५१ ॥
 वासं प्रकल्पयामास गृहारामादिशोभितम् ॥
 ततः सीता स्वयं प्राह रामं कमललोचनम् ॥ २५२ ॥

अर्थ—राजा परिक्रित बोले, हे सुनीन्द्र ! श्रीजानकीजीके अभिलाष करके प्रभु श्रीरामजी गोलोक कैसे निर्माण किये यह कहिये देखके पूछते हैं । श्री शुकाचार्य स्वामी बोले कि कल्पके आदिमें भगवान् श्रीरामजीने अपनी इच्छाकी प्रेरणा मात्रसे तीनोंलोक अपने शरीरसे उत्पन्न किये तहां प्रथम अमोघ वैष्णवी वीर्य तेज-युक्त इच्छासे जल प्रगट कर उसमें छोड़ दिया वह वैष्णवी वीर्य इच्छा करके कोटि सूर्यसे प्रकाशवाला सुवर्णसे कांतिवाला एक गोलाकार अंड होगया उस अण्डमेंसे सर्वलोकोंके रचनेवाले हिरण्यगर्भ भगवान् ब्रह्मा रूपसे प्रगट हुये उसीसे सब चराचर पैदा हुए उसीमें चैतन्य स्थापन कर कोटि २ ब्रह्मांड रचन किया तथा ऊंच नीच योनि सब जीवोंको ब्रह्माजी रचते भये और सप्त सागरकरके युक्त पृथिवीको रचा तथा देव गंधर्वके भोगवान् सुंदर नाना प्रकारके पर्वत रचे । सुंदर रमणीय राजहंसां करके युक्त सरोवर रचे जिनमें दिव्य जल भरा है और नाना प्रकारके कमल आनंददायक खिले हैं । सुमेरुपर्वत लक्ष्ययोजन वाले रचे तहां इन्द्रादि ३३ कोटि देवताओंके भिन्न २ स्थानोंको रचा ऐसे सब देवता असुर मनु-

ष्योंके सहित संपूर्ण संसारको रचकर तिसपर सब देवता सब असुर मनुष्योंके सुखदेने वाले घर वाग सुंदर रचे तब कमललोचन श्रीरामजीसे स्वयं श्रीजानकीजी बोलीं । यथा-श्रीसीतोवाच ॥

इच्छामात्रेण ते कांत सरत्नं भुवनत्रयम् ॥

अतीव सुंदरं भाति प्रासाद इव भूयते ॥ २५३ ॥

स्वर्गमृत्युतलांतस्थः सततं सुखमासने ॥

स्वेषु स्वेषु निवासेषु गृहारामादिमत्सु च ॥ २५४ ॥

पुरातनमिदं स्थानमस्माकं तु तदेव हि ॥

कोशलारख्यं पुरं दिव्यं प्रलयेऽप्यविनश्वरम् ॥ २५५ ॥

इदं त्रैलोक्यमखिलं प्रलयेऽनक्षयति प्रभो ॥

अविनश्वरमेवैकमयोध्यापुरमद्भुतम् ॥ २५६ ॥

तत्रैव रमसे नाथ ह्यानन्दरसनिर्वृतः ॥

नवीनं न कृतं स्थानं स्वभोगाय कथं प्रभो ॥ २५७ ॥

स्वतंत्रेच्छोऽसि भगवंस्तथापि च निबोध मे ॥

मदुत्कण्ठावशेनैव कुरु स्थानं मनोरमम् ॥ २५८ ॥

अयोध्यायाः प्रतिकृतिर्यत्र सर्वं विलोक्यते ॥

राजानः कुर्वते नव्यं पुरस्थानेषु सत्स्वपि ॥ २५९ ॥

एवमभ्युदितो रामः प्रियया सामिलापया ॥

सर्वेषां चैव लोकानामुपरि स्थानमद्भुतम् ॥ २६० ॥

गोलोकं कल्पयामास प्रादुर्भाव्य स्वलोकतः ॥

अयोध्यायाः प्रतिकृतिर्यत्र सर्वापि दृश्यते ॥ २६१ ॥

अर्थ-श्रीजानकीजी बोलीं कि हे स्वामी जी ! आप अपनी इच्छामात्रसे सर्व रत्नोंसे युक्त तीनों लोकोंको अत्यंत सुंदर प्रकाशयय प्रासाद (महल) के समान स्वर्ग अर्थात् भूलोक, भुवः लोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तथा अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल पर्यंत सुखासन-पूर्वक अपने-निवासस्थानमें घर वाग तलावादि रचा परन्तु यह मेरा स्थान तो सदैव पुरातन (पुराना) है जो कि कोशल (अयोध्या) साकेत नामसे विख्यात

है जिसका प्रलयमें भी नाश नहीं है । यह तीनोंलोक प्रलयमें नाश होजातेहैं केवल एक आश्चर्यमय अयोध्या ही पुरी अविनाशी है हे नाथ ! तूही पुराने स्थानमें विहार करते हैं परन्तु अपने भोग विलासके लिये हे प्रभो ! नवीन स्थान क्यों न किया ? हे भगवन् ! यद्यपि आप स्वतंत्र हैं तथापि मैं निवेदन करतीहूँ कि मेरे प्रेम करके कोई सुन्दर नवीन स्थान करो । जहां श्रीअयोध्याजीके प्रतिविम्ब सब वैभव विलास देखपरें काहेसे कि राजालोक भी नवीन पुर स्थापन करते हैं । अपने सुखके लिये तैसेही आपभी करिये ऐसा कहेसे श्रीरामजी श्रीसीताजीके अभिलाषसे सब लोकोंके ऊपर विचित्र स्थान गोलोक अपने लोक साकेतके अंशसे कल्पित करतेभये जहां सब वैभव श्रीअयोध्याजीके प्रतिविम्ब देखपरतेहैं ।

यमुनायाः परिणता सरयू सरसा सरित् ॥
 अभूद्भोवर्द्धनत्वेन दिवि रत्नमयो गिरिः ॥ २६२ ॥
 प्रमोदवनमत्रासीद्विव्यं वृन्दावनं वनम् ॥
 पारिजाततरुर्जातो वंशीवटतरुर्हि सः ॥ २६३ ॥
 ते च रासविलासाद्याः प्रादुरासुः समंततः ॥
 आभीरोऽसुखिनो नाम रामवात्रीपतिः पुरा ॥ २६४ ॥
 स एव समभृन्नंदो मांगल्या च यशोदिका ॥
 त एव गोपीगोपाद्या लीलापरिकराश्च ते ॥ २६५ ॥
 सैव श्रीजानकी देवी वृषभानुसुताऽभवत् ॥
 अशोकवनगा तत्र ह्यत्र वृन्दावनेश्वरी ॥ २६६ ॥
 तथा सह बभौ रामो वंशीवादनकौतुकी ॥
 नित्यरासविलासादिकुर्वाणः सुमनोहरम् ॥ २६७ ॥
 गोलोकमखिलं वीक्ष्य लीलापरिकरान्वितम् ॥
 सद्यः प्रसन्नहृदया प्रोवाच निजवल्लभम् ॥ २६८ ॥
 श्रीप्रियोवाच ॥

दृष्ट्वेदमद्भुतं स्थानं संपूर्णं मे मनोरथाः ॥
 अयोध्यायाः प्रतिकृतिः क्वचित्तावत्ततोधिकाम् ॥ २६९ ॥

आवां यत्रैव रस्यावः सुचिरं कामकेलिभिः ॥

अतीव सुन्दरे स्थाने सच्चिदानन्दमंदिरे ॥ २७० ॥

एवमुक्तस्तया सार्द्धं रेमे वृन्दावने प्रभुः ॥

यथा गायन्ति मुनयो महाभावविभूषिताः ॥ २७१ ॥

इति श्रीशुकसंहितायां प्रथमाध्याये चतुर्थपादः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीयमुनाजी जो वृन्दावनमें हैं सोई गोलोकमें विरजा नामसे प्रसिद्ध हैं सो सरयूजीसे हुई और गोवर्द्धन गिरि दिवि (क्रीडा) रत्नगिरि (मणिपर्वत) से हुआ और प्रमोद वनसे दिव्य वृन्दावन हुआ कल्प वृक्षसे वंशी वट हुआ और उस रास विलाससे जो उत्पन्न हुए आभीर (गोप) दुःखित नामवाले पूर्व धात्री पति रहे वही नन्दजी हुए और मांगल्या यशोदा हुई तथा पूर्व लीलाके जे परिकर रहे ते सब गोपी गोपादिक हुए । जानकीजी राधिकाजी हुई और अशोकवनमें जो देवी रही वही वृन्दावनेश्वरी (वृन्दादेवी) हुई, सो उनके सहित रामजी राधाकृष्ण हो वंशीनादमें निपुण बड़े कौतुकी नित्य रास विलासादि लीला सुंदर करते भये । सम्पूर्ण गोलोक लीला परिकरसे युक्तसे देखके शीघ्र प्रसन्न हृदयसे श्रोत्राणप्यारेसे श्रीजानकीजी बोलीं कि इस अद्भुत स्थानको देखकर मेरा मनोरथ सब प्रकारसे पूर्ण होगया इहां अयोध्याजीका विभव थोरा है नवीन रचना विशेष है इससे उससे भी अधिक है इस लिए आपहम दोनों अत्यन्त सुन्दर स्थान सच्चिदानन्द रूप मन्दिरमें बहुत दिन पर्यंत यहींपर कामकेलि (विहार) करेंगे ऐसा कहिकर प्रिया सहित वृन्दावनमें विहार करने लगे जैसा मुनि लोग महाभावसे भूषित कर्के रहस्य लीला गातेहैं । हे शिष्य ! ऐसा भी श्रीशुकदेवसंहितामें वर्णन है इससे श्रीरामजीसे परे ब्रह्म दूसरा कोई नहीं हैं बांकी पक्षपात करना वृथा मिथ्या कृटना है जो कोई श्रीसीतारामजीको छोडकर दूसरेको ब्रह्म प्रतिपादन करतेहैं वह मूर्ख परतत्त्वसे विमुख हैं विशेष क्या कहें हे शिष्य ! सदाशिव संहिताके प्रथमाध्यायमें लिखा है कि साकेत लोकमें चार द्वार हैं तिसमें पश्चिम द्वारपर वृन्दावन है जहां विभीषणजी द्वारपाल हैं यथा—

पश्चिमां पाति धर्मात्मा राक्षसेन्द्रो हरिप्रियः ॥

पूर्वमावृत्य विश्वात्मा सृग्रीवस्तेजसात्मकः ॥ २७२ ॥

उत्तरं रक्षति वीरो वालिपुत्रो मम प्रियः ॥

दक्षिणं तु सदा पाति हनुमात्रामवत्सलः ॥ २७३ ॥
 सर्वसत्त्वगुणोपेतः सर्वसत्त्वनिकेतनः ॥
 महाशंभुः स्वयं सोऽपि कपिरूपो दुरासदः ॥ २७४ ॥
 मत्स्यकूर्मवराहाश्च नृसिंहहरिवामनौ ॥
 भार्गवो हलिकंसारिबुद्धकक्लिभिरुद्यतैः ॥ २७५ ॥
 उपास्यमानं देवेशं देवानां प्रवरं विभुम् ॥
 साकेतपश्चिमद्वाराद्वृन्दावनमदूरतः ॥ २७६ ॥
 गोगणैरावृतः श्रीमान्कणद्वेणुविनोदकृत् ॥
 सर्वरासरसोत्पन्नो गोपकन्यासमावृतः ॥ २७७ ॥
 गोवर्द्धनगिरिस्तत्र यत्र देवः प्रतिष्ठितः ॥

(पुनः द्वितीयाध्यायेऽपि)

अवतारैरसंख्यातैः प्रधानैर्दशभिस्तथा ॥ २७८ ॥
 वेदैः सांगोपनिषदैर्यज्ञैर्बहुविधैरपि ॥
 सेव्यमाने परे रम्ये गुणावासे परं पदे ॥ २७९ ॥

अर्थ—पश्चिम ओर धर्मात्मा राक्षसेन्द्र विभीषणजी रक्षा करते हैं पूर्वको विश्वात्मा तैजसात्मक श्रीसुग्रीवजी रक्षा करते हैं और उत्तर वालिपुत्र मेरा प्रिय वीरशिरोमणि अंगदजी रक्षा करते हैं और दक्षिण द्वारकी रक्षा सर्वदा रामप्रिय महावीर श्रीहनुमान्जी करते हैं जो सब गुण करके युक्त हैं सर्व सत्त्वके स्थान हैं वह महाशंभुजी भी स्वयं दुस्तर वानर रूप होकर श्रीरामसेवा करते हैं और भी मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह, हरि भगवान् वामन, परशुराम, वलदेव, कृष्ण, बुद्ध, कलंकी इन सब करके देवताओं में श्रेष्ठ समर्थ करके स्वामी श्रीरामजी सेवित हैं । साकेतके पश्चिमद्वारके समीप ही वृन्दावन है जहां गोगण सर्वत्र पूर्ण है और श्रीमान् वेणु (वंशी) नादसे पूरित है । सर्वरासरसमें उन्मत्त गोपकन्या करके युक्त है तहां गोवर्द्धनगिरि है जहां गोवर्द्धननाथ देव प्रतिष्ठित हैं दूसरे अध्यायमें कहा है कि असंख्य अवतार हैं तिनमें दश अवतार प्रधान हैं तिन सब करके और उपनिषदोंके सहित चारों वेद करके तथा बहुप्रकारके यज्ञोंकरके परात्पर ब्रह्म श्रीरामजी सेवित हैं । ऐसे सर्वोंपरि श्रीरामजी हैं कि जिनके सर्वावतार सेवा करते हैं और विशेष क्या कहना है । हे शिष्य ! पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें २२८ अध्यायमें लिखा है कि सबसे परे लोक

वैकुण्ठ है जहां कृष्णरूपसे परमात्मा रहते हैं वही परम धाम है गोगण और गोपगण करके युक्त है वही विष्णुजीके परम पद है जहां हजारों रत्नमय मंदिर विमानादिक शोभित हैं उसी वैकुण्ठके मध्यमें परम दिव्य श्रीअयोध्यानगरी है जिस वैकुण्ठके दशौ दिशामें वासुदेवादिक लोक हैं वह वैकुण्ठ सप्तावरण करके युक्त है और वसिष्ठसंहिताके २६ अध्यायमें लिखा है कि सर्वोपरि वैकुण्ठ है वैकुण्ठसे भी परे गोलोक है गोलोकके मध्यमें साकेतलोक है साकेतके पूर्व और श्रीमती मिथिलापुरी (जनकपुर) है दक्षिण चित्रकूट है पश्चिमवृन्दावन है जहां कृष्णजी विहार करते हैं उत्तर महावैकुण्ठ है जहां सब पार्षदोंके सहित श्रीमन्नारायण रहते हैं एही नारायण सृष्टिकर्ता २४ अवतारोंके कारण हैं एही नारायण रामचरित्रके मुख्याचार्य हैं और साकेतलोक सप्तावरण करके युक्त है जहां सब अवतारोंके भिन्न २ स्थान हैं सो विस्तारसे देखलो ॥

इति श्रीमदयोध्यावासिविष्णुवश्रीसरयूदासविराचितपरमः तत्त्वोपासनात्रय-
सिद्धान्तः समाप्तः ॥ पञ्चोत्तरखण्डे २२८ अध्याये—

अत्राहतत्परं धाम गोपवेषस्य शार्ङ्गिणः ॥
तद्भाति परमं धाम गोभिर्गोपैस्सुखाह्वयैः ॥ २८० ॥
तद्विष्णोः परमं धाम यांति ब्रह्मसुखप्रदम् ॥
नानाजनपदाकीर्णं वैकुण्ठं तद्धरेः पदम् ॥ २८१ ॥
प्राकारैश्च विमानैश्च सौधै रत्नमयैर्वृतम् ॥
तन्मध्ये नगरी दिव्या साऽयोध्येति प्रकीर्तिता ॥ २८२ ॥
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः ॥
रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश ॥ २८३ ॥
एते तु विभवावस्था ब्रह्मणः परमात्मनः ॥
नृसिंहरामकृष्णेषु षाड्गुण्यं परिपूरितम् ॥ २८४ ॥
परावस्था तु देवस्य दीपादुत्पन्नदीपवत् ॥
प्राच्यां वैकुण्ठलोकस्य वासुदेवस्य मंदिरम् ॥ २८५ ॥
लक्ष्म्या लोकस्तथाग्नेय्यां याम्यां संकर्षणालयः ॥
सारस्वतस्तु नैऋत्यां प्राद्युम्नः पश्चिमे तथा ॥ २८६ ॥

रतिलोकस्तु वायव्यामुदीच्यामनिरुद्धभूः ॥
 ऐशान्यां शान्तिलोकः स्यात्प्रथमावरणं स्मृतम् ॥ २८७ ॥
 केशवादिचतुर्विंशत्यमी लोकास्ततः क्रमात् ॥
 द्वितीयावरणं प्रोक्तं वैकुण्ठस्य शुभाह्वयम् ॥ २८८ ॥
 ऋग्यजुःसामाथर्वाणो लोका दिक्षु महत्सु च ॥
 मत्स्यकूर्मादिलोकास्तु तृतीयावरणं शुभम् ॥ २८९ ॥
 सत्याच्युतानंतदुर्गाविष्वक्सेनगजाननाः ॥
 शंखपद्मनिधीलोकाश्चतुर्थावरणं शुभम् ॥ २९० ॥
 सावित्र्या विहगेशस्य धर्मस्य च मखस्य च ॥
 पचमावरणं प्रोक्तमक्षयं सर्ववाङ्मयम् ॥ २९१ ॥
 शंखचक्रगदापद्मखड्गशार्ङ्गहलं तथा ॥
 मौशलं च तथा लोकाः सर्वशस्त्रास्त्रसंयुताः ॥ २९२ ॥
 षष्ठमावरणं प्रोक्तं मन्त्रास्त्रमयमक्षरम् ॥
 ऐन्द्रपावकयाम्यानि नैर्ऋतं वारुणं तथा ॥ २९३ ॥
 वायव्य सौम्यमैशानं सप्तमं मुनिभिः स्मृतम् ॥
 साध्या मारुद्गणाश्चैव विश्वेदेवास्तथैव च ॥ २९४ ॥
 नित्याः सर्वे परे धाम्नि ये चान्ये च दिवौकसः ॥
 न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ॥ २९५ ॥
 यद्गत्वा न निवर्तते योगिनः संशितव्रताः ॥

इति ।

पुनः वशिष्ठसंहितायां भरद्वाज उवाच ॥

वेदा वेदांतसारज्ञ विरंचिप्रभवोत्तम ॥
 भवता यत्परिज्ञातं तन्न जानंति केचन ॥ १ ॥
 अतस्त्वां परिपृच्छामि हरेर्धाम्नां हि कारणम् ॥
 किं च तत्परमं धाम माधुर्यैश्वर्यभूषणम् ॥ २ ॥

यत्र सर्वावताराणामादिकारणविग्रहः ॥

क्रीडते कृपया मे त्वं तत्त्वतः कथय प्रभो ॥ ३ ॥

वशिष्ठ उवाच ॥

साधु पृष्टं त्वया तात गुह्याद्गुह्योत्तमं महत् ॥

सारात्सारतमं वेदसिद्धांतं प्रवदामिते ॥ ४ ॥

श्रूयतां सावधानेन रहस्यमतिदुर्लभम् ॥

रामभक्तं विना कापि न वक्तव्यं त्वयाऽनघ ॥ ५ ॥

सर्वेभ्यश्चापि लोकेभ्यश्चोर्ध्वं प्रकृतिमण्डलात् ॥

विरजायाः परे पारे वैकुण्ठं यत्परं पदम् ॥ ६ ॥

तस्मादुपारिगोलोकं सच्चिदिन्द्रियगोचरम् ॥

तन्मध्ये रामधामास्ति साकेतं यत्परात्परम् ॥ ७ ॥

श्रीमद्रवृन्दावनादीनि तद्धामावरणेष्वपि ॥

सर्वेषामवताराणां संति धामान्यनेकशः ॥ ८ ॥

केवलैश्वर्यमुख्यानि धामान्येतानि सन्मते ॥

ऐश्वर्य्योपासका भक्ता ध्यायन्ति प्राप्नुवंति च ॥ ९ ॥

एभ्यः परतमं धाम श्रीरामस्य सनातनम् ॥

पृथिव्यां भारते वर्षे ह्ययोध्याऽख्यं सुदुर्लभम् ॥ १० ॥

अखण्डसच्चिदानन्दसंदोहं परमाद्भुतम् ॥

वाङ्मनोगोचरातीतं त्रिषु कालेषु निश्चलम् ॥ ११ ॥

भूतलेऽपि च यद्धाम तथापि प्रकृतेर्गुणाः ॥

संस्पृशन्ति न तज्जातु जलानि कमलं यथा ॥ १२ ॥

कालः कर्म स्वभावश्च मायिकः प्रलयस्तथा ॥

उर्मयः पङ्क्तिराश्च न यत्र प्रभवन्ति हि ॥ १३ ॥

यदंशेन प्रकाशेते विभूती द्वे सनातने ॥

अधश्चोर्ध्वमनन्ते च नित्ये च परमाद्भुते ॥ १४ ॥

विभाति सरयूर्यत्र पश्चिमादि त्रिदिक्षु च ॥

विरजाद्याः सरिच्छ्रेष्ठाः प्रकाशन्ते यदंशतः ॥ १५ ॥

परात्रारायणाच्चैव कृष्णात्परतरादपि ॥
 यो वै परतमः श्रीमान् रामो दाशरथिः स्वराट् ॥ १६ ॥
 यस्यानंतावताराश्च कला अंशविभूतयः ॥
 आवेशा विष्णुब्रह्मेशाः परं ब्रह्मस्वरूपभाः ॥ १७ ॥
 स एव सच्चिदानन्दो विभूतिद्वयनायकः ॥
 वात्सल्याद्यद्भुतानंतकल्याणगुणवारिधिः ॥ १८ ॥
 राजेन्द्रमुकुटप्रोद्यद्भक्तनीराजितांघ्रिणा ॥
 पित्रा दशरथेनैव वात्सल्यामृतसिंधुना ॥ १९ ॥
 कौशल्याप्रमुखाभिश्च मातृभिर्भ्रातृभिर्द्विभिः ।
 सीतादिभिः स्वदारैश्च दासीभिश्चालिभिस्तथा ॥ २० ॥
 सखिभिः समरूपैश्च दासैश्चामितविक्रमैः ॥
 वशिष्ठाद्यैर्मुनीन्द्रैश्च सुमंत्राद्यैश्च मंत्रिभिः ॥ २१ ॥
 परिवारैरनेकैश्च सच्चिदानंदमूर्तिभिः ॥
 भोगैश्च विविधैर्दिव्यैर्भोगोपकरणैस्तथा ॥ २२ ॥
 सार्द्धं वसति यत्रैव स्वतंत्रः क्रीडते सदा ॥
 क्षणं हित्वा न तद्धाम क्वचिद्याति स्वयं प्रभुः ॥ २३ ॥
 तन्माधुर्यमयं नित्यमैश्वर्यान्तर्गतं ध्रुवम् ॥
 रामस्यातिप्रियं धाम नास्त्यनेन समं क्वचित् ॥ २४ ॥
 अतोऽयोध्यां रसज्ञा ये सर्वदा पर्युपासते ॥
 प्राकृतैश्चक्षुभिर्नैव दृश्यते सा कथंचन ॥ २५ ॥
 देहत्रयविनिर्मुक्ता रामभक्तिप्रभावतः ॥
 तुरीयसच्चिदानंदरूपाः पश्यन्ति तां पुरीम् ॥ २६ ॥
 अथ श्रीरामचन्द्रस्य यद्धाम प्रकृतेः परम् ॥
 सच्चिद्वनपरानंदं नित्यं साकेतसंज्ञिकम् ॥ २७ ॥
 यदंशवैभवा लोका वैकुण्ठाद्याः सनातनाः ॥ २८ ॥

सप्तावरणानि तस्याहं वक्ष्यामि मुनिसत्तम ॥
 एकैकस्यां दिशि श्रीमान्दशयोजनसंमितः ॥ २९ ॥
 अयोध्याया बहिर्देशः स वै गोलोकसंज्ञकः ॥
 महाशंभुर्महाब्रह्मा महेन्द्रो वरुणस्तथा ॥ ३० ॥
 धनदो धर्मराजश्च महान्तश्च दिगीश्वराः ॥
 त्रयस्त्रिंशत्तथा देवा गंधर्वाश्चाप्सरोगणाः ॥ ३१ ॥
 अन्ये च विविधा देवा नित्याः सर्वे द्विजोत्तम ॥
 सप्तर्षयो मुनीन्द्राश्च नारदः सनकादयः ॥ ३२ ॥
 वेदा मूर्तिधराः शास्त्रविद्याश्च विविधास्तथा ॥
 सायुधाः सगणाः श्रीमद्रामभक्तिपरायणाः ॥ ३३ ॥
 प्रथमावरण नित्यं साकेतस्य स्थिता मुने ॥
 एतदंशसमुद्भूते देवा ब्रह्मशिवादयः ॥ ३४ ॥
 यथाऽधिकारं ते सर्वे स्वस्वलोकेषु संस्थिताः ॥
 निधयो नवधा नित्या दशाष्टौ सिद्धयस्तथा ॥ ३५ ॥
 पंचधामुक्तयश्चापि रूपवत्यः पृथक्पृथक् ॥
 कर्मयोगौ च वैराग्यं ज्ञानं च साधनैः सह ॥ ३६ ॥
 द्वितीयाऽवरणे नित्यं स्वस्वरूपेण संस्थिताः ॥
 सच्चिज्ज्योतिर्मयं ब्रह्म निरीहं निर्विकल्पकम् ॥ ३७ ॥
 निर्विशेषं निराकारं ज्ञानाकारं निरंजनम् ॥
 निर्वाच्यं निर्गुणं नित्यमनंतं सर्वसाक्षिकम् ॥ ३८ ॥
 इन्द्रियैर्विषयैः सर्वैरग्राह्यं तत्प्रकाशकम् ॥
 न्यासिनां योगिनां यच्च ज्ञानिनां च लयास्पदम् ॥ ३९ ॥
 तृतीयावरणे तद्वै साकेतस्य विदुर्बुधाः ॥
 गर्भोदकनिवासी च क्षीरणवनिवासकृत ॥ ४० ॥

श्वेतद्वीपाधिपश्चैव रमावैकुण्ठनायकः ॥

सलोकाः सगणाः सर्वे मथुरा च महापुरी ॥ ४१ ॥

पुरी द्वारावती नित्या काशी लोकैकवंदिता ॥

कांची मायापुरी दिव्या तथा चावंतिकापुरी ॥ ४२ ॥

अयोध्यामेव सेवते चतुर्थावरणे स्थिताः ॥

साकेतपूर्वदिग्भागे श्रीमतीमिथिलापुरी ॥ ४३ ॥

सर्वाश्चर्यवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी ॥

हर्म्यैः प्रासादवर्ग्यैश्च नानारत्नपरिष्कृतैः ॥ ४४ ॥

विमानैर्विविधैरुच्चैश्चित्रध्वजपताकिभिः ॥

भ्राजते परिखादुर्गविविधोद्यानसंकुला ॥ ४५ ॥

तस्यां श्रीमन्महाराज शीरकेतुः प्रतापवान् ॥

श्वशुरो रामचन्द्रस्य वात्सल्यादिगुणार्णवः ॥ ४६ ॥

निमिवंशध्वजः शूरश्चतुरंगबलान्वितः ॥

वेदवेदांतसारज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ ४७ ॥

धनुर्वेदविदां श्रेष्ठः सर्वैश्वर्यसमन्वितः ॥

दासीदासगणैर्नित्यं सेवितो वसति स्वराट् ॥ ४८ ॥

दक्षिणस्यां दिशि श्रीमान् कोशलाया गिरिर्महान् ॥

भ्राजते चित्रकूटः सच्चिन्मयानन्दमूर्तिमान् ॥ ४९ ॥

नानारत्नमयैः शृंगैर्विचित्रैश्चित्रपादपैः ॥

सुधास्वादुफलै रम्यैः पुष्पभारावलंबिभिः ॥ ५० ॥

लताजालवितानैश्च गुंजद्भ्रमरसंकुलैः ॥

मत्तकोकिलसन्नादैः कूजद्भिश्चित्रपक्षिभिः ॥ ५१ ॥

नृत्यन्मत्तमयूरैश्च निर्झरैर्निर्मलांबुभिः ॥

सीतया सह रामस्य लीलारसविवर्द्धनः ॥ ५२ ॥

चिद्रूपा कांचनी भूमिः समा रत्नैर्विचित्रिता ॥
 समंतात्पर्वतेन्द्रस्य दिव्यकाननमंडिता ॥ ५३ ॥
 यत्र मंदाकिनी रम्या वहति श्रीमती नदी ॥
 मणिनिर्मलतोयाढ्या वज्रवैडूर्यवालुका ॥ ५४ ॥
 गुंजन्मधुव्रतश्रेणी प्रफुल्लकमलाकुला ॥
 चित्रपक्षिकलक्वाणमुखरीकृतदिक्कटा ॥ ५५ ॥
 स्वर्णस्फटिकमाणिक्यमुक्ताबद्धतटद्वया ॥
 चित्रपुष्पलतापुंजकुंजानि विविधानि च ॥ ५६ ॥
 मधुराणि सहस्राणि तस्यास्तीरद्वयोरपि ॥
 संति नित्यविहारार्थं जानकीरामचन्द्रयोः ॥ ५७ ॥
 अयोध्यापश्चिमे भागे कृष्णस्य परमात्मनः ॥
 नित्यं वृन्दावनं धाम चिन्मयानंदमद्भुतम् ॥ ५८ ॥
 समंताद्भूः समा यत्र कांचनी रत्नचित्रिता ॥
 दिव्यवृक्षलताकुंजैर्गुंजन्मत्तमधुव्रतैः ॥ ५९ ॥
 नवीनैः पल्लवैः स्निग्धैः फलैः पुष्पैश्च सन्नतैः ॥
 नदत्पक्षिगणैश्चित्रैर्मयूरैश्च विराजते ॥ ६० ॥
 गोवर्द्धनो गिरिश्चात्र कांचनो रत्नमंडितः ॥
 लतापादपसंकीर्णं गुहानिर्झरकूटवान् ॥ ६१ ॥
 नदी यत्र महापुण्या कालिन्दी कृष्णवल्लभा ॥
 नीलरत्नजलोलुंगतरंगावर्तमालिनी ॥ ६२ ॥
 फुल्लपंकेरुहा मत्तकूजद्रुंगविहंगमा ॥
 स्वर्णघट्टतटा रत्नवालुका शोभते भृशम् ॥ ६३ ॥
 गोपीगोपगणैर्नित्यैर्गोवृन्दैर्गोपबालकैः ॥
 श्रीमन्नंदयशोदाभ्यां भ्रात्रा श्रीमद्भलेन च ॥ ६४ ॥

सखीभिर्गोपकन्याभिर्वृषभानुसुतादिभिः ॥
 सार्द्धं वसति तत्रैव श्रीकृष्णः पुरुषोत्तमः ॥ ६५ ॥
 कणद्वेणुमनोहारी विहारी रासमण्डले ॥
 श्रीराधिकामुखांभोजमकरंदमधुव्रतः ॥ ६६ ॥
 सत्यायाश्चोत्तरे भागे महावैकुण्ठसज्ञकम् ॥
 महाविष्णोः परं धाम ध्रुवं वेदैः प्रकीर्तितम् ॥ ६७ ॥
 सर्वतः खचिता रत्नैर्भूमिर्यत्र हिरण्यमी ॥
 वापी कुण्डतडाकैश्च दिव्यारामैर्विराजते ॥ ६८ ॥
 समन्ताच्च नदी यत्र विरजा फुल्लपंकजा ॥
 स्वच्छस्फटिकतोयौघावर्तोत्तुंगतरंगिणी ॥ ६९ ॥
 स्वर्णरत्नमहातीर्था वज्रस्फटिकसैकता ॥
 भृंगपक्षिगणोद्घुष्टकोलाहलसमाकुला ॥ ७० ॥
 प्रासादैः पार्षदेन्द्राणां विमानैर्विविधैस्तथा ॥
 चित्रशालोत्तमैर्दिव्यैर्हर्म्यजालैः सहस्रशः ॥ ७१ ॥
 उच्चैर्ध्वजपताकाग्रै रत्नकांचनचित्रितैः ॥
 ललनारत्नसंघैश्च तल्लोकं द्योततेऽधिकम् ॥ ७२ ॥
 हैरण्यं सुमहद्व्रत्नैः खचितं परमायतम् ॥
 तत्रैकं भवनं प्रांशुप्रासादैः परिवारितम् ॥ ७३ ॥
 सहस्रैः कलशैर्भातं ध्वजैश्चित्रैश्च केतुभिः ॥
 मुक्तादामवितानैश्च चित्ररत्नगवाक्षकैः ॥ ७४ ॥
 महद्वज्रकपाटैश्च मणिस्तम्भैः सहस्रशः ॥
 रत्नांगणं महाकक्षं भाति तल्लोकभूषणम् ॥ ७५ ॥
 तन्मध्ये शेषपर्यंके नित्यसत्त्वैकविग्रहः ॥
 आस्ते नारायणो नित्यः किशोरः सद्गुणार्णवः ॥ ७६ ॥

मेवश्यामश्चतुर्बाहुस्तडित्पीताम्बरावृतः ॥
 श्यामस्निग्धालकव्रातैरुल्लसन्मुखपंकजः ॥ ७७ ॥
 महद्व्रतनकिरीटेन कुण्डलांगदकंकणैः ॥
 श्रीवत्सकौस्तुभाभ्यां च सुगंधैर्वनमालया ॥ ७८ ॥
 वैजयंत्योपवीतेन मुद्रिकाहारनूपुरैः ॥
 स्वर्णसूत्रेण कांच्यादिभूषणैर्भूषितो विभुः ॥ ७९ ॥
 शंखचक्रगदापद्माद्यायुधैश्चाप्यलंकृतः ॥
 विभाति श्रीमतीभिश्च श्रीभूलीलादिशक्तिभिः ॥ ८० ॥
 विष्वक्सेनादयो नित्यमुक्ताऽमुक्ताश्च सूरयः ॥
 शुद्धसत्त्वात्मकाः सर्वे श्यामलांगाश्चतुर्भुजाः ॥ ८१ ॥
 दिव्यगंधानुलिप्तांगाः पद्माक्षाः पीतवाससः ॥
 सुकेशा सुस्मिता दिव्यमाल्यालंकारभूषिताः ॥ ८२ ॥
 सर्वायुधधरा दिव्यललनायूथसेविताः ॥
 भगवंतं श्रिया जुष्टं सेवतेऽहर्निशं मुदा ॥ ८३ ॥
 मिथिला चित्रकूटश्च श्रीमद्वृंदावनं तथा ॥
 महावैकुण्ठमेतद्विपंचमावरणे मुने ॥ ८४ ॥
 ततस्तु परमानन्दसंदोह परमाद्भुतम् ॥
 अयोध्यायाश्चतुर्दिक्षु चतुर्विंशतियोजनम् ॥ ८५ ॥
 सर्वतो वेष्टितं नित्यं स्वप्रकाशं परात्परम् ॥
 सच्चिदेकरसानंदं मायागुणविवर्जितम् ॥ ८६ ॥
 वाङ्मनोगोचरातीतं प्रमोदारण्यसंज्ञकम् ॥
 रामस्यातिप्रियं धाम नित्यलीलारसास्पदम् ॥ ८७ ॥
 जाम्बूनदमयी यत्र भूः समंतात्प्रकाशते ॥
 चिद्रूपिणी समाश्लक्ष्णा परानंदविवर्द्धिनी ॥ ८८ ॥

चन्द्रकांतोपलैश्चित्रा कचिच्च स्फटिकोपलैः ॥
 मणिभिः पद्मरागैश्च कचिद्वज्रैर्महाप्रभैः ॥ ८९ ॥
 इन्द्रनीलोपलैर्वद्धा माणिक्यैर्विविधैः कचित् ॥
 रत्नैर्वशच्छदैर्भातैर्वैडूर्यैः खचिता कचित् ॥ ९० ॥
 अविद्धाभिश्च मुक्ताभिः प्रवालैश्च कचित्कचित् ॥
 महाहैश्चित्रिता रत्नैर्नीलपीतसितारुणैः ॥ ९१ ॥
 म्यमंतैर्भ्राजमानैश्च चितारत्नचयैस्तथा ॥
 चित्रिता वसुधा सर्वा द्योतयत्यधिकं प्रियम् ॥ ९२ ॥
 पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु क्रमेण तद्वने मुने ॥
 गिरयः संति चत्वारस्तेषां नामानि मे शृणु ॥ ९३ ॥
 शृंगाराद्रिश्च रत्नाद्रिस्तथा लीलाऽद्रिरेव च ॥
 मुक्ताद्रिश्च स्वया लक्ष्म्या द्योतयन्ति दिशो दश ॥ ९४ ॥
 आह्लादिन्याश्च पूर्वस्यां दिशि प्रोद्यत्प्रभाकरः ॥
 नीलरत्नमयो भाति शृंगाराद्रिर्मनोहरः ॥ ९५ ॥
 दक्षिणस्यां दिशि श्रीमद्रत्नाद्रिर्द्योतयन् वनम् ॥
 पीतरत्नमयः कांत्या भूदेव्या भ्राजते प्रियः ॥ ९६ ॥
 प्रतीच्यां दिशि लीलाद्रिर्लीलाया ललितप्रभा ॥
 राजते रक्तरत्नाढ्यो रामस्य रतिवर्द्धनः ॥ ९७ ॥
 श्रीदेव्याश्च हि लीलायै मुक्ताद्रिर्मण्डितो महान् ॥
 उदीच्यामुज्ज्वलो रत्नैश्चन्द्रकांतैरुदंचते ॥ ९८ ॥
 चित्रपुष्पौघसंपन्नैर्लतापुंजवितानकैः ॥
 स्वल्पीकृतसुधास्वादुफलभारातिसनतैः ॥ ९९ ॥
 नवीनपल्लवोपेतैर्गुञ्जन्मत्तमधुव्रतैः ॥
 कूजच्चित्रद्विजैर्नीलकण्ठकैर्कीवनादितैः ॥ १०० ॥
 प्रमत्तकोकिलाकाणमुखरीकृतदिङ्मुखैः ॥
 विचित्रैर्विविधैः स्निग्धैर्वृक्षैर्नित्यमधुस्रवैः ॥ १०१ ॥

(११४)

उपासनात्रयसिद्धान्तम्-

उन्नतैः शिखरैर्भातैः स्यन्दमानैश्च निर्झरैः ॥
 गुहाभिश्च विराजन्ते चत्वारस्ते नगोत्तमाः ॥ १०२ ॥
 तत्प्रमोदवने संति मधुराणि नवानि च ॥
 वनानि द्वादशैतानि तन्नामानि शृणुष्व मे ॥ १०३ ॥
 श्रीशृंगारवनं भातं विहारवनमद्भुतम् ॥
 तमालं च रसालं च चंपकं चंदनं तथा ॥ १०४ ॥
 पारिजातवनं दिव्यमशोकवनमुत्तमम् ॥
 विचित्राख्यं वनं कांतं कदम्बवनमेव च ॥ १०५ ॥
 तथाऽनंगवनं रम्यं वनं श्रीनागकेशरम् ॥
 द्वादशैतानि नामानि वनानां कथितानि ते ॥ १०६ ॥
 सर्वेषु सान्द्रनीलाभ्रनिभेषु विपिनेषु च ॥
 निविडेषु नवा नित्या विचित्रा विविधा द्रुमाः ॥ १०७ ॥
 चिन्मयाः कमनीयाश्च किशोराः कामविग्रहाः ॥
 सुस्निग्धाः कोमलाः सूक्ष्माश्च्योतन्त्यमृतविपुषः ॥ १०८ ॥
 नवीनैः पल्लवैः श्लक्ष्णैर्मृदुलैर्वायुचंचलैः ॥
 विचित्रैर्लवितैर्नीलहृत्पीतारुणैर्धनैः ॥ १०९ ॥
 पुष्पाणां पंचवर्णानां दिव्यानां च सुगंधिना ॥
 नवानामप्रमेयाणां नित्यानामभितो भृशम् ॥ ११० ॥
 प्रफुल्लानां सुधास्वादुफलानां च विशेषतः ॥
 महाभारेण शाखाभिर्लुठन्ति धरणीतले ॥ १११ ॥
 दिव्यस्वर्णमहारत्नजालैश्चित्रितवेदिकाः ॥
 प्रफुल्लपंचधा पुष्पव्रतत्यौघवितानकाः ॥ ११२ ॥
 सुवर्णवल्कलाः केचिन्मुक्तापुष्पावतंसकाः ॥
 चिंतामणिफला नीलरत्नपल्लवशोभिताः ॥ ११३ ॥
 नानापुष्परजःपृक्तशबलाः पट्पदा मुदा ॥
 अनन्ता यत्र गुञ्जन्ति भ्रमन्तो गंधगृध्रनवः ॥ ११४ ॥

मत्ताः पुष्परसं पीत्वा पतन्ति पृथिवीतले ॥
 पुनरुत्थाय धावन्ति पुष्पोद्घेषु मुहुर्मुहुः ॥ ११५ ॥
 प्रविलीय पलायन्ते द्रुममन्यत्र यूथशः ॥
 भ्रमरीभिः समं सर्वे विक्रीडन्ते समं ततः ॥ ११६ ॥
 अनन्ता निर्वृता मत्ताः क्वचित्कूजन्ति कोकिलाः ॥
 शारिकाश्च शुकाश्चित्राः क्वचिद्गायन्ति संघशः ॥ ११७ ॥
 क्वचित्पारावतव्राताः कपोताश्च कृणन्ति हि ॥ ११८ ॥
 रटन्ति रागिणोत्पन्तं चंचलाश्चातकाः क्वचित् ॥
 चन्द्रमण्डलसंकाशाः प्रमदाभिर्मुदान्विताः ॥ ११९ ॥
 हंसा मुक्ता अनन्तं वै नदन्ति मधुरं क्वचित् ॥
 क्वचित्क्रौंचाश्चकोराश्च कलहंसाश्च सारसाः ॥ १२० ॥
 विचित्राः पक्षिणश्चान्ये स्वयोषिर्द्धर्मनोहराः ॥
 रमन्ते नादयन्तश्च वनं नानारवैर्भृशम् ॥ १२१ ॥
 तिरस्कृताऽमृतस्वादुफलानि विविधानि च ॥
 अदन्ति तेषु सर्वेषु विचित्रेषु वनेषु च ॥ १२२ ॥
 प्रनृत्यन्ति मयूरीभिः सार्द्धं मत्ताः शिखंडिनः ॥
 नित्यं श्रीकर्णिकाराश्च कुन्दवृन्दाश्च मल्लिकाः ॥ १२३ ॥
 लवंगलतिका जात्यो मालत्यो यूथिकास्तथा ॥
 माधव्यश्चैव केतक्यो वासन्त्यः परमाद्भुतम् ॥ १२४ ॥
 स्थलजाः कंजवृन्दाश्च सेवन्त्यो विविधास्तथा ॥
 अन्याश्चित्रा लताः स्वैः स्वैः पुष्पोद्घैर्विविधैर्भृशम् ॥ १२५ ॥
 कारयन्ति वनं सर्वं दिव्यं गन्धाधिवासितम् ॥
 वाताश्च शीतला मंदा सुगन्धास्तद्वने सदा ॥ १२६ ॥
 प्रवांति परमानन्दं वर्द्धनाः षट्पदानुगाः ॥
 नानापुष्परजोभिश्च रंजिता भूर्विराजते ॥ १२७ ॥

कचितीता कचिन्नीला हरिद्रक्ता सिता कचित् ॥
 पादपप्रच्युतैः पुष्पैस्सच्छन्ना पञ्चवर्णकैः ॥ १२८ ॥
 कुथेवाभाति विस्तीर्णा चित्रवर्णा कचित्कचित् ॥
 दीर्घिका विविधास्तत्र मणिनिर्मलवारिणा ॥ १२९ ॥
 पूर्णा माणिक्यसोपानाः स्फटिकोपलकुट्टिमाः ॥
 तीरस्थद्रुमसंछन्नाः प्रफुल्लकमलोत्पलाः ॥ १३० ॥
 कूजत्पक्षिगणैश्चित्रैर्गुजद्रुमैर्विनादिताः ॥
 फुल्लपंकजकल्लोलजला गुञ्जन्मधुव्रताः ॥ १३१ ॥
 पुष्करिण्यो द्विजोद्गुह्यद्रुमगुल्मलताव्रताः ॥
 तटाकानि सुरम्याणि विशालानि वने वने ॥ १३२ ॥
 विचित्रमणिसोपानतीर्थानि विविधानि च ॥
 कुण्डानि कमनीयानि संति स्फटिकवारिभिः ॥ १३३ ॥
 पूर्णानि फुल्लकहारशतपत्राण्यनेकशः ॥
 भृङ्गसंघप्रगीतानि शुकहंसरुतानि च ॥ १३४ ॥
 संनादितवनांतानि नदद्भिश्चित्रपक्षिभिः ॥
 प्रासादा मण्डपाः सांद्राः काननानां कचित्कचित् ॥ १३५ ॥
 मध्ये मध्ये प्रदीप्यन्ते वेदिका विविधास्तथा ॥
 कांचनाश्चंद्रकांतेश्च मणिभिश्चित्रिताः कचित् ॥ १३६ ॥
 चितारत्नैः कचिच्चेन्द्रनीलरत्नैर्विचित्रिताः ॥
 पद्मरागप्रवेकैश्च कचिद्रत्नैः स्फुरत्प्रभैः ॥ १३७ ॥
 वैडूर्यैर्भासमानैश्च स्यमतैः खचिताः कचित् ॥
 कचिद्रंशच्छदैर्भातैर्माणिक्यैश्च मनोहरैः ॥ १३८ ॥
 हरिद्रत्नैश्च मुक्ताभिः प्रवालैश्चापि मंडिताः ॥
 अन्यैर्विचित्ररत्नैश्च मृदुलास्तरणैस्तथा ॥ १३९ ॥
 मुक्तादामवितानैश्च दर्पणैश्चाप्यलंकृताः ॥
 मुक्तापुष्पलताजालकुंजानि मधुराण्यलम् ॥ १४० ॥

भृंगपक्षिप्रबुष्टानि तद्वने संत्यनेकशः ॥
 वसंतो हि क्वचित्तत्र नित्यमेव विराजते ॥ १४१ ॥
 निदाघश्च क्वचित्प्रावृट् क्वचिन्नित्यं शरत्तथा ॥
 हेमंतश्च क्वचिन्नित्यं शिशिरो वर्तते क्वचित् ॥ १४२ ॥
 षडेते ऋतवः स्वस्वभूत्या वै संवसन्ति हि ॥
 देशीदेवगिरिश्चैव वैराडी टोडिका तथा ॥ १४३ ॥
 ललिता चैव हिंडोली रागिण्यः षट् प्रकीर्तिताः ॥
 मूर्तिमतीभिरेताभिः स्वपत्नीभिर्मनोहराः ॥ १४४ ॥
 वसंतो मूर्तिमात्रागो वसन्ते वसते सदा ॥
 भैरवी गुर्जरी चैव रेवा गुणकरी तथा ॥ १४५ ॥
 वंगाक्षी बहुली चैव रागिण्यः षट् सुविग्रहाः ॥
 एताभिः स्वसहायाभिर्योषिर्द्भिर्भैरवोऽद्भुतः ॥ १४६ ॥
 रामः संवर्तते नित्यं निदाघे मूर्तिमान्स्वयम्
 मल्लारी शोरठी चैव सादेरी कौशिकी तथा ॥ १४७ ॥
 गंधारी हरिशृंगारा रागिण्यः षट् सुखप्रदाः ॥
 सुरूपाभिः स्वभार्याभिरेताभिर्मूर्तिमान्महान् ॥ १४८ ॥
 प्रावृषि प्रीतिकृन्नित्यं मेघरागप्रतिष्ठितः ॥
 विभासी चाथ भूपाली मालश्रीः पटमंजरी ॥ १४९ ॥
 वडहंसी च कर्णाटी रागिण्योऽद्भुतविग्रहाः ॥
 स्वदारैः षड्भिरेताभिः पुत्रपौत्रस्नुषादिभिः ॥ १५० ॥
 रूपवान्पंचमो रागः सर्वदा शरदि स्थितः ॥
 कामोदी चापि कल्याणी ह्याभीरी नाटिका तथा ॥ १५१ ॥
 सालंगी नटहंमीरी रागिण्यः सुरतिप्रदाः ॥
 दिव्यरूपाभिरेताभिः स्वस्त्रीभिर्दिव्यरूपवान् ॥ १५२ ॥

(११८)

उपासनात्रयसिद्धान्तमें-

हेमन्ते तिष्ठते रागो बृहन्नाटश्च नित्यदा ॥
 मालवी त्रिवणी गौरी केदारी मधुमाधवी ॥ १५३ ॥
 तथा पाहाडिका चैव रागिण्यः श्रुतिवल्लभाः ॥
 पङ्क्तिर्मूर्तिमतीभिः स्वनायिकाभिश्च मूर्तिमान् ॥ १५४ ॥
 शिशिरे संस्थितो नित्यं श्रीरागः सकुटुम्बकः ॥
 रागाः षट् पुरुषाश्चेत्थं षट् त्रिंशच्च तथा स्त्रियः ॥ १५५ ॥
 रागिण्यः परिवारैश्च निवसन्ति सदा वने ॥
 प्रमोदकाननं पष्टमेतदावरणं महत् ॥ १५६ ॥
 तव भक्त्या प्रसन्नेन मया प्रोक्तं द्विजोत्तम ॥
 ततश्च सरितामादिकारणं सरयूः सरित् ॥ १५७ ॥
 श्रीमती शाश्वती नित्या सर्वलोकैकपावनी ॥
 सच्चिद्वनपरानन्दरूपिणी रामवल्लभा ॥ १५८ ॥
 विरजाद्याः परा नद्यो यदंशाल्लोकविश्रुताः ॥
 यन्नामोच्चारणात्सद्यो मुक्ता संसारबन्धनात् ॥ १५९ ॥
 प्राप्नुयुर्दिव्यदेहींश्च समीतं रघुनन्दनम् ॥
 तज्जलं निर्मलं कांतं गंभीरावर्तशोभितम् ॥ १६० ॥
 उत्तंगविलसद्बीचिधवलीकृतदिङ्मुखम् ॥
 मंजीकृतशरच्चन्द्रचयं चन्द्रमणिप्रभम् ॥ १६१ ॥
 तिरस्कृतसुधास्वादु कुन्दवृन्दहिमद्युति ॥
 प्रफुल्लैः पङ्कजै रक्तैः शुक्लैः पीतैस्तथासितैः ॥ १६२ ॥
 अन्यैर्नानाविधैर्दिव्यैः सुगंधीकृतमद्भुतम् ॥
 हंसैः क्रौंचैश्चकोरैश्च चक्रवाकश्च सारसैः ॥ १६३ ॥
 सदारैरतिकूजद्भिश्चित्रैश्चान्यैः पतत्रिभिः ॥
 भ्रमद्भिर्भ्रमरैर्मत्तैर्गुजद्भिर्मधुरस्वरैः ॥ १६४ ॥
 मत्ताभिर्भ्रमरीभिश्च समंतान्मुखरीकृतम् ॥
 मणिभिश्चन्द्रकांतैश्च पद्मरागैश्च कौस्तुभैः ॥ १६५ ॥

कचिद्वंशच्छदैर्वज्रैश्चेन्द्रनीलैः स्यमतकैः ॥
 चिंतारत्नैश्च वैडूर्यैर्मुक्ताभिः स्फटिकैः क्वचित् ॥ १६६ ॥
 माणिक्यैश्च कचिद्रत्नैर्नानावर्णैः सकांचनैः ॥
 खचितानां सुतीर्थानां सहस्राणां तटद्वये ॥ १६७ ॥
 प्रतिविंबैर्जलं स्वच्छं नानावर्णं प्रकाशते ॥
 वज्रस्फटिकमुक्तानां सूक्ष्मचूर्णानि वालुकाः ॥ १६८ ॥
 तथा चन्द्रमणीनां च द्योतयन्ति सरित्तटे ॥
 एवं श्रीसरयु रम्या परमानन्ददायिनी ॥ १६९ ॥
 सप्तमावरणं विद्धि साकेतस्य सरिद्वरा ॥
 सप्तावरणमध्ये तु राजते रामवल्लभा ॥ १७० ॥
 अयोध्यानगरी सच्चित्सांद्रानन्दैकविग्रहा ॥
 इतीदं वर्णितं नित्यं सप्तावरणसंयुतम् ॥
 रामधामैकसिद्धांतं स्वरूपं मुनिसत्तम ॥ १७१ ॥
 पठेद्वा शृणुयान्नित्यं य एतद्भक्तिसंयुतः ॥
 स गच्छेत्परमं धाम साकेतं योगिदुर्लभम् ॥ १७२ ॥
 ज्ञानं योगश्च ध्यानं च तपश्चात्मविनिग्रहः ॥
 नाना यज्ञाश्च दानानि सर्वतीर्थावगाहनम् ॥ १७३ ॥
 एतस्य पाठमात्रेण श्रवणेन च यत्फलम् ॥
 भवेत्तस्य कलां विप्र साहस्रामपि वाप्नुयुः ॥ १७४ ॥

श्रीभरद्वाज उवाच ॥

तत्त्वामृतं पीतमनन्यचेतसा सुधाधिकं त्वन्मुखनिर्गतं मया ॥
 धन्योऽस्म्यहं नाथ पदद्वयं प्रभो नमामि नित्यं च तवास्मि किंकरः ॥

इति श्रीमद्वशिष्ठसंहितायां श्रीमद्वशिष्ठभरद्वाजसंवादे श्रीमद्रामधाम-
 नित्यस्वरूपवर्णनो नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

(१२०)

उपासनात्रयसिद्धान्तमें—

यस्यांशेनैव ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा अपि जाता महाविष्णुर्यस्य
 दिव्यगुणाश्च ॥ स एव कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामे
 दाशगर्धिर्बभूव ॥ इत्यथर्वणे श्रुतिः ॥ स श्रीरामः सवितार
 सर्वेषामीश्वरः, यमेवेष वृणुते स पुमानस्तु, यमवैदस्माद्भूर्भुवः
 स्वः त्रिगुणमयो बभूव, इतीमं नरहरिः स्तौतीमं गंधमादनः,
 स्तौतीमं यज्ञतनुः, स्तौतीमं महाविष्णुः, स्तौतीमं विष्णुः,
 स्तौतीमं महाशंभुः, स्तौतीमं द्वैतं मण्डलं तपति यत्पुरुषं
 दक्षिणाक्षं मण्डलो वै मण्डलार्च्यः मण्डलस्थमिति सामवेदे
 तैत्तिरीयशाखायाम् ॥

(परमोपदेशः)

अल्प तो अवाधि जीव तामें बहु सोच, पोच, करिवेको बहुत है काह काह
 कीजिये । पार तो पुरानहुंको वेदहुंको अन्त नाहि, वानीहू अनेक चित कहां कहां
 दीजिये ॥ काव्यको कला अनंत छन्दको प्रबंध घनो, रागतो रसीले रस कहां
 कहां पीजिये । सब बातोंकी एक बात तुलसी बताय जात, जन्म जो सुधारा चहो
 गम नाम लीजिये ॥

इति श्रीअयोध्यापुरीस्थित कनकभवननिवासी वैष्णव श्रीसरयूदासजी कृत श्रीउपासना-
 त्रयसिद्धांतरहस्य समाप्त ॥ श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु शुभं भवतु ॥

पुस्तक मिलनेका पता—

वैष्णव श्रीसरयूदासजी,

कनकभवन—अयोध्या.



